মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ১৯৯৮

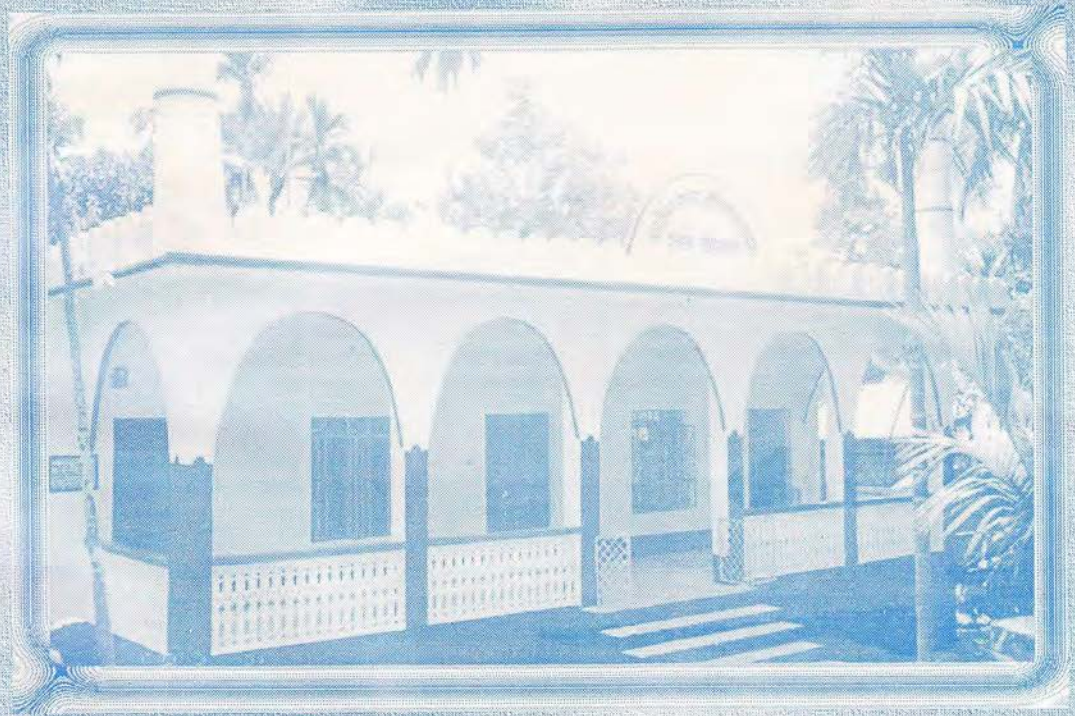

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।
মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২।

رب زدني علما

مجلة "التحريك" الشهرية، علمية أدبية دينية
جلد: ٢ عدد: ٢، رجب١٤١٩هـ/نوفمبر ١٩٩٨م
رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত মোল্লাহাট সদর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, বাগেরহাট।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh direeted to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are, Such as: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Tales from sahih Hadith 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News: Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11.Fatawa & Masail. etc.

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০/=
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০/=
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০/=
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০/=
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০/=
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০/=
* অর্ধ সিকি পৃষ্ঠাঃ	২৫০/=

স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) নিয়মিত বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/=	১১০/=
এশিয়া মহাদেশঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভূটানঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তানঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশঃ	৮৭০/=	৮০০/=

* ভি, পি, পি -যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফ্‌ট্‌ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor: Dr.Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by Muhammad Sakhawat Hossain
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription at home Tk: 110/00 & Regd. Post: Tk. 155/00.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph: (0721) 760525. Ph & Fax: (0721) 761378.

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

২য় বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা
রজব ১৪১৯ হিঃ
কার্তিক ১৪০৫ বাং
নভেম্বর ১৯৯৮ ইং

প্রধান সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
শামসুল আলম

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
ওয়ালিউয্ যামান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
ঢাকা ফোনঃ ৮৯৬৭৯২, ৯৩৩৮৮৫৯

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- ❐ সম্পাদকীয় ২
- ❐ দরসে কুরআন ৩
- ❐ দরসে হাদীছ ৭
- ❐ প্রবন্ধ ঃ
  - ০ আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি ১১
    -আব্দুস সামাদ সালাফী
  - ০ ইসলাম ও আজকের শিক্ষাব্যবস্থা ১২
    - মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
  - ০ টুর্সের যুদ্ধ ও মুসলমানদের শিক্ষা ১৫
    - মুহাম্মাদ আবু আহসান
  - ০ মাহে মে'রাজ ২০
    - গোলাম রহমান
  - ০ আমি মুছলিম ২৩
    -মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানী
- ❐ ছাহাবা চরিত
  - ০ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ২৫
    -মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- ❐ চিকিৎসা জগৎ
  - ✱ এ্যাজমার হোমিও ও দেশীয় চিকিৎসা ৩১
    -ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন
- ❐ কবিতা ৩২
- ❐ সোনামণিদের পাতা ৩৪
- ❐ স্বদেশ-বিদেশ ৩৮
- ❐ মুসলিম জাহান ৪২
- ❐ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৪
- ❐ সংগঠন সংবাদ ৪৫
- ❐ প্রশ্নোত্তর ৫০

http://islaminonesite.wordpress.com

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

ইরান-আফগান সংকটঃ

মুসলিম বিশ্বের অন্যতম দু'টি দেশ ইরান ও আফগানিস্তান। সুন্নী মতাবলম্বী তালেবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তান। অপর দিকে শী'আদের দ্বারা শাসিত ইরান। দেশ দু'টির মধ্যে ভয়াবহ উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোন সময় ভয়ঙ্কর সংঘাত লেগে যেতে পারে। সম্প্রতি আফগানিস্তানের মাযার-ই শরীফে তালেবান কর্তৃক ইরানের ৯ জন কূটনীতিক হত্যাকে কেন্দ্র করেই মূলতঃ দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের এই চরম অবনতি। ইরান ২ লাখ ৭০ হাযার সৈন্য, অসংখ্য ট্যাঙ্ক, কামান ও জঙ্গী বিমান মোতায়েন করে স্মরণকালের বৃহত্তম সামরিক মহড়া শুরু করেছে আফগান সীমান্তে। অপর পক্ষে তালেবান সরকারও ১০ হাযার সৈন্য মোতায়েন করেছে। প্রতিবেশী দু'টি মুসলিম দেশের এই অবস্থা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। যেখানে ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত পাশাপাশি ভ্রাতৃপ্রতিম দু'টি দেশ একত্রে অবিচ্ছিন্ন ভাবে পারস্পরিক আদর্শ বিশ্ববাসীকে উপহার দেয়ার কথা, সেখানে নিজেদের শত্রুসুলভ মহড়া মুসলিম বিশ্বকে তো হতাশ করেছেই পাশাপাশি ইসলাম বিদ্বেষী বিশ্ব মোড়লদের হাত তালির সুযোগ করে দিয়েছে। পৃথিবী জুড়ে যখন ব্যাপক হারে মুসলিম নিধন চলছে, আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে মুসলমানরা যখন প্রায় কোনঠাসা, বসনিয়া-চেচনিয়ার পরে এখন কসোভোয় যখন মুসলমানদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হচ্ছে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী ভারতীয় কাশ্মীরে মুসলমানরা চরম ভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, তখন প্রতিবেশী দু'টি মুসলিম দেশের মধ্যে উত্তেজনা সত্যিই হতাশাব্যঞ্জক।

শী'আ-সুন্নী মতবাদই ইরান-আফগান বৈরিতার অন্যতম কারণ। চরমপন্থী শী'আ শাসিত ইরান কখনো চায় না যে, পৃথিবীর কোথাও সুন্নী রাষ্ট্র গড়ে উঠুক। ফলে ইসলামী ও আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে ৭ হাযার অসহায় তালেবান যুদ্ধবন্দীকে নির্দয়ভাবে হত্যা করতেও তারা বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেনি। প্রথমবার মাযার-ই শরীফ দখল করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার সময় এই হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে। অথচ পরবর্তীতে মাযার-ই শরীফ পূণর্দখলের সময় পূর্বের ঘটনার নাটের গুরু নয় জন ইরানী কূটনীতিক যুদ্ধাবস্থায় নিহত হ'লে ইরান উপরোক্ত ব্যবস্থা নেয়। ইরান মূলতঃ পূর্ব থেকেই সুন্নী নিধনে সচেষ্ট ছিল। শী'আ শাসক ইসমাঈল সাফাভী (১৪৯৯-১৫২৪ খৃঃ) কর্তৃক ইরানে শী'আদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুন্নীদের একচেটিয়া হত্যাকাণ্ড এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ইসমাঈল সাফাভী কর্তৃক সুন্নী হত্যার পর সম্ভবত ইতিহাসের বৃহত্তম সুন্নী নিধন ছিল সম্প্রতি সাত হাযার তালেবান সুন্নী যুদ্ধ বন্দীকে হত্যা করা। মূলতঃ তালেবান কর্তৃক শী'আ অধ্যুষিত মাযার-ই শরীফ দখলের পর থেকেই ইরানের গাত্রদাহ শুরু হয়। ইতিপূর্বে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল তালেবানদের দখলে আসলে ইরান কাবুল থেকে স্বীয় দূতাবাস গুটিয়ে নেয়। মোটকথা তালেবানদের উত্থান ইরান কখনো মেনে নিতে পারেনি। পাশাপাশি দু'টি মুসলিম দেশের বৈরিতা আমাদের কাম্য নয়। বরং ইরানের উচিৎ নতুন মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে আফগানিস্তানকে স্বীকৃতি ও সমর্থন দিয়ে পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা এবং ইসলাম বিদ্বেষী চক্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

ইসলাম শান্তির বার্তাবাহী ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ আজ শতধা বিচ্ছিন্ন। ঐক্য, সম্প্রীতি ও সৌহার্দের পরিবর্তে আজ পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা বিরাজমান। ফলে একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে নিজেরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি তেমনি ইসলামের শত্রুদের উপহাসের পাত্র হচ্ছি। মহানবী (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ইসলামের একটি মাত্র দল ছিল। তাঁদের সংবিধান ছিল পবিত্র কুরআন ও মহানবী (ছাঃ) -এর বাণী, সম্মতি ও কর্ম তথা হাদীছ। উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান তাঁরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকেই নিতেন। দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, পরবর্তীতে প্রথমে শী'আ-সুন্নী ও ৪র্থ শতাব্দীতে এসে তাক্বলীদী দর্শন সুন্নীদেরকে প্রথমতঃ চারটি প্রধান মাযহাবে বিভক্ত করে। ফলে মাযহাবী বিদ্বেষের কারণে বাগদাদ ধ্বংস হয়। অথচ আল্লাহ পাকের নির্দেশ ছিল 'তোমরা পরস্পরে সম্মিলিত ভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে আঁকড়ে ধর, সাবধান দলে দলে বিভক্ত হয়ো না'। এই সুমহান বাণীর দিকে সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ না করে আমরা অসংখ্য দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছি। ফলে যে মুসলমানরা এক সময় অর্ধ জাহান শাসন করেছিল, সে মুসলমান আজ নিজ গৃহেও নিরাপদ নয়। কেউ কেউ ঐক্যের আহবান জানান বটে, কিন্তু নিজ মাযহাবী সিদ্ধান্তে অটুট থেকে। এ যেন এমন যে, 'বিচার মানি কিন্তু তাল গাছটি আমার'। আমরা মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যের আহবান জানাই সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেয়ার একটি মাত্র শর্তে। যখন আমরা এই শর্তের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারব তখন ঐক্য সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে কুরআন

ইক্বামতে দ্বীন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهٖ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ ط اَللّٰهُ يَجْتَبِيْ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ –

১. অনুবাদঃ 'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি ও যার আদেশ দিয়েছিলাম আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর ও তার মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরিকদেরকে যে বিষয়ের দিকে আহবান জানান, তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং তিনি পথ প্রদর্শন করেন ঐ ব্যক্তিকে, যে তাঁর দিকে প্রণত হয়' (শূরা ১৩)।

২. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ (১) *শারা'আ লাকুম* -'পথ নির্ধারণ করেছেন তোমাদের জন্য'। شَرَعَ يَشْرَعُ شَرْعًا اى سَنَّ এক্ষণে شَرَعَ অর্থ سَنَّ وَ بَيَّنَ الْمَسَالِكَ 'নিয়মবদ্ধ করা ও পদ্ধতি সমূহ ব্যাখ্যা করা'। (২) *মা ওয়াছ্ছা বিহী নূহান* -'যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে'। মূল ধাতু وَصِيَّةٌ বহুবচনে وَصَايَا। 'অছিয়ত' অর্থ ওয়াদা নেওয়া, আদেশ দেওয়া, মৃত্যুর পূর্বে প্রদত্ত্ব আদেশ-উপদেশ ইত্যাদি। تَوْصِيَةٌ মাছদার হ'তে وَصَّى ফে'ল মাযী, باب تفعيل থেকে 'আধিক্য' বুঝানোর জন্য এসেছে। অর্থাৎ জোরালো আদেশ দেওয়া বা তাকীদপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া। (৩) *আক্বীমুদ্দীনা* -'তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর'। أَقَامَ يُقِيْمُ إِقَامَةٌ অর্থ দাঁড় করানো, প্রতিষ্ঠিত করা। باب إفعال থেকে امر حاضر معروف বহুবচনে أَقِيْمُوْا 'তোমরা দাঁড় করাও বা প্রতিষ্ঠিত কর'। দ্বীন (دِيْنٌ) অর্থ 'তাওহীদ এবং আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ সকল কাজ'। এর আরও অনেকগুলি অর্থ রয়েছে। যেমনঃ হিসাব-নিকাশ, আত্মসমর্পণ, মিল্লাত, আদত, হালত, সীরাত, অধিকার, শক্তি, শাসন, নির্দেশ, ফায়ছালা, আনুগত্য, পরহেযগারী, বদলা, বিজয়, গ্লানি, গোনাহ, যবরদস্তি, বাধ্যতা, অবাধ্যতা ইত্যাদি।[১] অত্র আয়াতে 'দ্বীন' অর্থ হ'ল توحيد الله و طاعته 'আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর প্রতি আনুগত্য'।[২] (৪) *অলা তাতাফার্রাক্বূ ফীহি* -'তোমরা এর মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করোনা'। 'ফারকুন' ধাতু হ'তে باب تفعّل -এর আদেশ সূচক ক্রিয়া হয়েছে। উক্ত বাব-এর خاصه বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ধাতুর অর্থ স্বরূপে প্রকাশিত হওয়ার অর্থে আয়াতের মর্ম দাঁড়ায় 'তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে দলে দলে বিভক্ত হয়োনা'।

(৫) *কাবুরা*- 'বড় বা কঠিন হয়'। মূলতঃ তিন অক্ষর দ্বারা গঠিত ثلاثى مجرّد -এর فَعُلَ يَفْعُلُ বাব -এর ফে'লগুলি সাধারণতঃ অকর্মক ক্রিয়া বা فعل لازم হয়ে থাকে এবং ক্রিয়ার স্থায়ী ও স্বাভাবিক গুণ প্রকাশ করে। যেমন كَرُمَ (সে দানশীল হয়েছে)। حَسُنَ (সে সুন্দর হয়েছে)। এই বাব-এর اسم فاعل পদটি فَعِيْلٌ -এর ওযনে হয়। যেমন كَرِيْمٌ (দানশীল), حَسِيْنٌ (সুন্দর), كَبِيْرٌ (বড়) ইত্যাদি। আয়াতে বর্ণিত 'কাবুরা' ফে'লটির মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের স্থায়ী বিরাগ ও বিদ্বেষ বুঝানো হয়েছে।

৩. সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ প্রথমেই দু'টি 'আয়াতে মুতাশা -বিহাহ' সহ সর্বমোট ৫০টি আয়াত সমৃদ্ধ এই মাক্কী সূরাটিতে অন্যান্য মাক্কী সূরার ন্যায় মূলতঃ আক্বীদা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য ১৩ নং আয়াতে বর্ণিত ইক্বামতে দ্বীন বা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিই হ'ল অত্র সূরার মুখ্য বিষয় (المحور الرئيسى)। অন্য সকল বিষয় এই মুখ্য বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই আলোচিত হয়েছে।

অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক মক্কাবাসী তথা দুনিয়াব্যাপি মুশরিক সমাজকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন যে, তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভু আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন সেই দ্বীন, যা তিনি নির্ধারিত করেছিলেন দুনিয়ার প্রথম রসূল হযরত নূহ (আঃ) -এর উপরে। অতঃপর শ্রেষ্ঠ রসূলগণের মধ্যে ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও সর্বশেষ রসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর উপরে। আর সেটা হ'ল 'এককভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা'

(هو عبادة الله وحده لا شريك له)।

১. আল-মুনজিদ, আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব, আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব।
২. কুরতুবী, ইবনু কাছীর প্রমুখ।

http://islaminonesite.wordpress.com

যেমন আল্লাহ অন্যত্র এর ব্যাখ্যায় বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ- 'আমি আপনার পূর্বেকার সকল রসূলের নিকটে একই বিষয় প্রত্যাদেশ করেছি যে, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কেবলমাত্র আমারই ইবাদত কর' (আম্বিয়া ২৫)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الأنبياء إخوة من عَلاَّتٍ و أمهاتهم شتى ودينهم واحد متفق عليه 'নবীগণ পরস্পরে বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মায়েরা পৃথক। কিন্তু তাঁদের সকলের দ্বীন এক'।[৩]

অর্থাৎ তাওহীদ -এর মূল বিষয়ে আমরা সবাই এক। যদিও শরীয়ত তথা ব্যবহারিক বিধান সমূহে আমাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا 'তোমাদের সকলের জন্য আমরা পৃথক বিধি-বিধান ও ধারা নির্ধারিত করেছি' (মায়েদাহ ৪৮)। অতএব নূহ (আঃ) হ'তে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের অভিন্ন দ্বীন অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ প্রভৃতি ও মৌলিক ইবাদত সমূহ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অত্র আয়াতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এই সব মৌলিক বিষয়ে কোনরূপ মতভেদ ও দলাদলি না করার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ বলেন যে, তাওহীদের মূল আহবানের দিকে ফিরে আসা মক্কার মুশরিকদের জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। যদিও তারা নিজেদেরকে ইবরাহীমী দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করত। 'হাদীছে এসেছে যে, و كان النبى صلى الله عليه و سلم على دين قومه 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় কওমের দ্বীনের উপরে কায়েম ছিলেন'। অর্থাৎ ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) -এর দ্বীনের উত্তরাধিকার হিসাবে তাদের মধ্যে বায়তুল্লাহ শরীফের ত্বাওয়াফ, সা'ঈ, হজ্জ, ওমরাহ, বিবাহ-পদ্ধতি, ব্যবসা-বানিজ্য ও অন্যান্য সামাজিক রীতি-নীতি চালু ছিল। কিন্তু তাওহীদকে তারা বদলে ফেলেছিল। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাওহীদের মূল দাবীর উপরে অটল ছিলেন'।[৪]

মক্কার মুশরিকগণ তাওহীদের কোন্ অংশ বদলে ফেলেছিল? তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করত। তারা আখেরাত ও ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল। তাহ'লে কোন্ সে কারণ ছিল যে, এই সব আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুত্ত্বালিব, আবু ত্বালিব ও তাদের অনুসারীগণ মুশরিক বলে অভিহিত হ'লেন? তাদের রক্ত হালাল বলে ঘোষণা করা হ'ল? এর একটি মাত্র জওয়াব এই যে, তারা আল্লাহকে 'খালেক্ব' ও 'রব' হিসাবে মেনে নিলেও প্রবৃত্তি পূজা করতে গিয়ে দুনিয়াবী স্বার্থে তাঁর নাযিলকৃত হালাল-হারাম ও অন্যান্য ইবাদত ও বৈষয়িক বিধান সমূহ তারা মানেনি। এমনকি রাসূলকে 'হক' জেনেও অহংকার বশে তারা তাঁকে মানতে পারেনি। বরং সহিংস বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রেও তারা অন্যকে শরীক করেছিল। তাদের মৃত পূর্বসুরীদের মূর্তি বানিয়ে পবিত্র কা'বা গৃহে স্থাপন করেছিল ও তাদের অসীলায় ও সুপারিশে পরকালে মুক্তি পাওয়ার বিশ্বাস পোষণ করেছিল। ফলে আল্লাহ্কে খুশী করার পরিবর্তে তারা ঐসব মূর্তিকে খুশী করার জন্য জানমাল কুরবানী করত। নযর-নিয়ায ও মানতের ঢল নামিয়ে দিত। এক কথায় 'তাওহীদে রবূবিয়াত'কে তারা মেনে নিলেও 'তাওহীদে উলূহিয়াত' এবং 'তাওহীদে আসমাওয়া ছিফাত'-কে তারা মানেনি।

মক্কার সেকালের মুশরিকদের সাথে বাংলার বর্তমান নামধারী মুসলিমদের পার্থক্য কোথায়? এরাও নামের দিক দিয়ে আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুত্ত্বালিব, আবু ত্বালিব হ'লেও প্রবৃত্তিপূজার কারণে দুনিয়াবী স্বার্থে আল্লাহ্র নাযিলকৃত হারাম-হালাল ও অন্যান্য ইবাদত ও বৈষয়িক বিধান সমূহ মানেনা। প্রকাশ্যে অস্বীকার না করলেও পরোক্ষভাবে তারা এসবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত সূদ ও সূদ ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি তথা জুয়া-লটারী-মুনাফাখোরীকে তারা আইনের মাধ্যমে চালু রেখেছে। পতিতাবৃত্তির মত হারাম ও জঘন্য প্রথাকে রাষ্ট্রীয় সহায়তা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। সিনেমা, টেলিভিশন, ভিসিআর-ভিসিপির সাহায্যে ব্লু ফিল্ম, নগ্ন ছবি ও পর্ণো সাহিত্যের মাধ্যমে যৌন সুঁড়সুড়ি দিয়ে মানুষের প্রবৃত্তিকে উস্কে দিয়ে যেনা-ব্যভিচারকে ব্যাপক রূপ দিয়েছে। নারী নির্যাতন আজ আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। জাহেলী যুগের গোত্রীয় রাজনীতি আজকের যুগে গণতন্ত্রের নামে দলবাজী তথা দলীয় হিংসা ও মারামারির রাজনীতিতে রূপ পরিগ্রহ করেছে। দলীয় স্বার্থে আইন ও ন্যায়বিচার এমনকি দেশের জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইবাদতের নামে চালু হয়েছে অগণিত শিরক ও বিদ'আতী প্রথা। জাহেলী যুগের মূর্তিপূজার বদলে চালু হয়েছে কবর পূজার শিরকী প্রথা। সে যুগের মুশরিকরা প্রাণহীন মূর্তির অসীলায় পরকালীন

৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত -আলবানী, হা/৫৭২২ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়: মুসলিম হা/২৩৬৫, 'ফাযায়েল' অধ্যায়।
৪. ফীরোযাবাদী, আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব (বৈরুতঃ মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ ১ম সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬) পৃঃ ১৫৪৬।

http://islaminonesite.wordpress.com

মুক্তি কামনা করত। এ যুগের মুসলিমরা কবরে শায়িত মৃত পীরের অসীলায় পরকালীন মুক্তি কামনা করে। সম্মান প্রদর্শনের নামে মূর্তির বদলে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হচ্ছে। শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, শিখা অনির্বান, শিখা চিরন্তন, মঙ্গলঘট, মঙ্গল প্রদীপ ইত্যাদির মাধ্যমে অগ্নিউপাসক ও হিন্দুয়ানী শিরক সমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করা হয়েছে। জাহেলী আরবের জঘন্য 'হীলা' প্রথা আজও 'মাযহাবে'র দোহাই দিয়ে মুসলিম সমাজে চালু রাখা হয়েছে এবং এর ফলে অসংখ্য নারীর ইয্যত নিয়ে ধর্মের নামে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। অনেক মা-বোন লজ্জায় ও গ্লানিতে আত্মহত্যা করছেন। অথচ ধর্মের (?) ও তথাকথিত ধর্মনেতাদের ভয়ে টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারছেন না। ভারতীয় হিন্দু ও পারসিক অগ্নি উপাসকদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী কুফরী দর্শন আজকের ছূফী নামধারী মুসলিম মারেফতী পীর-ফকীরদের মাধ্যমে জোরেশোরে প্রচারিত হচ্ছে ও তাদের খপ্পরে পড়ে সরলসিধা অসংখ্য ঈমানদার মুসলমান দৈনিক তাদের ঈমান খোয়াচ্ছেন। তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী ও তার বিপরীত অদৃষ্টবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে যে রসূল (ছাঃ) কঠোর ধমকি প্রদান করে করেছেন, সেই জাহেলী যুগের কুফরী দর্শন ইসলামের নামে এদেশের রেডিও-টিভিতে এবং অন্যত্র সমানে প্রচার করা হচ্ছে ও মানুষকে ইচ্ছাশক্তিহীন 'পুতুল' বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এভাবে ধর্মের নামে ও রাজনীতির নামে আল্লাহ প্রেরিত দ্বীনের বিরুদ্ধে আজ শতমুখী ষড়যন্ত্র চলছে। অতএব এ মুহূর্তে দ্বীনকে শিরক ও বিদ'আত হ'তে মুক্ত করে তার আসল ও নির্ভেজাল আদি রূপে প্রতিষ্ঠিত করাই প্রকৃত দ্বীনদার মুমিনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। যা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নূহ (আঃ) হ'তে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। আর এটাই হ'ল 'ইক্বামতে দ্বীন' -এর প্রকৃত তাৎপর্য।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলেন, كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ ط অর্থাৎ 'যেদিকে তোমরা আহবান কর, সে বিষয়টি মুশরিকদের উপরে খুবই ভারী বোধ হয়। তবে আল্লাহ তাঁর জন্য যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। তিনি তাঁর দিকে পথ প্রদর্শন করেন ঐ ব্যক্তিকে যে প্রণত হয়'। অর্থাৎ পূর্ণরূপে তাওহীদ গ্রহণ ও শিরক বর্জন মুশরিকদের জন্য খুবই কঠিন বিষয়। কারণ শিরক ও বিদ'আতের লালন, পরিপোষণ ও পরিচর্যার মধ্যেই তাদের রুটি-রুযি ও সামগ্রিক দুনিয়াবী স্বার্থ জড়িত। এই সব স্বার্থ পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র ঐসকল ব্যক্তিই আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে, যাদেরকে তিনি মনোনীত করেন ও পথ প্রদর্শন করেন।

এক্ষণে আমরা একবার পিছন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখব, অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় উম্মতের সেরা মনীষী ও বিদ্বানগণ কি বলেছেন।-

(১) রঈসুল মুফাস্সিরীন খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) (মৃঃ ৬৮ হিঃ) أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ 'তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর' -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন أن اتفقوا فى الدين 'তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ থাক'। এর পূর্বে তিনি 'দ্বীন' অর্থে বলেন 'ইসলাম' (دين الاسلام)।[৫]

(২) ইবনু জারীর ত্বাবারী (মৃঃ ৩১০ হিঃ) বলেন, সকল নবীকে আল্লাহ পাক যে হুকুম দিয়েছিলেন, সেটা ছিল দ্বীনে হক-এর প্রতিষ্ঠা। অতঃপর তিনি তাবেঈ বিদ্বান ক্বাতাদাহ -এর উদ্ধৃতি পেশ করেন بتحليل الحلال و تحريم الحرام 'হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম' গণ্য করার মাধ্যমে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর। সুদ্দী বলেন, اعملوا به 'দ্বীন অনুযায়ী আমল কর'।[৬]

(৩) কুরআনের যুগশ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ ইমাম হাসান বিন মুহাম্মাদ নিশাপুরী (মৃঃ ৪০৬ হিঃ) বলেন, এর অর্থ -'দ্বীনের উছূল বা মূলনীতি সমূহ প্রতিষ্ঠিত কর। যেমন তাওহীদ, নবুঅত, আখেরাত বিশ্বাস বা অনুরূপ বিষয় সমূহ'।[৭]

(৪) ইমাম মাওয়ার্দী (৩৬৪-৪৫০ হিঃ) সুদ্দী-র উপরোক্ত উদ্ধৃতি পেশ করার পরে তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ -এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন, دين الله فى طاعته و توحيده واحد 'আল্লাহ্র দ্বীন তাঁর আনুগত্যে ও একত্বে একই'। অতঃপর তৃতীয় ব্যাখ্যা পেশ করে বলেন, جاهدوا عليه من عائده 'আল্লাহ্র দ্বীনের বিরোধীদের সাথে জিহাদ কর'।[৮]

(৫) ইমাম কুরতুবী (মৃঃ ৬৭১ হিঃ) বলেন, هو توحيد الله و طاعته الخ 'দ্বীন প্রতিষ্ঠিত কর' অর্থ হ'ল আল্লাহ্র তওহীদ ও তাঁর আনুগত্য, তাঁর রাসূলগণের উপরে, কিতাব সমূহের উপরে, ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং একজন মানুষকে মুসলিম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেসব বিষয় প্রয়োজন সবকিছুর উপরে ঈমান আনয়ন কর। অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উম্মতের উপরে যেসকল শরীয়ত বা ব্যবহারিক

৫. ফীরোযাবাদী, তানভীরুল মিক্বাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস (বৈরুতঃ দারুল ইশরাক্ব ১ম সংস্করণ ১৪০৯/১৯৮৮) পৃঃ ৪৮৪।
৬. আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর ত্বাবারী, জামে'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ১৪০৭/১৯৮৭) ১১শ খণ্ড ২৫শ পারা, পৃঃ ১০।
৭. তাফসীরে ইবনে জারীর -এর সাথে হাশিয়ায় মুদ্রিত। প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮।
৮. আবুল হাসান আলী বিন হাবীব আল-মাওয়ার্দী আল-বাছরী, তাফসীরুল মাওয়ার্দী (কুয়েতঃ ওয়াক্ফ ও ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১ম সংস্করণ ১৪০২/১৯৮২) ৩য় খণ্ড পৃঃ ৫১৪-১৫।

http://islamionesite.wordpress.com

বিধি- বিধান নির্ধারিত হয়েছে, সেগুলি এই আয়াতের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৯]

(৬) ইমাম বায়যাভী (মৃঃ ৬৮৫ হিঃ) বলেন, দ্বীন অর্থ যেসবের উপরে একীন রাখা ওয়াজিব, সেসবের উপরে ঈমান আনা এবং আল্লাহ্র বিধান সমূহের আনুগত্য করা' (الإيمان بما يجب تصديقه و الطاعة فى احكام الله)।[১০]

(৭) হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) বলেন, الدين الذى جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له و إن اختلفت شرائعهم و مناهجهم অর্থাৎ 'ঐ দ্বীন যা নিয়ে সকল রাসূল আগমন করেছিলেন, তা হ'ল একক আল্লাহ্র ইবাদত করা যার কোন শরীক নেই। যদিও তাঁদের শরীয়ত ও কর্মধারা পৃথক ছিল'।[১১]

(৮) ইমাম জালালুদ্দীন মাহাল্লী (৭৯১-৮৬৪ হিঃ) বলেন, সেটা হ'ল 'তাওহীদ' (هو التوحيد)।[১২]

(৯) ইমাম শাওকানী (১১৭২-১২৫০ হিঃ) বলেন, 'তা হ'ল আল্লাহ্র তাওহীদ ও তাঁর উপরে ঈমান আনা, তাঁর রাসূলগণের উপরে ঈমান আনা ও আল্লাহ্র শরীয়ত সমূহ কবুল করা'।[১৩]

(১০) আব্দুর রহমন বিন নাছের সা'দী (১৩০৭-৭৬ হিঃ) বলেন, এর অর্থ হ'ল, 'তোমরা মূল ও শাখাসমূহ সহকারে দ্বীনের সকল বিধি-বিধান নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর এবং অপরের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা কর। নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর। অন্যায় ও গোনাহের কাজে কাউকে সাহায্য করো না। .... অতঃপর দ্বীনের মূলনীতির ব্যাপারে এক থাকার পরে বিভিন্ন মাসায়েলের কারণে তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ো না'।[১৪]

(১১) সাইয়িদ কুতুব (১৯০৬-৬৬ খৃঃ) অত্র সূরার শুরুতে সারমর্ম বর্ণনায় বলেন, সকল মাক্কী সূরার ন্যায় এ সূরাটিও আক্বীদা বিষয়ে বক্তব্য রেখেছে। তবে এ সূরাটিতে বিশেষভাবে অহি ও রিসালাতের বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। বরং যথার্থভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, এটাই হ'ল এ সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (المحور الرئيسي)। অতঃপর 'আক্বীমুদ্দীন'- এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমরা সূরার প্রথমে যে সারমর্ম ব্যাখ্যা করেছি, সেই হাক্বীক্বত বা সারবস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এখানে নির্দেশ করা হয়েছে। ..... আর সেটা হ'ল তাওহীদের হাক্বীক্বত (حقيقة التوحيد)।[১৫]

উপসংহারঃ

ছাহাবায়ে কেরামের সোনালী যুগ হ'তে আধুনিক যুগের সেরা মুফাসসিরগণের তাফসীর উপরে পেশ করা হ'ল। যেগুলির সারমর্ম হ'ল 'ইক্বামতে দ্বীন' অর্থ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। আমরাও সেই তাফসীর পেশ করেছি। কিন্তু বর্তমান যুগের কোন কোন রাজনৈতিক মুফাসসির এই আয়াতটির ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে দ্বীন অর্থ 'হুকুমত' করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবীকে যেন এ নির্দেশ দিয়েই পাঠিয়েছিলেন যে, 'তোমরা রাষ্ট্র কায়েম কর'। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ত ওলামায়ে কেরামকে এজন্য তারা বলেন থাকেন, 'আপনারা খিদমতে দ্বীনে লিপ্ত আছেন। কিন্তু ইক্বামতে দ্বীন -এর জন্য কি করছেন? ভাবখানা এই যে, ইক্বামতে দ্বীনের অর্থই হ'ল ইসলামী হুকুমত কায়েম করা ও এজন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া এবং এর বাইরে সবকিছুই হ'ল 'খিদমতে দ্বীন'। অথচ ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক তাওহীদবাদী মুসলমানের উপরে অপরিহার্য দায়িত্ব। আর সেটা হ'ল ইক্বামতে দ্বীন-এর একটি অংশ। একমাত্র ইক্বামতে দ্বীন নয়। কেননা পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অর্থই হ'ল পূর্ণাঙ্গ ইক্বামতে দ্বীন। যার অর্থ জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কেবলমাত্র আল্লাহ্র বিধান ও দাসত্বকে কবুল করা ও তা বাস্তবায়িত করা। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করাও মুমিনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। যে দায়িত্ব পালন করতে সকল মুমিন ধর্মতঃ বাধ্য। কুরআন ও হাদীছের অসংখ্য স্থানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত ও শর্তাবলী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে এই আয়াতটিকে 'হুকুমত কায়েমের নির্দেশ' হিসাবে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে প্রচারিত 'ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা বস্তু' এই মর্মের চরমপন্থী 'ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ' -এর বিপরীতে কিঞ্চিদধিক শত বর্ষ পরে 'রাজনীতিই ধর্ম'

৯. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আনছারী আল-কুরতুবী, আল-জামি'উ লি আহকা-মিল কুরআন (বৈরুতঃ দারু এহইয়াইত্ তুরাছিল আরাবী ১৪০৫/১৯৮৫) ১৬শ খণ্ড পৃঃ ১০-১১।

১০. নাছেরুদ্দীন আবদুল্লাহ বিন ওমর আল-বায়যাভী, আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরা-রুষ তাভীল (মিসরঃ মুছতফা বাবী হালবী, ১ম সংস্করণ 'তাফসীরে জালালায়েন' -এর হাশিয়াসহ ১৩৫৮/১৯৩৯) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৮২।

১১. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর দামেস্কী, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ২য় সংস্করণ ১৪০৮/১৯৮৮) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১১৮।

১২. জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মাহাল্লী আল-মিছরী, তাফসীরে জালালায়েন (দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিয়া ১৩৭৬ হিঃ) পৃঃ ৪০২।

১৩. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর (মিসরঃ মুছতফা বাবী হালবী, ২য় সংস্করণ ১৩৮৩/১৯৬৪) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৫৩০।

১৪. আবদুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী, তায়সীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান; তাহকীকঃ মুহাম্মাদ যুহরী নাজ্জার (রিয়াযঃ দারুল ইফতা, ১৪১০ হিঃ) পৃঃ ৫৯৯।

১৫. সাইয়িদ কুতুব, ফী যিলা-লিল কুরআন (বৈরুতঃ দারুশ শুরূক্ব ১০ম সংস্করণ ১৪১২/১৯৮২) ৫ম খণ্ড পৃঃ ৩১৪৬-৪৭।

http://islamicwebsite.wordpress.com

Contents

এই মর্মের অত্র চরমপন্থী মতবাদটি প্রচারিত হয়। এই মতবাদ হুকুমত বা রাষ্ট্রক্ষমতাকেই আসল 'দ্বীন' গণ্য করে ও ইসলামের সকল ইবাদতকে উক্ত মূল দ্বীন কায়েমের জন্য 'ট্রেনিং কোর্স' বলে মনে করে। এই ধরণের ব্যাখ্যা একটি মারাত্মক ভ্রান্তি এবং সালাফে ছালেহীনের পথ হ'তে স্পষ্ট বিচ্যুতি।

মূলতঃ নবীগণ দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছিলেন আত্মভোলা মানবজাতিকে আল্লাহ্র দিকে ডাকতে। তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করতে। মানব জাতিকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দানের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। মানুষের আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে সমাজ বিপ্লব ঘটাতে। মূলতঃ সমাজ পরিবর্তনের তুলনায় রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তন অতীব তুচ্ছ ব্যাপার। ক্ষমতার হাত বদল সমাজ বদলে অতি সামান্যই প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। তাইতো দেখা যায়, নবীগণ রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য লালায়িত ছিলেন না এবং তা পাবার জন্য লড়াইও করেননি। এমনকি একদিনের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতার মালিক না হয়েও সারা বিশ্বের মানুষ তাঁদের ভক্ত অনুসারী ও সশ্রদ্ধ অনুগামী হয়েছে ও তাঁদেরকেই বিশ্বনেতা হিসাবে মেনে নিয়েছে।

মুমিন তার সার্বিক জীবনে দ্বীন কায়েম করবেন। যিনি জীবনের যে শাখায় কাজ করবেন, তিনি সেখানে দ্বীনের হেদায়েত মেনে চলবেন। যিনি ব্যবসায়ী হবেন, তিনি স্বীয় ব্যবসায়ে 'ইক্বামতে দ্বীন' করবেন। অর্থাৎ শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে তিনি হালাল ভাবে ব্যবসা করবেন। যিনি কর্মজীবী বা শ্রমজীবী হবেন, তিনি সঠিকভাবে তার কর্তব্য পালন করবেন ও মূল মালিক আল্লাহকে ভয় করবেন। যিনি রাজনীতি করবেন, তিনি ইসলামী পদ্ধতিতে রাজনীতি করবেন এবং শরীয়তের বিধান সমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে বলবৎ করার চেষ্টা করবেন। যিনি জ্ঞানী ও মনীষী হবেন, তিনি স্বীয় জ্ঞান ও মেধাকে অন্যান্য মতাদর্শের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করার পক্ষে ব্যয় করবেন। এক কথায় মুমিন তার ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যেখানে যে পরিবেশে থাকবেন, সেখানেই সর্বদা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী কাজ করবেন ও সাধ্যপক্ষে আল্লাহ্র আইন মেনে চলবেন। মূলতঃ একেই বলে 'ইক্বামতে দ্বীন'। আর এভাবেই ইসলাম অন্যান্য দ্বীনের উপরে বিজয় লাভ করতে পারে।

দরসে হাদীছ

চাই সংগ্রামী দল

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لَنْ يَبْرَحَ هذا الدينُ قائمًا يُقاتِلُ عليه عِصَابَةٌ من المسلمينَ حتى تقومَ الساعةُ رواه مسلم–

১. উচ্চারণঃ লাঁই ইয়াবরাহা হা-যাদ্দীনু ক্বা-য়িমান য়ুক্বা-তিলু আলাইহে এছা-বাতুম মিনাল মুসলেমীনা হাত্তা তাক্বুমাস সা-'আতু।

২. অনুবাদঃ হযরত জাবির বিন সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, এই দ্বীন ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা কায়েম থাকবে, যতদিন তার উপরে একদল মুসলমান সংগ্রাম করবে।[১]

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ (১) লাঁই ইয়াব্‌রাহা- مَا بَرِحَ (মা বারেহা) فعل ناقص বা অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে 'লান তাকীদ' সহযোগে ভবিষ্যৎকাল বাচক না-বোধক ক্রিয়া হয়েছে। শাব্দিক অর্থঃ 'কখনোই দূর হবে না' অর্থাৎ সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। افعال ناقصة বা অসমাপিকা ক্রিয়া সমূহ সর্বদা جمله اسميه -এর পূর্বে বসে এবং اسم কে رفع (পেশ) ও خبر -কে نصب (যবর) প্রদান করে। এই ক্রিয়ার ১৩টি শব্দ রয়েছে। তন্মধ্যে مَا بَرِحَ (মা বারেহা) শব্দটি কোন গুণের সর্বদা বিদ্যমানতার অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ 'এই দ্বীন সর্বদা বিদ্যমান থাকবে'।

(২) য়ুক্বাতিলু আলাইহে - 'সংগ্রাম করে উহার উপরে' অর্থাৎ উহার জন্য লড়াই করে। মাছদার اَلْمُقَاتَلَةُ যার অর্থ পরস্পরে যুদ্ধ করা।

(৩) এছা-বাতুন -'দল' বা জামা'আত (طائفة)। হকপন্থী এই দলের পরিচয় অন্য হাদীছে এসেছে।

(৪) হাত্তা তাক্বুমাস সা'আতু -'যতক্ষণ না ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে'। অর্থাৎ ক্বিয়ামত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হকপন্থী

১. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০১ 'জিহাদ' অধ্যায়।

http://islaminonesite.wordpress.com

একদল মুমিন সর্বদা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত থাকবে।

৪. সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ অত্র হাদীছটি কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে দিক নির্দেশনা দান করে। যেমন-

(১) দ্বীন তার আসল রূপে কিছু লোকের মধ্যে কায়েম থাকবে ক্বিয়ামত হবার পূর্ব পর্যন্ত। কেননা প্রকৃত তাওহীদপন্থী একজন লোক বেঁচে থাকতেও ক্বিয়ামত হবেনা বলে হাদীছে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।[২]

(২) দ্বীন বেঁচে থাকার জন্য সর্বযুগে সর্বদা একদল মুজাহিদের প্রয়োজন হবে। যারা কেবল দ্বীনের স্বার্থেই লড়াই করবে।

(৩) দ্বীন কায়েমের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বাতিলের সঙ্গে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে তার সংঘর্ষ হ'তে পারে।

(৪) দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মুসলমানদের মধ্যে একটি দল এগিয়ে আসবে। সকল মুসলমান নয়।

(৫) দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা দানকারী মুমিনগণ খাঁটি তাওহীদবাদী হবেন ও তাদের সংখ্যা কম হবে। অন্যেরা তাদের পরিত্যাগ করবে।

(৬) এই বিজয় হ'ল আদর্শিক বিজয়। রাজনৈতিক বিজয় না-ও হ'তে পারে। কেননা রাজনৈতিক বিজয়ের জন্য সংখ্যা ও শক্তির বিজয় অপরিহার্য। কিন্তু মুমিনের জন্য পার্থিব্য বিজয় অপরিহার্য নয়। আল্লামা ত্বীবী বলেন, 'যুক্বাতিলু' হ'তে পরবর্তী বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যটির ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে এবং 'আলা' হরফ দ্বারা সকর্মক (متعدى) করে يظاهر (য়ুযা-হিরু) অর্থ বুঝানো হয়েছে। যার অর্থ হ'ল- يظاهرون بالمقاتلة على أعداء الدين

'ঐ দলটি পরস্পরকে সহযোগিতা করবে দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে'। অর্থাৎ 'এই দ্বীন কায়েম থাকবে চিরদিন, এই দলটির আন্দোলনের কারণে'।

এই দলটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র এরশাদ করেন,

لاَ تزالُ طائفةٌ مِنْ أُمّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حتى يَأْتِيَ أمْرُ اللهِ و هم كذالك رواه مسلم عن ثوبان -

অর্থাৎ 'আমার উম্মতের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে ও তারা অনুরূপ অবস্থায় থাকবে।[৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইহুদী-নাছারাগণ ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হয়েছে। আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামে যাবে একটি দল ব্যতীত। তারা হ'ল ঐ দল যারা ما انا عليه و اصحابى 'আমার ও আমার ছাহাবীদের তরীকার উপরে কায়েম থাকবে'।[৪]

এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন দলের নাম বলেননি বরং তাদের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে অসংখ্য ফের্কার এই গোলক ধাঁ ধাঁর মধ্যে আমাদেরকে খুঁজে নিতে হবে কাদের মধ্যে বা কোন দলের মধ্যে ছাহাবী যুগের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য মওজুদ আছে। কেননা প্রত্যেকেই নিজেকে 'নাজী ফের্কা' বা মুক্তি প্রাপ্ত দল বলে মনে করেন। এমনকি কট্টর মুশরিক ও বিদ'আতী মুসলমানরাও অনুরূপ দাবী করে থাকে সোচ্চার কণ্ঠে।

এক্ষণে দেখতে হবে ছাহাবা যুগের বৈশিষ্ট্য কি ছিল। এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন,

و قد تواتر عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا اذا بلغهم الحديث يعملون به من غير أن يلاحظوا شرطا-

'ছাহাবা ও তাবেঈন হ'তে একথা অব্যাহত ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁদের নিকটে হাদীছ পৌঁছে গেলে বিনা শর্তে তার উপরে আমল করতেন'।[৫] অর্থাৎ হাদীছ ভিত্তিক জীবন যাপন ছিল ছাহাবা যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ছাহাবা যুগের এই সুন্দর রীতিতে কিছুদিনের মধ্যেই ব্যত্যয় ঘটে। শুরু হয় বিদ'আতীদের উত্থান যুগ (৩৭-১০০ হিঃ), সংকট যুগ (১০০-১৯৮ হিঃ), সুন্নাত দলনের যুগ (১৯৮-২৩২ হিঃ), সংকট পরবর্তী যুগ (২৩২-৪র্থ শতাব্দী হিজরী), অতঃপর বর্তমান তাক্বলীদী যুগ (৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পরবর্তী)। আব্বাসীয় খলীফা মামূনের যুগে (১৯৮-২১৮ হিঃ) গ্রীক দর্শনের যে আরবী অনুবাদ শুরু হয়, তা এ যুগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ইহুদী, খৃষ্টানী, মজূসী, যরদশতী, হিন্দুস্থানী, তুর্কী, ইরানী ও অন্যান্য অনৈসলামী দর্শনের বই-পত্র আরবীতে অনূদিত হয়ে ইসলামী বিশ্বের চিন্তা-চেতনায় এক ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কুরআন

২. আহমাদ, মুসলিম, মিশকাত-আলবানী 'ফিতান' অধ্যায়, হা/৫৫১৬।

৩. মুসলিম 'ইমারত' অধ্যায় হা/১৯২০।

৪. আলবানী, ছহীহ তিরমিযী, হা/২১২৯; সনদ হাসান; সিলসিলাতুল আহা-দীছ আছ-ছাহীহাহ হা/১৩৪৮।

৫. শাহ অলিউল্লাহ, আল-ইনছাফ ফী বায়া-নি আসবা-বিল ইখতিলা-ফ, সম্পাদনঃ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (বৈরুতঃ দারুল নাফা-ইস, ১৩৯৭/১৯৭৭) '৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকদের অবস্থা' অধ্যায়, পৃঃ ৭০।

http://islaminonesite.wordpress.com

ও হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের অনুসরণ ও ছাহাবা যুগের গৃহীত সহজ-সরল পথ ছেড়ে দিয়ে বিদ্বানগণ দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের কূটতর্কে জড়িয়ে পড়েন। একই সাথে বিভিন্ন মুজতাহিদ ইমামের ফেকহী মতপার্থক্য, ছূফীবাদের প্রসার ইত্যাদি কারণে মুসলিম উম্মাহ্র সামাজিক ঐক্য ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যায়। ইমাম গাযযালী (৪৫০-৫০৫ হিঃ) বলেন, 'এই সময় আব্বাসীয় খলীফাগণ বিশেষ করে হানাফী-শাফেঈ বিতর্কে ইন্ধন যোগাতে থাকেন। ফলে উভয় পক্ষে বহু ঝগড়া-বিবাদ ও লেখনী পরিচালিত হয়'।[৬]

এই সময়কার অবস্থা বর্ণনায় শাহ অলিউল্লাহ বলেন, ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকেরা কেউ কোন একজন নির্দিষ্ট বিদ্বানের মাযহাবের উপরে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না। কোন বিষয় সামনে এলে মাযহাব নির্বিশেষে যেকোন বিদ্বানের নিকট হ'তে লোকেরা ফৎওয়া জেনে নিতেন।.... কিন্তু পরবর্তীতে ঘটে গেল অনেক কিছু। ফেকহী বিষয়ে মতবিরোধ, বিচারকদের অন্যায় বিচার, হাদীছ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ লোকদের ফৎওয়া প্রদান ইত্যাদি কারণে অধিকাংশ লোক হক-বাতিল যাচাই করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে এবং প্রচলিত যেকোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করেই ক্ষান্ত হয়।.... বর্তমানে লোকদের অন্তরে তাক্বলীদ এমনভাবে আসন গেড়ে বসেছে, যেমনভাবে পিঁপড়া সবার অলক্ষ্যে দেহে ঢুকে কামড়ে থাকে' (সংক্ষেপায়িত)।[৭]

তাক্বলীদের মায়া বন্ধনে পড়ে মানুষ ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণ থেকে দূরে সরে পড়ে। কে কত বড় ইমাম বা কে কত বড় দলের অনুসারী, এটাই তখন প্রধান বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মাযহাবী তাক্বলীদের বাড়াবাড়ির ফলে হানাফী-শাফেঈ দ্বন্দ্বে ও শী'আ মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে অবশেষে ৬৫৬ হিজরী মোতাবেক ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে হালাকু খাঁর আক্রমণে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়। পরবর্তীতে মিসরের বাহরী মামলূক সুলতান রুকনুদ্দীন বায়বারাসের আমলে (৬৫৮-৭৬ হিঃ-১২৬০-৭৭ খৃঃ) মিসরীয় রাজধানীতে সর্বপ্রথম চার মাযহাবের জন্য পৃথক পৃথক আদালত কায়েম হয় ও প্রত্যেক মাযহাবের জন্য পৃথক কাযী বা বিচারক নিয়োগ করা হয়। ৬৬৫ হিজরীতে এ নিয়ম ইসলাম জগতের সর্বত্র চালু হয়ে যায় এবং চার মাযহাব বহির্ভূত কোন উক্তি বা সিদ্ধান্ত পবিত্র কুরআন বা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হ'লেও তার অনুসরণ নিষিদ্ধ গণ্য হয়।[৮]

অতঃপর বুরজী মামলূক সুলতান ফারজ বিন বারকূক-এর আমলে (৭৯১-৮১৫ হিঃ) ৮০১ হিজরী সনে মুসলিম ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র কা'বা গৃহের চার পাশে চার মাযহাবের চার মুছাল্লা কায়েম হয়,[৯] যা ১৩৪৩ হিজরীতে বর্তমান সঊদী শাসক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আব্দুল আযীযের মাধ্যমে উৎখাত হয়।

এইভাবে তাক্বলীদের কু-প্রভাবে মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্তি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব স্থায়ীরূপ ধারণ করে। যা আজও বদ্ধমূল রয়েছে। বরং মা'রেফাতের নামে, দেহতত্ত্বের নামে, তরীকার নামে রাজনীতির নামে এই ভাঙ্গন ও আপোষ দ্বন্দ্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্ভাগ্য এই যে, অধিকাংশ দল ও মতের লোকেরা কুরআন ও সুন্নাহকেই তাদের মতের সপক্ষে ব্যবহার করছেন। ফলে ঐসব পণ্ডিতদের ব্যাখ্যার বেড়াজাল ছিন্ন করে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র রৌদ্র করোজ্জ্বল রাজপথে ফিরে আসা অধিকাংশ জনগণের পক্ষে অসম্ভব হয়। এক্ষণে এইসব ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা, দূরতম ব্যাখ্যার ধূম্রজাল থেকে বেরিয়ে এসে রাসূলের (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই মুক্তিপ্রাপ্ত 'নাজী' লোকদের কাফেলায় শরীক হওয়ার উপায় কি?

মুক্তির পথ

১. আপনাকে পবিত্র কুরআনের ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে, যে ব্যাখ্যা রাসূলের (ছাঃ) ছহীহ হাদীছ ও ছাহাবায়ে কেরামের বিশুদ্ধ আছার দ্বারা সমর্থিত।

২. কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যে ব্যাখ্যা ছাহাবা, শ্রেষ্ঠ তাবেঈন ও তাঁদের অনুসারী মুহাদ্দিছ ফক্বীহ তথা হাদীছ পন্থী বিদ্বানগণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তার অনুসরণ করতে হবে।

৩. নিজস্ব অভ্যাস, সামাজিক রেওয়াজ, প্রচলিত প্রথা, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ও সরকারী চাপ, বাপ-দাদা ও অমুক-তমুকের দোহাই ইত্যাদি তাক্বলীদী মায়াবন্ধন ছিন্ন করতে হবে ও সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে আসার মত দৃঢ় মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে।

৪. জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে অহি-র বিধান অনুযায়ী ঢেলে সাজানোর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে।

৫. বৈষয়িক লাভ লোকসানের চাইতে জান্নাত পাওয়াকেই সবচেয়ে বড় পাওয়া মনে করতে হবে। এমনকি এজন্য পরিত্যাগকারীদের পরিত্যাগ, নিন্দুকদের নিন্দাবাদ এমনকি দুনিয়া হারানোর ঝুঁকি নিতে হ'লেও নিতে হবে।

বলা বাহুল্য উপরে বর্ণিত সকল বৈশিষ্ট্যের বাস্তব নমুনা ছিলেন ছাহাবায়ে কেরাম। তাঁদের এই সুন্দরতম বৈশিষ্ট্য সমূহ কোন ব্যক্তি বা দলের মধ্যে পাওয়া গেলে তাকে বা সেই দলকে নাজী দল বা 'ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ' বলা যেতে পারে।

হকপন্থী উক্ত 'নাজী ফের্কা' বলতে কাদেরকে বুঝানো

৬. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বা-লিগাহ (মিসরী ছাপাঃ ১ম খণ্ড ১২৩ পৃঃ)।
৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৩-২৪।
৮. ইউসুফ জয়পুরী, হাক্বীক্বাতুল ফিকহ (বোম্বে, ভারতঃ তাবি) পৃঃ ১১৫; আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী, ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি (ঢাকাঃ ১ম সংস্করণ ১৯৬৩) পৃঃ ১৭-১৮; গৃহীতঃ মাক্বরেযী ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৬১।
৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬; ফিরকাবান্দী পৃঃ ১৮; গৃহীতঃ শাওকানী, বাদরুত্তালে' ২য় খণ্ড পৃঃ২৬।

http://islaminonesite.wordpress.com

হয়েছে? (১) এ প্রসঙ্গে বিশ্বের অদ্বিতীয় মুহাদ্দিছ, ১০ লক্ষ হাদীছের হাফেয ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من هم 'যদি তারা আহলেহাদীছ না হয়, তবে আমি জানিনা তারা কারা?[১০]

(২) ইমাম বুখারী, তদীয় উস্তাদ আলী মাদীনী ও তদীয় উস্তাদ ইয়াযীদ বিন হারূণ বলেন, উক্ত দল হ'ল আহলেহাদীছ জামা'আত। নইলে শী'আ, মুরজিয়া, মু'তাযিলা ও আহলুর রায়দের নিকট থেকে আমরা সুন্নাতের কিছুই আশা করতে পারিনা'।[১১]

(৩) ইমাম আবুদাঊদ বলেন, لولا هذه العصابة لاندرس الإسلام يعنى اصحاب الحديث 'যদি আহলেহাদীছ জামা'আত দুনিয়াতে না থাক্ত, তাহ'লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত'।[১২]

(৪) ইমাম ইবনে তারয়মিয়াহ বলেন,

فهم فى أهل الإسلام كأهل الإسلام فى أهل الملل

'বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলিম উম্মাহ্র যে মর্যাদা, মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে আহলেহাদীছদের অনুরূপ উচ্চ মর্যাদা রয়েছে'।[১৩]

(৫) শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানী বলেন, 'জেনে রাখ যে, বিদ'আতীদের কতগুলি নিদর্শন রয়েছে, যা দেখে তাদের চেনা যায়। বিদ'আতীদের নিদর্শন হ'ল আহলেহাদীছদের নিন্দা করা।.... এসবই কেবল দলীয় গোঁড়ামি ও ক্রোধাগ্নি বৈ কিছুই নয়। অথচ (و لا اسم لهم الا اسم واحد و هو اصحاب الحديث) আহলে সুন্নাতের অন্য কোন নাম নেই, আহলেহাদীছ ব্যতীত'।[১৪]

এক্ষণে আহলেহাদীছ বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? তাঁরা কি কেবলমাত্র উম্মতের সেরা মুহাদ্দিছবৃন্দ, না তাঁদের অনুসারী হাদীছপন্থী অন্যান্য ওলামা ও সাধারণ মুসলমান হ'তে পারেন। এ প্রসঙ্গে পঞ্চম শতাব্দী হিজরীর খ্যাতনামা বিদ্বান ইমাম ইবনু হযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) বলেন,

و أهل السنة الذين ندكرهم أهل الحق و من عداهم فأهل الباطل فإنهم الصحابة رضى الله عنهم و كلُّ من سلك نهجَهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم ثم أهل الحديث و من تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا الى يومنا هذا و من اقتدى بهم من العوام فى شرق الأرض و غربها رحمة الله عليهم-

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত- যাদেরকে আমরা হকপন্থী ও তাদের বিরোধী পক্ষকে বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হ'লেন (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ এবং (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত এবং (ঙ) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল 'আম জনসাধারণ যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন'।[১৫]

বুঝা গেল যে, ছাহাবায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিছগণই কেবল আহলেহাদীছ ছিলেন না, বরং তাঁদের অনুসারী 'আম জনসাধারণও 'আহলেহাদীছ' নামে সকল যুগে কথিত হ'তেন এবং আজও হয়ে থাকেন। যেমন- বিভিন্ন মাযহাবের ইমামদের ছাত্রগণই কেবল উক্ত ইমামের মুক্বাল্লিদ হিসাবে পরিচিত নন, বরং তাঁদের অনুসারী সাধারণ লোকদেরকেও উক্ত নামে অভিহিত করা হয়। ইমাম নবভী বলেন, 'এই হাদীছের মধ্যে রাসূলের (ছাঃ) প্রকাশ্য মু'জেযা নিহিত রয়েছে। কেননা এই গুণ সম্পন্ন মুমিন আল্লাহ্র রহমতে রাসূলের (ছাঃ) যুগ হ'তে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছেন এবং ক্বিয়ামত পূর্বকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবেন'।[১৬]

নিঃসন্দেহে এই উচ্চ মর্যাদা ক্বিয়ামতের দিন কেবল তাদের জন্যই হবে, যারা দুনিয়াতে যেকোন মূল্যের বিনিময়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে কায়েম থেকেছেন এবং উপরে বর্ণিত পাঁচটি গুণ হাছিল করেছেন। এটা নিশ্চয়ই তারা নয়, যারা কেবল মুখে আহলেহাদীছ দাবী করেছে। অথচ ছহীহ হাদীছকে এড়িয়ে চলেছে। যারা তাদের ক্ষুদ্র দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। কিন্তু অহি-র বিধান কায়েমের সংগ্রামে নিজের অহং-অহমিকা ও জান-মাল কুরবানী দিতে অপারগ কিংবা দ্বিধাগ্রস্থ।

অতএব আসুন! আমরা সেই দলের সন্ধান করি, যারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগে অহি-র বিধান অনুযায়ী চলার দৃপ্ত শপথে উজ্জীবিত, জিহাদী জাযবা নিয়ে ময়দানে কর্মরত এবং কথা, কলম ও সংগঠন নিয়ে সদা উচ্চকিত। কারণ জান্নাতুল ফেরদৌস তো কেবল তাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। আল্লাহ আমাদেরকে সেই সংগ্রামী দলের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন!!

---

১০. মুসলিম, 'ইমারত' অধ্যায়, হা/১৯২০ -এর টীকা দ্রষ্টব্য।
১১. তিরমিযী, মিশকাত শেষ পৃষ্ঠা, ফাৎহুলবারী ১৩/২২৯, শারফু আছহাবিল হাদীছ ৫ ও ১৫ পৃঃ।
১২. খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ পৃঃ ২৯।
১৩. ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি) ২য় খণ্ড পৃঃ ১৭৯।
১৪. আব্দুল ক্বাদের জীলানী, কিতাবুল গুনিয়াহ ওরফে গুনিয়াতুত ত্বা-লেবীন (মিসরী ছাপা ১৩৪৬ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৯০-৯১।
১৫. ইবনু হযম, কিতাবুল ফাছল ফিল মিলাল, শহরস্তানীর 'মিলাল' সহ (বৈরুতঃ মাকতাবা খাইয়াত্ব ১৩২১/১৯০৩) ২য় খণ্ড পৃঃ ১১৩।
১৬. (মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাত, উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা ৭/২৭৫ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রবন্ধ

আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি

মূলঃ খালেদ বিন আলী আম্বারী
*অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী**

(৭ম কিস্তি)

কুফরী ফৎওয়ার ৩য় মূলনীতি হচ্ছে,

(٣) و لا فرق فى ذلك بين أصول و فروع أو اعتقاد و فتيا –

(৩) 'মূল ও শাখা অথবা আক্বীদা ও ফৎওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই'।

ওযর বিল জাহ্‌ল বা অজ্ঞতার কারণে কাউকে মা'যূর বা নির্দোষ মনে করা। এব্যাপারে মূল ও শাখা অথবা ফারঈ আহকাম ও আক্বীদার মূলনীতি সমূহের মধ্যে পার্থক্য করার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ হ'তে কোন দলীল পাওয়া যায়নি এবং ছাহাবাগণ ও তাবেঈগণের নিকট কোন আছার বা মন্তব্যও পাওয়া যায়নি। এটা শুধু দলীল বিহীন হুকুম এবং প্রমাণ বিহীন দাবী।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ, যাঁর উপরে লোকেরা মিথ্যা আরোপ করে থাকে যে, তিনি উছূল বা মূলনীতির ব্যাপারে ওযর কবুল করেন না। তিনি দিবালোকের ন্যায় এভাবে কথা বলেছেন যে, কোন তাবীল কারী যদি রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণের উদ্দেশ্যে তাবীল করে, তাহ'লে তাকে কাফের বলা যাবে না। এমনকি তাকে ফাসেকও বলা যাবেনা, যখন সে ইজতেহাদ করতে গিয়ে ভুল করবে। আর এমনি মাসআলা মাসায়েলের ব্যাপারে এটি সকলের নিকট মশহূর কথা। হাঁ যদি সেটা আক্বীদার ব্যাপার হয় তাহ'লে ঐ ভুল কারীকে অনেকেই কাফের বলেছেন। আর এই উক্তিটি কোন ছাহাবী এবং তাবেঈ হ'তে পাওয়া যায়নি এমনকি কোন ইমামের উক্তিও নয়। বরং এটা প্রকৃতপক্ষে বিদ'আতীদের কথা। যারা তাদের বিরোধিতা করে তাদেরকে ওরা কাফের বলে। যেমন (বিদ'আতীদের উদাহরণ) খারেজী, মো'তাযেলী এবং জাহ্‌মিয়াহ্ সম্প্রদায়ের লোকেরা। আর মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসারীদের মধ্যে এটা হয়ে থাকে। যেমন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও অন্যান্য ইমামগণের অনুসারীরা। কিন্তু এটা ইমাম চতুষ্টয় বা অন্য কোন ইমামের কথা নয় এবং তাঁদের কেউই প্রত্যেক বিদ'আতীকে কাফের বলেন নাই, বরং তাঁদের কথা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। হাঁ কোন কোন সময় কোন ইমাম কিছু কথার কারণে কাউকে কাফের বলেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হ'ল যে, এই কথাটি কুফরী, অতএব এ থেকে বেঁচে থাকা দরকার। এর অর্থ এ নয় যে, কোন কথা যদি কুফরী কালাম হয় তাহ'লে অজ্ঞতা বশতঃ বা তাবীল করতে গিয়ে কেউ যদি সে কথাটি বলে তাহ'লে তাকে কাফের বলতেই হবে। এমনটি যরূরী নয়। কারণ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি কাফের প্রমাণিত হওয়া যেমন আখেরাতে তার এই শাস্তি হবে, এর জন্য কতকগুলো শর্ত আছে এবং বিধিনিষেধ আছে।[১]

এধরণের কথোপকথণকারী যে কথা বলার কারণে তাকে কাফের বলা যায়, এটা কখনো কখনো একারণে হয় যে, সত্যকে জানার বা বুঝার জন্য যে দলীল প্রমাণ আছে সেগুলো তার নিকট পৌঁছেনি এবং কোন কোন সময় তার নিকট দলীল থাকে কিন্তু তা তার নিকট সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না। অথবা সে তা বুঝতে পারে না। আবার কখনো কখনো এর মধ্যে সন্দেহ এসে পড়ে। যার ফলে হয়ত আল্লাহ তাকে মা'যূর মনে করবেন।

যদি কোন মোমেন ব্যক্তি সত্যের সন্ধানের জন্য ইজতেহাদ করতে গিয়ে ভুল করে বসে, সে যেই হউক না কেন আল্লাহ তা'আলা তার এই ভুলকে ক্ষমা করে দিবেন। তা গবেষণাধর্মী কোন মাসআলা হৌক বা আমলের কোন মাসআলা হৌক। এটিই ঐ নিয়ম, যা নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ও ইসলামের অধিকাংশ ইমামগণ মেনে চলতেন। তাঁরা কোন দিন এধরণের কোন ভাগ করেননি যে, এগুলো উছূলী (মৌলিক) বিষয়, এগুলো অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে এবং এগুলো ফারঈ ব্যাপার, যা অস্বীকার করলে কাফের হবে না।

যাঁরা এধরণের ভাগ বা প্রকারভেদ করে থাকেন তাঁদেরকে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, উছূলী মাসআলা, যেগুলির ব্যাপারে কেউ ভুল করলে তাকে কাফের বলা যাবে, এর সীমারেখা কি? এবং উছূলী ও ফারঈ মাসআলাগুলির মধ্যে পার্থক্য করার জন্য মাপকাঠি কি? যদি তাঁরা উত্তরে বলেন, আক্বীদার মাসআলাগুলি উছূলী এবং আমলের মাসআলাগুলি ফারঈ। তাহ'লে তাদেরকে বলা হবে, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) (মে'রাজে গিয়ে) তাঁর প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে কি দেখেছিলেন? এবং হযরত আলী অপেক্ষা হযরত ওছমান উত্তম, না ওছমান অপেক্ষা আলী উত্তম? এমনিভাবে কুরআনে করীমে অর্থ বলতে গিয়ে অনেক মতবিরোধ এবং হাদীছ ছহীহ ও যঈফ নির্ণয় করার ব্যাপারে ছহীহকে যঈফ ও যঈফকে ছহীহ বলা এগুলো এ'তেক্বাদী বা আক্বীদাগত ও ইলমী মাসআলা। এগুলির ব্যাপারে কেউ ভুল করলে তাকে কেউ-ই কাফের বলেননি। অন্য দিকে ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জ ওয়াজেব এবং ফাহেশা ও মদ হারাম। এগুলো আমলী মাসআলা। এগুলো কেউ অস্বীকার করলে তাকে সর্বসম্মতভাবে কাফের বলা হয়েছে।

যদি কেউ বলে, (قطعى) কাতঈ মাসআলা গুলি উছূলী। তাহ'লে তাকে বলা হবে, অনেক আমলী মাসআলা আছে

* অধ্যক্ষঃ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/২৩৯-২৪০।

http://islamionesite.wordpress.com

Contents

কাতঈ এবং অনেক ইলমী মাস্আলাও কাতঈ নয়। কোন মাসআলার কাতঈ হওয়া বা যন্নী হওয়াটা (إضافي) আনুপাতিক ব্যাপার। আর কোন কোন সময় কোন মাসআলা রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক দলীল-প্রমাণ পাবার কারণে কাতঈ হয়ে যায়। কেননা তার নিকট দলীল পৌঁছেছে এবং এর অর্থ সে দৃঢ়তার সাথে মেনেও নিয়েছে। কিন্তু উক্ত মাসআলাটি অন্য একজনের নিকটে কাতঈ হওয়া তো দূরের কথা যন্নীও নয়, কারণ তার নিকট এব্যাপারে কোন দলীল পৌঁছেনি। অথবা দলীল পৌঁছেছে তবে তা তার নিকট ছহীহ নয় অথবা উক্ত দলীল বুঝার মত যোগ্যতা তার নেই।

ছহীহ হাদীছ সমূহে (বুখারী, মুসলিম) আছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন যে, এক ব্যক্তি (মরণের সময়) বলে যায় যে, আমি মরে গেলে আমাকে পুড়িয়ে দিও। (কারণ আমি পাপী, আল্লাহ আমাকে ধরতে পারলে কঠিন আযাব দিবেন। যদি আমাকে পুড়িয়ে দাও তাহ'লে আল্লাহ আমাকে ধরতে পারবেন না, কাজেই আমি আযাব থেকে বেঁচে যাব) এতে আল্লাহ্র ক্ষমতা ও ক্বিয়ামতের দিনের উপর সন্দেহ করা হয়েছে। এমনকি সে ধারণা করেছে যে, তার আর পুনরুত্থান হবে না এবং তাকে পুড়িয়ে দিলে আল্লাহ তাকে ধরতে বা পাকড়াও করতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করে দেন।

আমি পুনরায় বলব যে, আল্লাহপাক এই উম্মতের গুণাহ সমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর এর মধ্যে কাওলী, খবরী ও আমলী মাসআলা সবই আছে। আর এই সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের মতবিরোধ আছে। কিন্তু কেউ কোনদিন কাউকে কাফের, ফাসেক ও গোনাহগার বলে ফৎওয়া দেননি। যেমন ইমাম শোরাইহ و بل عجبتُ يسخرون পাঠ কারীকে খারাপ জেনেছেন যে, আল্লাহ কোন তা'আজ্জুব করেন না। কিন্তু এই সংবাদ যখন ইমাম ইব্রাহীম নাখঈর নিকট পৌঁছে তখন তিনি বললেন, শোরাইহ একজন কবি, তার পাণ্ডিত্য তাকে অহংকারের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আব্দুল্লাহ তার চেয়ে বড় আলেম ছিলেন, আর তিনি عجبتُ পড়েছেন।

অন্যত্র যেমন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা ও অন্যান্য ছাহাবীদের মতানৈক্য রয়েছে যে, (মে'রাজের সময়) রাসূলে করীম (ছাঃ) কি তাঁর প্রভু প্রতিপালককে দেখেছেন? মা আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, কেউ যদি বলে, নবী (ছাঃ) আল্লাহ্কে দেখেছেন, তাহ'লে সে আল্লাহ্র উপর বড় মিথ্যারোপ করেছে। সেকারণে আমরা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে ও তাঁর সাথে যারা একমত তাদেরকে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপকারী বলবনা। এমনিভাবে জীবিত লোকের কোন কথা কবরবাসী মৃত ব্যক্তি শুনতে পান কি-না? এবং জীবিত লোকের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তির আযাবের ব্যাপারে যে মতানৈক্য আছে এবং অন্যান্য ব্যাপারে যে মতানৈক্য আছে, সে সমস্ত কারণে কেউ কাউকে কাফের, ফাসেক বা গুণাহগার বলে আখ্যায়িত করেননি।

(চলবে)

ইসলাম ও আজকের শিক্ষাব্যবস্থা

*-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

জীবনের সফলতা ও বিকাশ লাভের অন্যতম বাহন হ'ল শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয় সুপ্রবৃত্তি। আর মানুষ যা শিখে তা-ই তার ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজে বাস্তবায়ন করতে চায়। তাইতো একটি সমাজ বা জাতির নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হ'ল শিক্ষা। এজন্য প্রবাদ আছে -Education is the backbone of a nation".

যে সমাজে শিক্ষিত লোকের হার বেশী, বাহ্যিক ও মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে সে সমাজকে উন্নততর সমাজ বলে অভিহিত করা যায়। যে সমাজে শিক্ষিতের হার তুলনামূলক ভাবে কম, সে সমাজে সর্বদিক বিস্তৃত দৈন্য পরিলক্ষিত হয়। তাইতো Sociology (সমাজ বিজ্ঞান) -এর ভাষায় Social control (সামাজিক নিয়ন্ত্রন) -এর ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি অন্যতম বাহন। এ শিক্ষাই মানুষকে করতে পারে মহৎ কিংবা অসৎ। কেননা মানুষ যা শিখে তাই প্রতিফলিত করতে চায় সমাজে।

এবার জানা দরকার ইসলাম কি, ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব কি এবং ইসলাম কোন্ ধরণের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়। ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? ইসলাম থেকে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার তফাৎটা কোথায়?

ইসলাম পরিচিতিঃ

'ইসলাম' আরবী শব্দ। যা 'সিল্ন' ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যার অর্থ শান্তি ও আত্মসমর্পন। শান্তি ও আত্মসমর্পনের মাঝে একটা সুন্দর যোগসূত্র রয়েছে। যেমন কোন যুদ্ধই শান্তির সংকেত বহন করে না। যুদ্ধের বদৌলতে যদি আত্মসমর্পন করা হয়, তবে শান্তি নিশ্চিত। কিন্তু যারা বেশী বুঝেন, তারাই শান্তির বদলে যুদ্ধকে বেছে নিয়ে আত্মসমর্পনকে অস্বীকার করেন। ফলে সমাজে বপিত হয় অশান্তির বীজ। যার ফলাফল যুদ্ধসমাপ্তির সাথে সাথেই অবলোকন করা যায় দিব্য প্রত্যয়ে। তাই বলতে বাধা নেই যে, 'আত্মসমর্পন ও শান্তি' এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে গভীর সম্পর্ক।

শরীয়তের পরিভাষায় 'ইসলাম' হ'ল আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পন করার নাম। বিস্তারিতভাবে বলা যায়, কেউ যদি কারো কাছে আত্মসমর্পন করে, আত্মসমর্পনকারীর একমাত্র কাজ হয় তার নেতার সকল আদেশ নিষেধ পালন করা। ইসলাম হ'ল আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পন করা ও আল্লাহ্র প্রতিটি আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে মান্য করার

* সম্মান ২য় বর্ষ (দর্শন), ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুমিল্লা।

http://islamiconesite.wordpress.com

নাম। প্রচলিত অর্থে- এটি কোন মতবাদ নয়। এটি একটি পথের নাম। মানুষের সামগ্রিক জীবনের পরিচালনা পদ্ধতির নাম। যে পথ আল্লাহ প্রদত্ত সে সরল সঠিক পথই হ'ল ইসলাম। এর মূল ভিত্তি হলো আল্লাহ্র 'অহি'। আর এ অহি পাওয়া সম্ভব আল-কুরআনে ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ সমূহে। অহি-র বিধানের আলোকে মানুষের সামগ্রিক জীবন পরিচালনাপদ্ধতির নামই হ'ল 'ইসলাম'। যারা এই পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তাদেরকে বলা হয় 'মুসলিম'।

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্বঃ

ইসলাম কোন অন্ধ বিশ্বাসের ধর্ম নয়। এটি একটি প্রমাণভিত্তিক জীবনব্যবস্থা। এর অনুসারীরা মানুষকে আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান বা প্রমাণ সহকারে ডাকে। আর জাগ্রত জ্ঞানভিত্তিক এই ঐশী জীবনব্যবস্থার প্রথম অপরিহার্য কাজ হ'ল শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জন করা। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আল্লাহ্র প্রথম বাণী 'ইক্বরা' পড়, জান, জ্ঞানার্জন কর। বিদ্যাশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে আল্লাহ আরও বলেন, 'যারা জানে আর যারা জানে না তাদের উভয়ে কি সমান'? ++ আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে? -'কেন তোমাদের থেকে একটি দল বেরিয়ে আসছ না দ্বীনের জ্ঞান হাছিলের লক্ষ্যে'? বিদ্যাশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এছাড়াও আল্লাহ্র অসংখ্য বাণী কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের নবী, সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন- 'বিদ্যার্জন সকল মুসলিমের উপর ফরয।'**

'জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব বিশ্লেষণে ইসলামের ভূমিকা' শিরনামীয় আলোচনায় শুধু মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর বাণী শ্রবণই যথেষ্ট নয়। তাঁর গোটা জীবনের মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে, তিনি জ্ঞানের প্রতি ছিলেন কতটুকু অনুরক্ত ও বিদ্যাশিক্ষায় ছিল তাঁর কতটুকু পদচারণা। বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও উৎসাহের ক্ষেত্রে আল-কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন একটি বিশেষ অধ্যায়। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী ও কর্ম সমূহ আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে মাইলফলক হিসাবে কাজ করছে।

ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসঃ

ইসলাম কোন্ ধরণের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয় এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। মূলতঃ ইসলামের শিক্ষাসিলেবাস আল্লাহ প্রদত্ত। যে সিলেবাস পাঠে পূর্ণ মুসলমান হওয়া যায়, সেটাই ইসলামী শিক্ষার আবশ্যিক সিলেবাস। আর ঐচ্ছিক সিলেবাস হ'ল নৈতিকতা ও ধর্মবিরোধী নয় এমন সব পাঠ। ইসলাম ডাক্তার-প্রকৌশলী-প্রফেসর হ'তে অন্তরায় নয়। কিংবা অন্তরায় নয় ইংরেজী শিখতে। ইসলামকে বুঝা এবং এর মৌলিক নীতিমালাসমূহ জেনে নেয়ার পর একজন মানুষ বৈষয়িক প্রয়োজনে নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে যেকোন লেখাপড়া গ্রহণ করতে পারেন। ইসলাম ঐ ধরণের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে, যে শিক্ষা একজন মানুষকে পরিপূর্ণ মুসলমান, সুনাগরিক ও নিজস্ব পরিমণ্ডলে আদর্শ ব্যক্তি হ'তে সহায়তা করে। মানব জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা বিস্তৃত। ইসলাম যা অপসন্দ করে, সেই শিক্ষা ব্যতীত যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞানার্জন করায় ইসলামে কোন বাধা নেই।

শিক্ষার উদ্দেশ্যঃ

ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল (আল্লাহ্র ভাষায়) 'কেন তোমাদের পক্ষ হ'তে একটি দল বেরিয়ে আসছ না, দ্বীনের জ্ঞান হাসিলের জন্য? যারা তাদের স্বজাতিকে ভয় দেখাবে জাহান্নামের, যাতে তারা সতর্ক হয়' (তওবা ১২২)। আলোচ্য আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো প্রথমতঃ নিজে মুসলমান হওয়া। অতঃপর দ্বীনী ইলম অর্জন করে সমাজকে জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে কলুষমুক্ত করা। আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক প্রতিটি সমাজের কিছু লোক যদি দ্বীনের জ্ঞান হাছিল করে সামাজিক দায়িত্বটুকু পালন করেন, তবে সেই সমাজ হবে শান্তির সমাজ।

ইসলামী শিক্ষা সিলেবাসের মৌলিক আলোচ্য বিষয় হ'ল মানুষ। মানুষের জন্য কোন্ পথটি ভাল কিংবা কোনটি মন্দ তা নির্ধারণে ইসলামী শিক্ষার জুড়ি মেলে না। আর সেজন্য মানুষকে তার আপন পরিচয়ে পরিচিত করিয়ে তথা শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে তাকে তার কর্ম সম্পাদনের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করিয়ে দেয়াই হলো ইসলামী শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। লেখাপড়া করে অর্থ উপার্জন করতে ইসলামে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু অর্থোপার্জন যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবেই ইসলামের যত বাঁধা। কারণ, ইসলামী শিক্ষা কেন সকল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হ'ল জ্ঞানার্জন।

ইসলাম ও আজকের শিক্ষাব্যবস্থার পার্থক্যঃ

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে, ইসলাম যে শিক্ষার প্রতি ইংগিত দেয়- বর্তমানে দেশে সে শিক্ষা ব্যবস্থা অনুপস্থিত। অন্যভাবে বলা যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামী শিক্ষার অনুকূলে নয়। কারণ (১) এখানে ৮০০-১০০০ নম্বরের পরীক্ষা সিলেবাসে মাত্র ১০০ নম্বর বরাদ্দ আছে ধর্মীয় শিক্ষায়। তাও আবার কমিয়ে

**. ইবনু মাজাহ সংকলিত অত্র হাদীছটির 'মতন' (Text) প্রসিদ্ধ। কিন্তু সনদ যঈফ বায়হাকী। -আলবানী, মিশকাত 'ইল্ম' অধ্যায়, হা/২১৮ টীকা দ্রষ্টব্য। -ইবনু আহমাদ।

http://islaminonesite.wordpress.com

৫০ নম্বর করার চেষ্টা চলছে। অধিকন্তু প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই ধর্মীয় ক্লাশ সবশেষে নেওয়া হয়। ফলে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের বেশী একটা মনযোগ থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে এই ক্লাশটি দেখা যায় হয় না। সবশেষে নেওয়া হয় বলে এর প্রতি স্বভাবতঃ একটি বিরক্তিভাব ছাত্র-ছাত্রীর মনে দেখা যায়।

(২) বর্তমানের ভারী সিলেবাস ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিকতার উপর একটি বোঝা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। এই বৃহৎ সিলেবাস যথামসয়ে সমাপ্ত করে পরীক্ষায় ভাল ফল সম্ভব হয় না বলে ছাত্র-ছাত্রীরা নকল প্রবণ হয়ে পড়ে। যা একটি ঘৃণ্য অপরাধ। ফলশ্রুতিতে শিক্ষিতের হার ঠিকই বাড়ছে। কিন্তু যোগ্য ব্যক্তিসংকট সমাজে থেকেই যাচ্ছে। অধুনা মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়ও এই রোগটি ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে। তাই কয়েক বছর পূর্বেও আমরা দেখেছি গাঁয়ের মুন্সীর যে সম্মান ছিল বা আমরা দিতাম, তা আজকের মাওলানা ছাহেবরাও পাচ্ছেন না।

(৩) শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মগজে এমন কিছু কথা ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে যা ক্যান্সারের মত ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর শ্রেণী বৃদ্ধির সাথে সাথে ঐসব অনৈসলামিক পাঠ বৃদ্ধিই পেতে থাকে। যেমনঃ গল্পের মাধ্যমে শিখানো হয় ফাঁকি বাজি ও লোক ঠকানো পলিসি, সুদকষা অংক ও বাণিজ্যিক গণিতে সুদের চূড়ান্ত হিসাব সংরক্ষণের পদ্ধতির মাধ্যমে পুঁজিবাদকে গ্রহণযোগ্য মনে করানো, রাজতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের সাথে তুলনার ভেল্কিবাজি দেখিয়ে কিশোরচিত্তে গণতন্ত্রকে ইসলাম সম্মত বলে ফুটিয়ে তোলা ইত্যাদি।

(৪) কর্মের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক না থাকা। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বহু ছাত্র-ছাত্রী সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েও নিজের চেষ্টায় কিছু করতে পারছে না। ফলে চাকুরী ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। চাকুরীর জন্য ঘুষ দিতে হয় ডোনেশনের নামে অনেক টাকা। আর তা পুশিয়ে তোলার জন্য সেও বেছে নেয় এই ঘুষের পথটা। ফলে যোগ্য ব্যক্তিরা বেছে নেয় ব্যবসার পথ কিংবা অন্য কোন পেশা। ধরি ব্যবসাই বেছে নিল। কিন্তু সে কি ব্যবসা করবে? ব্যবসা সম্পর্কে তার তো পরিপক্ক জ্ঞান নেই। আর শিক্ষাজীবনের যৎসামান্য পুঁজি তাতো 'সুদ ভিত্তিক' যা ইসলামে প্রকাশ্য হারাম ঘোষিত হয়েছে। ফলে সে ব্যক্তি হয় সমাজের ঘৃণিত নীচু স্তরের মানুষে পরিণত হয়, নতুবা কালো টাকার পাহাড় গড়ে বসে। ইসলাম কি করে এই শিক্ষাব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারে?

(৫) স্কুল ও মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে দ্বি-মুখী ধারা। ফলে স্কুলে পড়ুয়া ও মাদরাসায় পড়ুয়া দু'ভাইয়ের মধ্যে একটা সহজাত পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। উভয়ের ধ্যান-ধারণা দু'রকম হয়ে উঠে। ফলে তাদের ঘরেই সৃষ্টি হয় আদর্শগত অনৈক্য। এতে একের প্রতি অপরের থাকে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব। সৃষ্টি হয় একই মায়ের গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত। ইংরেজদের সৃষ্ট এই দ্বি-মুখী শিক্ষানীতির ফলাফল আজকে আমরা সরেজমিনে উপলব্ধি করছি।

(৬) পাঠদানে উপযুক্ত হলেও অধিকাংশ শিক্ষকই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একজন আদর্শ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হ'তে পারেন না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে থাকে না আদর্শ মানুষ হবার প্রেরণা। বৃটিশপ্রদত্ত বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে শিক্ষালাভ করায় শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আদর্শ মানুষ হবার চিন্তাভাবনা সৃষ্টি হয় না। সুতরাং ইসলাম থেকে এই শিক্ষাব্যবস্থা ভিন্ন।

(৭) বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রদের মাঝে দলভিত্তিক প্রচারণা কার্যকম যেন আবশ্যিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলীয় কার্যক্রমের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মুসলিম ছাত্ররা আপোষে দলে দলে বিভক্ত হচ্ছে। ফলে এই অনৈক্যবাদী শিক্ষা কি করে ইসলাম সমর্থন করবে?

(৮) একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সম্মান কোর্স কিংবা ডাক্তার ও প্রকৌশলী হ'তে কোন ধর্মীয় জ্ঞান প্রয়োজন হয় না। ফলে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম করার পরও একজন ছাত্রের ধর্মীয় জ্ঞানলাভ মোটেই সম্ভব নয়। অধিকন্তু এই স্তরের পূর্বে যতটুকু ধর্মীয় জ্ঞান অর্জিত হয়েছিল, তাও ভুলে যায়। ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা ও সর্বোচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাওহীদ ও সুন্নাহ্ বিষয়ে অজ্ঞ থাকেন। পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে একটি বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি। জনৈক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর পিতার মৃত্যুতে যখন বিদেশ থেকে বাড়ী আসলেন, তখন জানাযার ছালাতে সবাই দণ্ডায়মান। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, 'এখানে সিজদা দেব কোথায়'? এমনি বহু ব্যক্তি আছেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে আরও মারাত্মক ধরণের ভুল করেন।

অতএব যে শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ্র পথ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরিয়ে নেয়, সেই মেযাজের উচ্চ শিক্ষা কি করে ইসলাম সম্মত হ'তে পারে?

(৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে বাস্তবতার নিরিখে পাঠদান হয় না। আজকের দিনে উন্নত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে একজন ডাক্তার হওয়ার সাথে সাথে একজন ছাত্র ইসলামী শিক্ষার একটি বিরাট অংশ আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠ করছে। ফলে শিক্ষাজীবন শেষে ডাক্তার হওয়ার সাথে সাথে ঐ ছাত্র একজন ভাল মুসলমান হিসাবে গড়ে উঠার সুযোগ পায়। অথচ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও এদেশে এমন উত্তম শিক্ষানীতি চালু নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com

(১০) কিণ্ডারগার্ডেন ও প্রাইভেট কোচিং সেন্টারে আলাদা পরিবেশে ব্যয়বহুল শিক্ষাদানের কারণে সাধারণ পিতামাতার সন্তানরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে শুরু হয় বৈষম্য। এদিকে ছেলে-মেয়েদের একই পরিবেশেসহ শিক্ষা দান নীতির কারণে যুবচরিত্র নষ্ট হয়। ইসলামে এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আছে। তাই পৃথক পরিবেশে ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষা দান করা উচিৎ, যা ইসলাম সম্মত।

পরিশেষে বলতে চাই যে, দেশে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে দু'টি দিককে বেশী বা সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করতে হয়। এক- শিক্ষা, দুই- প্রশাসন। শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি গলদ থাকে, তবে প্রশাসনে ভাল লোক সরবরাহ করা অসম্ভব। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে পুণঃসংস্কার পূর্বক ইসলাম বুঝার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সে পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালকদের এ ব্যাপারে গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখা দরকার এবং যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। আর যদি বৈদেশিক অনুদান ও ঋণের দায়ে আবদ্ধ থাকার কারণে তা সম্ভব না হয়, তবে মনে রাখা দরকার যে, ৯০% মুসলমানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এ পুরু দায়িত্বটুকু পালন না করলে আপনারা রাষ্ট্রের আর কোন্ দায়িত্ব পালন করলেন? আপনারা কি করে আশা করতে পারেন যে, তারা রাষ্ট্রের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করবে? যেমন এদেশের প্রায় রেল যাত্রীই চায় কিভাবে ভাড়া না দিয়ে দেশকে ফাঁকি দেয়া যায়। এই যে তাদের নৈতিক অবক্ষয়, তা কেন? একটি কারণই মূলতঃ এজন্য দায়ী। আর তা হলো ধর্মীয় ও নৈতিক জ্ঞানের স্বল্পতা।

অতএব সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিগণের প্রতি একটি ক্ষুদ্র আবেদন বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আর যাই হোক মুসলমান তথা আদর্শ মানুষ তৈরী করা সম্ভব নয়। তাই মুসলমান ও আদর্শ মানুষ তৈরীর জন্য যে শিক্ষানীতি, সিলেবাস ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার তা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করুন।

টুর্‌সের যুদ্ধ ও মুসলমানদের শিক্ষা

-মুহাম্মাদ আবু আহসান*

ওহোদের যুদ্ধের ঘটনা আমাদের অজানা নয়। ওহোদের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যগণ তাদের নেতার আদেশ যথাযথভাবে পালন করেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ছিল জয় অথবা পরাজয় কোন অবস্থাতেই মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী যেন গিরিপথ পরিত্যাগ না করে। কিন্তু বিজয় নিজেদের করায়ত্ত মনে করে মুসলিম বাহিনী সেদিন উপরোক্ত আদেশ লংঘন করে সে স্থান ত্যাগ করে। ফলে ওহোদ ময়দানে হযরত হামযা সহ ৭০ জন মুসলিম বীর শাহাদৎ বরণ করেন।[১] সেই ওহোদ পাহাড়ের শোক বিহবল নিস্তব্ধ পরিবেশে আবূ সুফিয়ানের দুর্বিনীতা স্ত্রী হিন্দা বিখ্যাত শহীদ বীর হামযা (রাঃ) -এর বক্ষ চিরে তার কলিজা চর্বন করে।[২] নেতার আদেশ লংঘন এবং শৃঙ্খলার অভাবই ছিল ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের প্রধান কারণ। সে ভুলের খেসারত হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তরতাজা দাঁত শহীদ হয়েছিল উত্‌বা ইবনে আবী ওয়াক্কাছ -এর আঘাতে।[৩] এমনই এক চরম ভুলের মাশুল দিতে হয়েছিল মুসলমানদেরকে ৭৩২ খৃষ্টাব্দে স্পেনের 'টুর্‌স' নামক স্থানে, যা ছিল ইউরোপের ইতিহাসে তথা ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের জন্য এক বেদনা বিধুর ঘটনা।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) তৎকালীন আরব সমাজকে এমন একটি জীবন বিধান উপহার দিয়েছিলেন, যা ছিল তাদের অকল্পিত এবং অভাবিত অথচ আকাঙ্খিত। সমাজ জীবনের সংঘাত, নারীর অবমাননা, ব্যাভিচার, যৌনাপরাধ, মদ-জুয়ার দুঃসহ বেদনা ক্লিষ্ট দীর্ঘ আরব জীবন ইসলামী বিপ্লবী সমাজ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন হয়ে যায়। পরিশীলিত শুদ্ধ জীবনে ফিরে আসে স্বস্তি, নিরাপত্তা ও শান্তি। নারী-পুরুষের আশা-আকাঙ্খায় এমন একটি জীবনের স্পর্শ পেল যা সম্মান, সম্ভ্রম ও স্ব-স্ব অধিকার পুষ্ট।[৪]

---

* ৩য় বর্ষ (সম্মান), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১। ছহীহ আল-বুখারী, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৬) ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৯০, হাদীছ নং ৩৭৭৩; ছফিউর রহমান মুবারাকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, অনুঃ আব্দুল খালেক রহমানী (আল- হিলাল বুক হাউসঃ মুর্শিদাবাদ, ১৯৯৬), পৃঃ ৫৭।

২। সীরাতে ইবনে হিশাম, অনুঃ আকরাম ফারূক (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ১৯৯২), পৃঃ ১৮৪; আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ৪৬।

৩। আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ৩২; ছহীহ আল-বুখারী পৃঃ ৮৮ (৫৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য); সীরাতে ইবনে হিশাম পৃঃ ১৮০।

৪। এ, এইচ, এম শামসুর রহমান, উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতেমীয়দের ইতিহাস (ঢাকাঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, আষাঢ় ১৪০০ সাল) পৃঃ ১।

http://islamionline.wordpress.com

Contents

তাইতো ইংরেজ ঐতিহাসিক O'Leary যথার্থই বলেন, Islam appears first on the page of history as a purely Arab religion indeed it is perfectly clear that the prophet Mohammad (s.) Whilst intending it to be the one and only religion of the whole Arab race did not contemplate its extension to foreign Communities. "Throughout the land there shall be no second creed" Was the prophet's message from his death bed and this was the guiding principle in the policy of the early Khalifs.[৫]

জীবনের এ বাঞ্ছিত বার্তা আরবের বাইরে ভাগ্যাহত মযলূম জনতার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তারা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় ছিল। ১১ হিজরীর শুরুতেই বিশ্বনবী (ছাঃ) -এর ইন্তেকাল হয় এবং মাত্র ১০ বছরের মধ্যেই ইসলামের মহান খলীফাগণ মহানবী (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত দ্বীনকে, তাঁর সমাজ দর্শনকে, অর্থনৈতিক মুক্তির পয়গামকে, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাণীকে ও রাষ্ট্রকাঠামোকে আরব সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে দিলেন মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও পারস্য ভূমিতে। শক্তিশালী রোমান ও পারসিয়ান সাম্রাজ্য আরব বিজেতাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করল। ইসলামের বিজয় পতাকা অল্প দিনের মধ্যেই এশিয়া আফ্রিকা পার হয়ে ইউরোপে পৌঁছে গেল।[৬] তদানীন্তন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অর্ধ সভ্য ইউরোপে প্রবাহিত হ'ল মুসলিম সভ্যতার স্রোত-সলিল। তখনকার খ্রীষ্টান ইউরোপের অশুচি ও অনাচার সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ মোটেই বিরূপ মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করেননি। অবস্থা এমনই ছিল যে, একজন সন্যাসিনী সুদীর্ঘ ৬০ বছর পর্যন্ত স্নান অথবা দেহের কোন অংশ ধৌত না করে কেবল ধর্ম গ্রন্থ পাঠের সময় অঙ্গুলির অগ্রভাগ পানিতে ডুবিয়ে পবিত্রতা রক্ষা করার চাঞ্চল্যকর ঘটনা সৃষ্টি করে।[৭] অথচ মুসলমানগণ সেখানে পবিত্রতা, শুচি ও আচার পালনের কতইনা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বন্দোবস্ত করেছেন ওযূ ও গোসলের সাহায্যে। এমনিভাবে বছরের পর বছর ধরে স্পেনের মুসলমানরা খ্রীষ্টান ইউরোপকে সভ্যতার আলোকে টেনে আনেন।[৮] ফলশ্রুতিতে গ্রীক সভ্যতা, হেলেনিয় ও পারসিক সভ্যতার উত্তর সুরী বহু সংখ্যক মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে।[৯]

৭১৪ খ্রীঃ থেকে উমাইয়া শাসনের অধীনে স্পেন ও দক্ষিণ ফ্রান্সে মুসলমানরা শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। মুসলিম শাসকদের দূরদর্শিতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে একের পর একটা রাজ্য মুসলমানদের অধীনে আসতে থাকে। স্পেন ও দক্ষিণ ফ্রান্সে মুসলমানদের অব্যাহত বিজয়ের ফলে চির দুশমন খ্রীষ্টান জাতি শংকিত হয়ে মুসলমানদের এ বিজয়কে স্তব্ধ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। এদিকে মুসলিম বাহিনী উত্তর ফ্রান্স দখল করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। তাদের অগ্রযাত্রায় শংকিত হয়ে কয়েকবার মুসলিম বাহিনীর নিকটে পরাজিত ও লাঞ্ছিত অকিটেন অধিপতি ইউডিজ উপায়ান্তর না দেখে হরিস্টাল পেপিনের পুত্র চার্লস মার্টেলের[১০] নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে মুসলিম বাহিনীকে পথিমধ্যে বাঁধা দান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[১১]

মুসলমানদের এ বিজয় মুহূর্তে নিজেদের মধ্যে আভ্যন্তরীন বিশৃংখলা দেখা দেয়। দক্ষিণ ফ্রান্সের মুসলিম শাসনকর্তা উছমান বিন আবূ নিসা[১২] বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি অকিটেন অধিপতি ইউডিজ -এর কন্যা ল্যাম্পোজীকে বিবাহ করে ফরাসী নেতৃবৃন্দের সংগে সখ্যতা গড়ে তোলেন।[১৩] শ্বশুরের সাথে মিলিত হয়ে তিনি আরব শাসনের বিরোধিতা করে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডয়ন করেন। এদিকে দুর্ধর্ষ মুসলিম সেনাপতি আব্দুর রহমান আল-গাফেকী[১৪] বিদ্রোহ উপেক্ষা করার পাত্র ছিলেন না। তিনি সত্বর এক দল সৈন্য পাঠিয়ে উছমান বিন আবূ নিসাকে পরাজিত ও নিহত করেন। আবূ নিসার পরাজয় ও হত্যার ফলে খ্রীষ্টান রাজ্য গুলিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।

৫। De lacy OLeary D.D, A short History of the fatimid Khalifaths (London 1923), page 1.

৬। উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতেমীয়দের ইতিহাস, পৃঃ ১-২।

৭। Lane poole, The Moors in spain, (London), page 135.

৮। এ.এইচ.এম শামসুর রহমান স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২।

৯। উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতেমীয়দের ইতিহাস, পৃঃ ১০।

১০। মার্টেল ছিলেন হরিস্টাল পেপিনের জারজ সন্তান এবং রণ কৌশলে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তার সাথে অকিটেন অধিপতি ইউডিজ -এর গোপন চুক্তি সংঘটিত হয়।
দ্রঃ ডঃ এম আব্দুল কাদের ও ডঃ সৈয়দ মাহমূদুল হাসান, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী) পৃঃ ২৭।

১১। স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২২।

১২। উছমান বিন আবূ নিসাকে খ্রীষ্টান লেখকরা 'মুনুজা' বলে অভিহিত করেন।
দ্রঃ স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিন্স, (কলিকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, আগষ্ট ৯২) অনুবাদঃ হাবীব আহসান, পৃঃ ১৪৩।

১৩। হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, (ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, দশম সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৯২), পৃঃ ১৩৫।

১৪। আব্দুর রহমান আল-গাফেকী ছিলেন উমাইয়া খলীফা সুলায়মান এর নিয়োগপ্রাপ্ত সেনাপতি এবং স্পেনের শাসনকর্তা। তিনি ৭৩২ খ্রীঃ স্পেনের শাসনভার লাভ করেন। এর আগে হাইছাম স্পেনের শাসনকর্তা ছিলেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

ইতিমধ্যে মুসলিম বাহিনী একের পর এক রাজ্য জয় করে অগ্রসর হতে থাকেন। ইউরোপের ভূখণ্ড মুসলিম আধিপত্য বিস্তারে আব্দুর রহমান আল-গাফেকী এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক Hitti যথার্থই বলেন, "The last and greatest expedition north ward was led by Abdal Rahman al-Ghafiqi.[১৫]

তিনি বার্গান্ডি সহ লিয়োঁ, বেজাকোঁ ও সেন দখল করে নেন। এসমস্ত স্থান বিজয় করার ফলে মুসলমানরা আর্থিক দিক দিয়ে যেমন লাভবান হয়েছিলেন, মনোবলের দিক হ'তে তেমনি দৃঢ় ভাবে তৈরি হ'তে পেরেছিলেন। মুসলমানদের অব্যাহত বিজয়ের ফলে ফ্রান্সের খ্রীষ্টানদের মধ্যে দারুন আতংকের সৃষ্টি হয়। তাদের আশংকা হয় যে, যে কোন মুহূর্তে সমগ্র ফ্রান্স তথা ইউরোপ মুসলমানদের হাতে পদানত হ'তে পারে।[১৬] আব্দুর রহমান তাঁর বিজয়ী বাহিনীকে অতি দ্রুতগতিতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের দিকে পরিচালনা করেন।

ইতিমধ্যে চার্লস মার্টেল পরিস্থিতি বিবেচনা করে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। তার সৈন্য সংখ্যা সঠিক জানা যায় না। তবে তিনি ফরাসী ও জার্মান হ'তে অসংখ্য সৈন্য টুর্স শহরের নিকটে সমবেত করেন।[১৭] বেলজিয়াম ও জার্মানী হ'তে সংগৃহীত বহু সৈন্য ইউডিজ বাহিনীকে শক্তিশালী করে।[১৮] 'দানিয়ুব' ও 'এলব' উপকূল এবং জার্মানীর বণ্য এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক অসভ্য সৈন্য সংগ্রহ করে টুর্সের প্রান্তরে সমবেত করে বলে জানা যায়।[১৯]

খ্রীষ্টান জাতি মুসলমানদের এই অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার জন্য তথা সমগ্র ইউরোপকে মুসলমানদের হাত হ'তে রক্ষা করার জন্য যে শক্তি সঞ্চয় করেছিল আব্দুর রহমান আল-গাফেকীর গুপ্তচর বাহিনী এ সংবাদ তার নিকট পরিবেশন করতে ব্যর্থ হয়।[২০] অন্য ঐতিহাসিকের মতে, মুসলমান গুপ্তচররা বিভ্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করেন।[২১] তাই আব্দুর রহমান খ্রীষ্টান সৈন্যদের প্রকৃত শক্তির পরিমাণ অনুধাবন করতে পারেননি। তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি যে, সমগ্র খ্রীষ্টান জগত এমনিভাবে জোট বেঁধে তাকে আক্রমন করবে। তাই তাকে নিদারুনভাবে নগণ্য সংখ্যক সৈন্যের বহর নিয়ে ঐ বিপুল ও বিশাল সৈন্য বাহিনীর মোকাবেলায় উপস্থিত হ'তে হয়। তাছাড়া নব বিজয়ী অঞ্চলে বহু অভিজ্ঞ সৈন্যকে মোতায়েন রাখতে হয়, ফলে তাঁর সামরিক শক্তি যথেষ্ট ভাবে হ্রাস পায়। এছাড়া মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে যারা আরব ও বার্বার ছিলেন তাদের মধ্যে গোত্র কলহ দেখা দেয়। সৈন্য বাহিনীতে বার্বারগণই ছিল অধিক। আরবদের সাথে তাদের বিভেদ সৃষ্টি হওয়ায় তারা প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে দেশে চলে যায়।[২২]

উপরন্তু ইতিপূর্বে হস্তগত ধন-সম্পদ হেফাযতের দিকেই সমস্ত সৈন্যদের বেশী দৃষ্টি ছিল, তাই তারা আসন্ন ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য সামরিক ও মানসিক দিক হ'তে নিজেদের যথেষ্ট প্রস্তুত করতে পারেননি।[২৩] এই সব দিক হ'তে বিচার করলে দেখা যায় যে, আব্দুর রহমানকে তাঁর নিয়তি এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করে। তিনি দামেস্ক, মিশর ও উত্তর আফ্রিকা হ'তে সৈন্য চাইলেও কোন সৈন্য তাকে সাহায্য করার জন্য আসেননি। এমনকি স্পেন হ'তেও নতুন কোন সৈন্য সংগ্রহ করা যায়নি। যা হোক মুসলিম ও খ্রীষ্টান সৈন্যদল 'টুর্স' ও 'পরটিয়াস' এর মধ্যবর্তী (পরটিয়াস থেকে সাড়ে ১২ মাইল দূরবর্তী) 'লহর' নদীর তীরে মুখোমুখি হয়।[২৪] খ্রীষ্টান ধর্মে উদ্বুদ্ধ একটি শক্তিশালী ফ্রাঙ্কিক বাহিনীর তুলনায় নিঃসন্দেহে মুসলিম বাহিনী ছিল খুবই দুর্বল। তবুও একদিকে সত্যের সৈনিক, ঈমানের বলে উদ্দীপ্ত, বিজয়ে সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী এবং নির্ভিক মৃত্যুঞ্জয়ী বাহিনী। অন্যদিকে জোর পূর্বক সংগৃহীত ক্রীতদাস ও যুদ্ধে অনভ্যস্ত সৈন্যের দল। কিন্তু সংখ্যায় তারা ছিল পাহাড় তুল্য।

১১৬ হিজরীর রামাযান মাস মোতাবেক ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শনিবার দু'দলের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলে এবং মুসলিম বাহিনী সাফল্য অর্জন করে। এরপর শুরু হয় ব্যাপক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। অধিক সৈন্য থাকা সত্ত্বেও প্রথম দিকে মুসলিম সৈন্যদের ভীষণ আক্রমনে খ্রীষ্টান বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।[২৫] মুসলিম বাহিনীর জন্য ফ্রান্স তথা ইউরোপ বিজয়ের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হওয়া তখন শুধু সময়ের ব্যাপার ছিল। খ্রীষ্টান শক্তি যখন প্রায় নিশ্চিত পরাজয়ের মুখোমুখি, ঠিক তখনই

১৫। P.K. Hitti, History of the Arabs, (London-1951), p. 500.
১৬। স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২২।
১৭। কে, আলী, ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ ৪১২।
১৮। স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২২।
১৯। স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিষ্ট্রি অব স্যারাসিন্স, পৃঃ ১৪৪।
২০। স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২২।
২১। এ শর্ট হিষ্ট্রি অব স্যারাসিন্স, পৃঃ ১৪০; হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ ৩৩৪।
২২। কে, আলী, ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ ৪১৩।
২৩। স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২৩।
২৪। উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২৮।
২৫। স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলমানদের জন্য এল পরাজয়ের গ্লানিময় বার্তা। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস। কোথা হ'তে হঠাৎ চিৎকার উঠল মুসলিম ছাউনীতে খ্রীষ্টান সৈন্য প্রবেশ করেছে। আরব শিবির তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ সমেত বিপদে পড়েছে।[২৬]

সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন হয়ে যায়। মুসলিম সৈন্যরা আপন আপন গণীমতের মাল রক্ষনাবেক্ষণের জন্য ছুটল তাঁবুর দিকে। জীবন ও জাতীয় সম্মান অপেক্ষা ব্যক্তিগত সম্পদের মোহ তাদের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করল। আব্দুর রহমান আল-গাফেকী শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।[২৭] যুদ্ধক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের ক্রান্তিলগ্নে এহেন অনভিপ্রেত গোলযোগের মধ্যে সন্ধ্যার প্রাক্কালে অকস্মাৎ একটি তীর এসে মহাবীর প্রতাপশালী রণকুশলী সেনাপতি আব্দুর রহমান আল-গাফেকীর জীবন সন্ধ্যার ঘন্টা ধ্বনি বাজিয়ে দিল। মুসলিম বাহিনীর এই মহা দূর্যোগের মুহূর্তে সেনাপতি আব্দুর রহমান রণ ক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করলে সহকারী সেনা নায়কদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় সেনাপতি নির্বাচনে এবং এক পর্যায়ে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।[২৮] এদিকে প্রকৃতিও সন্ধ্যার আঁধারে ঢেকে দিল তার দিনের উজ্জ্বলতাকে। আর টুর্সের রণক্ষেত্রেই অস্তমিত হ'ল মুসলমানদের ইউরোপ বিজয়ের সকল আশা।

মুসলিম বাহিনীর সহকারী সেনানায়করা তাদের স্ব-স্ব গোত্রীয়দের নিয়ে রাতের আঁধারে আপন আপন তাঁবুতে প্রস্থান করেন। খৃষ্টানগণ তখন এত বেশী রণক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের এমন কোন উৎসাহ বা স্পৃহাও ছিলনা যে, তারা মুসলিম বাহিনীর পিছে ধাওয়া করে। নিশীথের নিরবতায় তারা মুসলিম শিবিরের অবস্থা গোপনে দেখতে এসে বিস্মিত হয়ে পড়ে। তাঁবুর মধ্যে কোন জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নেই। কেবল আহত সৈনিকদের করুণ আর্তনাদ রাতের স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করছে। তারা তাঁবুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখে, জন প্রাণী শুন্য। মুসলমানদের ফেলে যাওয়া অজস্র ধনরত্ন তারা কুড়িয়ে নিল এবং পরিশেষে আহত সৈনিকদের আর্তনাদ উপেক্ষা করে শানিত তরবারীর আঘাতে তাদের প্রাণ সংহার করল। কয়েক হাজার আহত সৈনিককে ঐ খৃষ্টান যালেম নরপশুরা নির্মমভাবে হত্যা করে সেদিন নদীতে নিক্ষেপ করে।

নৃশংসতার এই চরম দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। খ্রীষ্টান সৈনিকদের এই নৃশংস ব্যবহারে আত্মপরিতৃপ্ত হয়ে খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকগণ তাদের নেতা 'চার্লস'কে মার্টেল (Martel) বা নিধনকারী বলে অভিহিত করেন। অপরদিকে আব্দুর রহমানের সাথে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নিহত হয়েছিল বলে আরব ঐতিহাসিকগণ এই যুদ্ধকে 'বালাতুশ শুহাদা' (শহীদগণের মঞ্চ) বলে অভিহিত করেছেন এবং সেখানের ধার্মিকরা এখনও বিশ্বাস করে যে, সেখানে মাগরিবের ছালাতের জন্য বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতি স্বর্গীয় ফেরেশতাদের আহবান শোনা যায়।[২৯]

টুর্সের যুদ্ধ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে মুসলমানদের জন্য এক মর্মস্পর্শী ঘটনা। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে যুগান্তকারী যুদ্ধের মধ্যে অন্যতম। মুসলিম ও খ্রীষ্টান শক্তির ভারসাম্য বিশ্লেষণ করলে একথা বলা যেতে পারে যে, টুর্স যুদ্ধের উপরই নির্ভর করছিল ইউরোপের ভবিষ্যত। এই যুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন, 'টুরসের যুদ্ধের ফলাফলের উপরই নির্ভর করছিল ইউরোপ কি মুসলিম ইউরোপে পরিণত হবে, না খ্রীষ্টান ইউরোপ থাকবে?' সেদিন যদি মুসলিম শক্তি জয়লাভ করত, তাহ'লে সারা ইউরোপ আজ মুসলমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে পরিণত হ'ত। ঐতিহাসিক Gibbon বলেন, 'After him other historians would see a paris and london mosques, where cathedrals now stand and would hear the koran instead of the Bible expounded in oxford and other seats of learning had the Arabs won the day' 'সেদিন যদি আরবগণ টুরসের যুদ্ধে জয়লাভ করত তবে আজ প্যারিস ও লণ্ডনে গীর্জার পরিবর্তে মসজিদ দেখা যেত এবং অক্সফোর্ড ও অন্যান্য শিক্ষা কেন্দ্রে বাইবেলের পরিবর্তে কুরআন পঠিত হত'।[৩০] আমীর আলী বলেন, "ON the plains of Tours the Arabs lost the empire of the world when almost in their grops" 'যখন পৃথিবী জোড়া এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রায় আরবগণের হস্তগত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন টুর্সের প্রান্তরে তারা তা হারিয়ে ফেলল।[৩১] ঐতিহাসিক Williom Muir বলেন, "The fate of France perhaps of christendom hung of the issue of that day and in God's good providence christendom was saved. 'ফরাসীদের সম্ভবতঃ

২৬। সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিন্স, পৃঃ ১৪৬।
২৭। স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২৩।
২৮। এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিন্স পৃঃ ১৪৬।
২৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৭।
৩০। P.K. Hitti, History of the Arabs, page-501; গৃহীতঃ Edward Creasy, The fiften decisive battles of the world, New Ed (New York. 1918) page 159.
৩১। এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিন্স, পৃঃ ১৪৬-১৪৭।

http://islaminonesite.wordpress.com

খ্রীষ্টান ধর্মের ভাগ্য সেই দিনের ঘটনার উপর ঝুলছিল, স্রষ্টার মহান আশীর্বাদে খ্রীষ্টান ধর্ম পতনের হাত হ'তে রক্ষা পায়'।[৩২]

টুর্সের ময়দানে মুসলমানদের পরাজয়ের কয়েকটি কারণ ইতিপূর্বে পরোক্ষভাবে আলোচিত হয়েছে। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের সেই দিন আব্দুর রহমান আল-গাফেকীর মৃত্যুর পর যদি মুসলিম বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব কোন যোগ্য নেতার উপর ন্যাস্ত হ'ত, তবে আজ ইতিহাস অন্য ধারায় প্রবাহিত হ'ত একথা জোর দিয়ে বলা যায়। কারণ সেদিন পুনরায় মুসলিম সৈন্যদের বাঁধা প্রদানের জন্য ইউডি কিংবা চার্লসের কোন রিজার্ভ সৈন্য ছিলনা। একথা অপ্রিয় হ'লেও সত্য যে, নেতৃত্বের কোন্দল, গোত্র কলহ, পারস্পরিক ঈর্ষা, হিংসা, অনৈক্য, দ্বন্দ্ব-কলহ এবং ধন-সম্পদের লিপ্সা সেদিন মুসলমানদের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। আর এই কারণের জন্যই মুসলিম শক্তিকে পরবর্তীকালে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে এবং আজও দিতে হচ্ছে ঐ খ্রীষ্টান যালেম নরখাদকদের হাতে। যার জ্বলন্ত উদাহরণ বসনিয়া হারজেগভিনা, ফিলিস্তীন, চেচনিয়া, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, কসোভা, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, সুদান প্রভৃতি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ সমূহ। ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় তাদের আভ্যন্তরীণ নীতির দুর্বলতা কিংবা আত্মকলহের ফল কোনটিই ছিলনা। এই যুদ্ধ ছিল নেতার আনুগত্যের এক চরম অগ্নিপরীক্ষা। এই পরীক্ষা ছিল ধৈর্য ও ঈমানের। তবে যে পরীক্ষাই বলি না কেন, সেদিন যদি মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হ'ত, তবে এর পর আর কোন শক্তি ছিল না মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার।

তেমনিভাবে যদি টুর্সের ময়দানে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হ'ত তাহ'লে খৃষ্টান বাহিনীর আর কোন শক্তি ছিল না যা দিয়ে তারা পরবর্তীতে মুসলমানদের মোকাবেলা করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জয়-পরাজয়ের এই চরম মুহূর্তে মুসলমানরা বিলাসিতায় ছিল মগ্ন, আলেম-উলামাগণ ছিলেন দলীয় মনোবৃত্তি সম্পন্ন, সংকীর্ণ স্বার্থ ও পার্থিব উন্নতি লাভের প্রচেষ্টায় গলদঘর্ম'। সেখানে বসবাস রত আরব মুসলমান, বার্বার ও স্পেনীশ মুসলমানরা অনৈক্যের চারা রোপনে ব্যস্ত ছিলেন। জাতীর ঘোর দুর্দিনেও মুসলমানরা দলীয় মনোবৃত্তি ও সংকীর্ণ স্বার্থের মোহ কাটিয়ে ইউরোপীয় শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারেননি।

৩২। William Muir, The caliphate its rise, decline and Fall, (London), 399.

বর্তমান মুসলমানরা একই পরিস্থিতিতে অবস্থান করছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানরা এখন হাযারো ফিৎনার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। কাদিয়ানী ফিৎনা, এনজিও ফিৎনা, নাস্তিক আর ধর্মনিরপেক্ষ চক্রের ফিৎনা ক্রমান্বয়ে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। ইসলাম ধ্বংসের হাযারো আলামত প্রত্যক্ষ করেও আমাদের বোধোদয় হচ্ছেনা। এদেশে ইসলাম বিরোধী প্রচারণা যেভাবে বেড়ে গেছে, তাতে ভালো আলামত মনে হয়না। মনে হয় ইসলামী সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করার এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।

শুধু বাংলাদেশ নয় সমগ্র পৃথিবী জুড়ে আজ ইসলামী আদর্শকে নিশ্চিহ্ন করার সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অথচ মুসলমানরা নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় মুসলমানরা যেন তাদের ঈমানী চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। আবুবকর, ওমর, উছমান, আলী, খালিদ-বিন ওয়ালিদের মত বীর মুজাহিদদের জিহাদী জাযবা আমরা ভুলতে বসেছি। শুধু তাই নয় মুসলমানরা আজ বিভিন্ন দল ও মতে বিভক্ত হয়ে প্রকৃত ইসলামী ঐক্য থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে।

এহেন পরিস্থিতিতে ইসলাম বিরোধী সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদেরকে এখনই ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকল ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটন করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। যে ঘোষণা আল্লাহ্পাক পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা আলে-ইমরানে দিয়েছেন- واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا

'তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে সমবেত ভাবে মুষ্টিতে ধারণ কর এবং দলে দলে বিভক্ত হইওনা' (আলে ইমরান ১০৩)।

হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যতদিন তোমরা এ দু'টি জিনিস কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হল আল্লাহ্র কিতাব এবং অপরটি হ'ল নবীর সুন্নাত (মুওয়াত্তা)। সুতরাং আজও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বর্তমান। আসুন এরই ভিত্তিতে সকলে ঐক্যবদ্ধ হই এবং সম্মিলিত ভাবে ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করি যেন দ্বিতীয় বারের মত টুর্সের ঘটনা আমাদের মধ্যে না ঘটে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

http://islamionlesite.wordpress.com

মাহে মে'রাজ

-গোলাম রহমান*

আরবী মাস সমূহের মধ্যে যুলকা'দা, জুলহিজ্জা, মুহররম ও রজব এই চারটি মাস মহা সম্মানিত। এই মাসগুলিতে পরস্পরে যুলুম-অত্যাচার ও মারামারি-কাটাকাটি নিষিদ্ধ। আইয়ামে জাহেলিয়াতে আরবের কাফেররাও এই মাসগুলির সম্মানে আপোষে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখত। জানের দুশমনকে হাতের কাছে পেয়েও তারা ছেড়ে দিত। ইসলাম আগমনের পরে এই মাসগুলিকে বিশেষ সম্মান করার নির্দেশ প্রদান করা হয় (তওবা ৩৬)। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মুসলিম উম্মাহ এই মাসগুলির সম্মান ও মর্যাদা ভুলতে বসেছে এবং বিশেষ করে রজব মাসে শবে মে'রাজের নামে বিভিন্ন বিদ'আত বা অননুমোদিত ধর্মীয় প্রথা চালু করেছে। যুগে যুগে আহলে সুন্নাতের বিদগ্ধ মনীষীগণ এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হল।-

সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ওলামা সংস্থা 'হাইআতে কিবা-রে ওলামা'-র প্রধান ও সে দেশের প্রধান মুফতী বর্তমান পৃথিবীতে ছহীহ বুখারীর সম্ভবতঃ একমাত্র হাফেয, বুখারী শরীফের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্য 'ফৎহুল বারী'-র টীকাকার বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায বলেন, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইসরা ও মে'রাজ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার একটি বিরাট নিদর্শন। যা তাঁর রসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সত্যতা প্রমাণকারী এবং আল্লাহ্র নিকট তাঁর উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ স্বরূপ। যেমন এটি আল্লাহ্র প্রকাশ্য ক্ষমতা সমূহের একটি প্রমাণ এবং তেমনি সকল সৃষ্টি জগতের উপর তাঁর উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيَاتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ-

মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম হ'তে মসজিদুল আক্ছা পর্যন্ত, যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি। যাতে আমি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।[১]

রসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বহু হাদীছ ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁকে আকাশ সমূহের দিকে উঠানো হয়েছে এবং তাঁর জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর তিনি সপ্তম আকাশ অতিক্রম করেছেন। আল্লাহপাক তাঁর সাথে ইচ্ছা অনুযায়ী বাক্যালাপ করেছেন। পরিশেষে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন।

এই ইসরা ও মে'রাজের রজনী খাছ করন কল্পে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। সঠিক তারিখটি মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ কৌশল নিহিত আছে। মুসলমানদের জন্য এই দিন বা রাতকে কোন ইবাদতের জন্য খাছ করা বৈধ নয়। ঐ উদ্দেশ্যে কোন মাহফিল করাও বৈধ নয়। কেননা নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ (রাঃ) ঐ উদ্দেশ্যে কোন মাহফিল করেননি এবং একে কোন বিষয়ের সাথে খাছ করেননি। যদি এতে মাহফিল করা শরীয়ত সম্মত কোন বিষয় হ'ত, তবে অবশ্যই রসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) উম্মতের জন্য তা বর্ণনা করতেন। যদি এ বিষয়ে কোন প্রমাণ থাকতো তবে জানা যেত এবং প্রচার হ'ত। আর অবশ্যই ছাহাবীগণ বর্ণনা করে তা আমাদের নিকট পৌঁছাতেন। কেননা উম্মতের জন্য যা প্রয়োজন ছিল তা অবশ্যই তাঁরা বর্ণনা করেছেন। আর দ্বীনের কোন বস্তুর মধ্যে কোন কম করেননি। বরং তাঁরা প্রত্যেক সৎ কাজের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতেন। যদি উক্ত রজনীতে মাহফিল করা শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত হ'ত, তাহ'লে তাঁরা তা সর্বাগ্রে করতেন। নবী করীম (ছাঃ) মানুষকে উপদেশ দানে সর্বোৎকৃষ্ট ছিলেন। তিনি রেসালতকে পরিপূর্ণ ভাবে মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছিলেন। যদি ঐ রজনীর সম্মান তথা মীলাদ-মাহফিল, ইবাদত-বন্দেগী করা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হ'ত, তবে এ বিষয়ে নবী করীম (ছাঃ) গাফেল থাকতেন না ও গোপন করতেন না। যেহেতু এ বিষয়ে কিছুই পাওয়া যায় না, কাজেই ঐ রজনীতে মাহফিল করা, এর সম্মান প্রদর্শন করা ও ইবাদত-বন্দেগী করা প্রভৃতি ইসলাম সম্মত হ'তে পারে না।[২]

শায়খ আহমাদ বিন হাজার (কাতার) -এর মন্তব্যঃ

'ইস্‌রা'কে অস্বীকার করা আল্লাহ্কে অস্বীকার করার ন্যায় এবং 'মে'রাজ' অস্বীকারকারী ব্যাক্তি বিদ'আতী ও ফাসেক। কেননা 'ইস্‌রা' এবং 'মে'রাজ' হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ঐ রজনীতে জাগ্রত থেকে ছালাত, যিকর-আযকার ও দো'আ করা, ছালাতে উমর, ছালাতে গাউছ আদায় করা অথবা ঐ ধরনের কাজ ও আমল করা দ্বীনের অভ্যন্তরে বিদ'আতের অনুপ্রেবেশ মাত্র। যার কোন প্রমাণ রসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবা (রাঃ), তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং আয়েম্মায়ে কেরাম হ'তে পাওয়া যায় না এবং পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যে এর কেউ ক্বায়েল ছিলেন না। তবে বক্তৃতা বা ওয়ায করা আল্লাহ্র এই কথা অনুযায়ী মুস্তাহাব যে, وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'তুমি উপদেশ দিতে থাকো। কারণ উপদেশ মুমিনদিগের উপকারে আসবে (যারিয়াত ৫৫)। কিন্তু এই আয়াত মে'রাজ রজনীর ব্যাপারে খাছ করা যাবে না। প্রত্যেক

*. দিঘল গ্রাম, হাতিয়ান্দহ, সিংড়া, নাটোর।

১. বণী ইসরাঈল ১।

২. আত-তাহযীরু মিনাল বিদ'আ, বাংলা অনুবাদ ১৩,১৪ ও ১৫ পৃঃ।

http://islamihouse.wordpress.com

রজনীতে ছালাত আদায় করা, দো'আ ও যিকর-আযকার করা সুন্নাত। আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী এর দলীল। যার মধ্যে তিনি তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বর্ণনা করেছেন-

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا-

'এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে। এটি তোমার অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে' (বণী ইসরাঈল ৭৯)।

আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের বাণী দ্বারা তাহাজ্জুদ গুযারগণের প্রশংসা করেছেন। এরশাদ হচ্ছে-

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ-

'তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং তাদিগকে যে রিযক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে' (সাজদা ১৬)। উপরোক্ত আয়াত সমূহে কোন এক রাতকে খাছ করা হয়নি। এই জন্য কোন এক রজনীকে ইবাদতের জন্য খাছ করা বিদ'আত। ক্বদরের রজনী এ থেকে পৃথক। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত রজনী অপেক্ষা এর ফযীলত বৃদ্ধি করেছেন। যেমন এরশাদ হয়েছে-

انَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ-

'আমি ইহা (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে (লায়লাতুল ক্বদরে)। মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে আপনি জানেন কি? মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' (ক্বদর ১-৩)।

অতঃপর মানুষ 'ছালাতে উমর' বা জীবনের ক্বাযা আদায়ের ছালাত একশত অথবা দুইশত রাক'আত আদায় করে থাকে। এটি সবচেয়ে বড় মূর্খতা ও গুমরাহী। উলামায়ে দ্বীন কেউ-ই এতে বিশ্বাসী ছিলেন না। আর এ সমস্ত প্রথা শুধু পাক ভারত উপমহাদেশেই অধিক প্রচলিত। কিছু সংখ্যক উলামা 'ছালাতুত্ তাসবীহ্'কে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের হাদীছ দ্বারা মুস্তাহাব হওয়ার দলীল সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ একে বিদ'আত বলেছেন। আর ইবনুল জাউযী (রহঃ) 'ছালাতুত্ তাসবীহ' সংক্রান্ত হাদীছকে মউযূ বলেছেন। যারা এটিকে মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে তারাও এ ছালাত নির্দিষ্ট দিনে খাছ করে আদায় করাকে বৈধ মনে করেননি।

অনেকে 'ছালাতে গাউছিয়া' আদায় করে থাকেন এবং এর দ্বারা শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানীকে উদ্দেশ্য করে থাকেন। এটি সরাসরি কুফরী। কেননা গায়রুল্লাহ্র জন্য রুকূ করা কুফর। এই উদ্দেশ্যে যদি সম্পূর্ণ ছালাত আদায় করতে চায় তবুও (কুফরী হবে)। ছালাত এবং দু'আর মধ্যে কা'বা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করায় বিশ্বাসী হ'লেই কুফরী হবে এবং শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী বা অন্য কোন বুযর্গকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা, সাহায্য প্রার্থনা করা, এমনকি রসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নিকটও সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক এবং ভ্রষ্টতা।

আর এইরূপ অনুষ্ঠানে রসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর হাযির হওয়ার ধারনা স্পষ্ট গুমরাহী। মে'রাজ দিবসে ছিয়াম পালন করার কোন প্রমাণ নেই এবং রসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তেও -এর কোন দলীল পাওয়া যায় না।[৩]

এ বিষয়ে নিম্নে কতিপয় জাল হাদীছ উদ্ধৃত হ'ল। তাতে বিষয়টির অসারতা পাঠক মহলে স্পষ্ট হবে।

ইমাম উবনুল জাউযীর সংকলন হ'তে কতিপয় বর্ণনা-

১। আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রজবের প্রথম রজনীতে মাগরিবের ছালাতের পর বিশ রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যার প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতেহা ও সূরা ইখলাছ পড়বে....। অতঃপর দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনুল জাউযী বলেন, হাদীছটি মাউযূ (কিতাবুল মাউযূ'আত, ২য় খণ্ড, ১২৩ পৃঃ বৈরুত ছাপা)।

২। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রজবের দিবসে ছিয়াম পালন করবে এবং চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যার প্রথম রাক'আতে একশত বার আয়াতুল কুরসী পড়বে.... ইত্যাদি ইত্যাদি লম্বা বর্ণনা। ইমাম ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীছটি মাউযূ। এর অধিকাংশ বর্ণনা অন্ধকার। এর সনদে উছমান নামক রাবী মুহাদ্দিছগণের দৃষ্টিতে পরিত্যক্ত (ঐ)।

৩। আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রজবের রজনীতে চৌদ্দ রাক'আত ছালাত আদায় করবে। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতেহা একবার, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ বিশ বার, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব তিন বার, কুল আউযু বিরাব্বিন নাস তিন বার পড়বে। অতঃপর ছালাত হ'তে ফারেগ হয়ে দশ বার দরূদ পড়বে.... ইত্যাদি লম্বা বর্ণনা। ইমাম ইবনুল জাউযী বলেন, হাদীছটি মাউযূ (ঐ ১২৬ পৃঃ)। এই ব্যাপারে ইমাম ইবনুল জাউযী (রহঃ) ৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী ৬টি বর্ণনা সংকলন করেছেন। সব ক'টি বর্ণনাই জাল।[৪]

৩. দাস আহাম দ্বীনি মাসায়েল, ২০৫, ২০৬ ও ২০৭ পৃঃ বোম্বে ছাপা।
৪. কিতাবুল মাউযূআত, ২য় খণ্ড, ১২৩, ১২৪, ১২৫ ও ১২৬ পৃঃ; বৈরুত ছাপা।

http://islamihouse.wordpress.com

মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম খিযর আশ্‌শাক্বীরী বলেন,

খাছ করে রজবের প্রথম পাঁচ দিবসে মাগরিব ও এশার মাঝখানে বারো রাক'আত ছালাত ক্বেরাআত এবং তাসবীহ নিয়ম বহির্ভূত ভাবে আদায় করা ইত্যাদি সম্পর্কে তাখরীজে আহাদীছিল এহ্ইয়ার লেখক আল্লামা ইরাকী বলেন, ইমাম আবূ মুহাম্মাদ ইয্‌ বিন আব্দুস সালাম বলেন, ৪৪৮ হিজরীতে ইবনুল হাই -এর পূর্বে এই ছালাত সম্পর্কে কারো জানা ছিল না। .... তিনি বলেন, হাদীছটি মাউযূ এবং ইমাম ইবনুল জাউযীও এটি মাউযূ বলেছেন। ইবনে জাহ্‌যাম এটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন এবং বলেছেন, আমার উসতায আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আল-হাফেয এর নিকট শুনেছি তিনি বলেছেন, এর রাবীগণ অপরিচিত (মাজহূল)। ইমাম নববী এই ছালাতকে বিদ'আত এবং মুনকার বলেছেন (ভাবার্থ)।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ বলেন, রজব মাসের ২৭ তারিখের রজনীর ছালাতের ব্যাপারে উলামায়ে ইসলাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এটি প্রমাণযোগ্য নয়।[৫]

আল্লামা ত্বাহের পট্টনী হানাফী (রহঃ) -এর মন্তব্যঃ

আল-লাআলী গ্রন্থে আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রজবের প্রথম রজনীতে বিশ রাক'আত ছালাত একবার সূরা এখলাছ সহ.....(মাউযূ)। চার রাক'আত ছালাত যার প্রথম রাক'আতে একশত বার আয়াতুল কুরসী দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা এখলাছ একশত বার পড়া..... (মাউযূ)। রজবের ১৫ রজনীতে চৌদ্দ রাক'আত ছালাত, যাতে সূরা এখলাছ বিশ বার, সূরা ফালাক্ব ও নাস ৩ বার ৩ বার.....(মাউযূ)। ছালাতে মাছূরা নামে বর্ণিত হাদীছ, যা রজবের ২৭শের রজনীতে আদায় করা হয়, সেসম্পর্কে আবূ মূসা মাদানী বলেন, হাদীছটি দারুনভাবে পরিত্যক্ত (মুনকারুন জিদ্দান)। 'ছালাতুর রাগায়েব' জাল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি বলেছেন যে, 'ছালাতুর রাগায়েব' ও ছিয়াম পালন সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোই মাউযূ। এ ব্যাপারে সমস্ত মুহাদ্দিছ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। পরিশেষে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্নাতকে জীবিত করল এবং বিদ'আতকে প্রতিহত করল সে একশত শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।[৬]

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) -এর মন্তব্যঃ

হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর (রাঃ) নামে বর্ণিত একটি জাল হাদীছে আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) নাকি বলেছেন, রজব আল্লাহ্‌র মাস, শা'বান আমার মাস এবং রামাযান আমার উম্মতের মাস। অতএব যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় নেকীর আশায় রজবের ছিয়াম পালন করবে তার জন্য আল্লাহ্‌র মহা সন্তোষ অবধারিত হয়ে যায় এবং তাকে তিনি জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দেবেন। উক্ত বর্ণনাটি বিরাট বর্ণনা। এতে এ বর্ণনাও আছে, যে ব্যক্তি রজব মাসে দু'টি থেকে পনেরটি ছিয়াম পালন করবে তার নেকী পাহাড়ের মত হবে..... সে কুষ্ঠ, শ্বেতী ও পাগলামী রোগ থেকে মুক্তি পাবে। .... জাহান্নামের সাতটি দরজা তার জন্য বন্ধ থাকবে। .... জান্নাতের আটটি দরজা তার জন্য খোলা থাকবে....ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন, হাদীছটি জাল।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর নামে বর্ণিত আর একটি জাল হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি রজব মাসে তিনটি ছিয়াম পালন করবে তার জন্য আল্লাহ্ এক মাসের ছিয়াম লিখে দিবেন .....। এর একজন বর্ণনাকারী আমর ইবনে আযহার হাদীছ জাল করত। তাই এই হাদীছটি জাল।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর নামে অন্য বর্ণনায় আছে, রজবের একটি ছিয়াম এক বছরের ছিয়ামের মত। ..... এই রজব মাসে নূহ (আঃ) জাহাযে চড়েন। তাই তিনি ছিয়াম পালন করেন এবং তিনি তার সাথীদেরও ছিয়াম পালন করার নির্দেশ দেন।....ইবনে আসাকিরের বর্ণনায় আছে, নূহ (আঃ) এবং তাঁর সাথী ও জন্তুরাও আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ছিয়াম পালন করেছিল রজবের প্রথম তারিখে। এই বর্ণনাটিও জাল। (আল লাআ-লিল মাছনু'আহ ফিল আহাদীছিল মাউযূআহ্, ২য় খণ্ড ১১৪, ১১৫ পৃঃ)।[৭]

আসুন আমরা মাহে রজবের বিদ'আতী ছালাত ও ছিয়াম পরিত্যাগ করি এবং ছহীহ সুন্নাহ তথা অহি-র বিধানের ভিত্তিতে জীবন গড়ি। ইসলামী সমাজ দেহে জেঁকে বসা বিদ'আত সমূহের মূলোচ্ছেদ করে ছহীহ সুন্নাহ্‌কে পুরুজ্জীবিত করি এবং শত শহীদের মর্যাদায় উন্নিত হই। আল্লাহ্ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

৫. আস-সুনান ওয়াল মুবতাদা'আত, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ ১৪১৫/১৯৯৪) ১২৯, ১৩০ ও ১৩২ পৃঃ।

৬. তাযকিরাতুল মাউযূআত, ৪৩, ৪৪ পৃঃ (ঐ)।

৭. হাফেয শায়খ আইনুল বারী, ছিয়াম ও রমাযান ১৩১ পৃঃ কলিকাতা।

২৯ ও ৩০শে অক্টোবর'৯৮-য়ে অনুষ্ঠিতব্য কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলনে আগত সকল ভাই-বোনকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

সালামান্তে-
আত-তাহরীক
সম্পাদকীয় বিভাগ।

http://islamiconesite.wordpress.com

আমি মুছলিম

-মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানী*

অবিভক্ত ভারত সরকার যে বইটি নিষিদ্ধ করেছিল

[ঢাকার বংশাল জামে মসজিদের বর্তমান খতীব মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী (৭৬) উভয় বাংলার অতি সুপরিচিত বর্ষিয়ান আলেম। শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে তাঁর শানিত বাগ্মিতা ও ক্ষুরধার লেখনী সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করে। জীবনের প্রথমার্ধে তিনি কলিকাতা হ'তে প্রকাশিত মাসিক 'তওহীদ' -এর সম্পাদনা করেন। সে সময় মুসলিম জাতির আচ্ছন্ন বিবেককে সজাগ করে তোলার জন্য তিনি বাগ্মিতার সাথে সাথে কলমের যুদ্ধ শুরু করেন। এ সময় মাসিক 'পয়গাম' -এ প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি নিবন্ধ একত্রিত করে 'সত্যের আলো' নাম দিয়ে একটি ছোট বই প্রকাশিত হয়। অবিভক্ত বাংলার সিংহপুরুষ অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী ও রাজনীতিক সৈয়দ বদরুদ্দোজা (বর্তমানে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্যা সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ -এর মরহুম পিতা) উক্ত বইটির ভূমিকা লিখে দেন। বইটিকে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বইটির লেখক, প্রকাশক ও ভূমিকা লেখকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। দীর্ঘস্থায়ী মামলায় সরকার পক্ষ অবশেষে পরাজিত হয়। সম্প্রতি বইটি পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে ও আমাদের হাতে পৌঁছেছে।

মাননীয় লেখকের অনুমতি নিয়ে তাঁর প্রথম জীবনের অগ্নিঝরা কলমের কিছু নমুনা পাঠক সাধারণকে উপহার দেওয়ার জন্য আমাদের আজকের এ পরিবেশনা। -সম্পাদক]

আমি মুছলিম। আমি আল্লাহ্‌র গোলাম। আল্লাহ ছাড়া কাহাকেও আমি মানি না। একমাত্র আল্লাহকেই আমি বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টিকর্তা ও সার্ব্বভৌম অধিপতি রূপে মানি। একমাত্র আল্লাহকেই সকল বিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী, প্রতিপালনকারী ও সংরক্ষণকারী বলে জানি। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই আমি দাসত্ব করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তিনি ছাড়া পতিত পাবন, উদ্ধার কর্তা, সাহায্য দাতা, কল্যাণ ও আশ্রয় দাতা, আকুল ফরিয়াদ শ্রবণকারী আর কাহাকেও বিশ্বাস করি না।

আমি মুছলিম নিরীশ্বরবাদকে আমি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। যারা বলে জগতের কোন মালিক নাই, জগতের কোন স্রষ্টা নাই, প্রতিটি জিনিষের সৃষ্টি, পরিপুষ্টি ও শৃঙ্খলা - Ruled by eternal laws of iron. অর্থাৎ শাশ্বত লৌহ বিধানের সাহায্যে প্রাকৃতিক ভাবেই সাধিত হচ্ছে, যারা বলে প্রত্যেক জিনিষের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি, বৈচিত্র ও শৃঙ্খলা এবং আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈচিত্রের মূলীভূত কারণ তিনটি- Matter, Energy, Force -অর্থাৎ জড় পদার্থ তার অন্তর্নিহিত প্রৈতশক্তি ও বলের সাহায্যেই বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির অধিকারী হয়, এবং ইন্দ্রিয়াদির বৈলক্ষণ্য অনুসারে মাস ও বর্ষের সময় ভেদে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, আমি তাদের এই নীতিকে বিশ্বাস করি না। তার কারণ জড় পদার্থে প্রৈতশক্তি ও বলের আবির্ভাব ঘটলো কি করে? এ প্রশ্নের উত্তর তারা দিতে পারেনি।

আমি মুছলিম। আমি বিশ্বাস করি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাকে। আমি জানি লেখা থাকলে নিশ্চয়ই তার একজন লেখক থাকবে। ইমারত থাকলে নিশ্চয়ই তার মিস্ত্রী থাকবে! সাহায্য থাকলে নিশ্চয়ই কোন সাহায্যকারী থাকবে! দয়া বিদ্যমান থাকলে নিশ্চয়ই কোন দয়াময় থাকবে! কর্ম থাকলে নিশ্চয়ই তার কেহ কর্ত্তা থাকবে। কর্ম্ম-কর্ত্তা ব্যতিরেকে, ইমারত-মিস্ত্রী ব্যতিরেকে, শিল্প-শিল্পী ছাড়া, চিত্র-চিত্রকর ছাড়া, ব্যবস্থা-ব্যবস্থাপক ছাড়া, প্রতিপালন-প্রতিপালক ছাড়া, সংরক্ষণ- সংরক্ষক ছাড়া, আমি কল্পনাই করতে পারি না। সৃষ্টির বিদ্যমানতায় আমি স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে পারি না। যাঁর বিধানে বিশ্বভূবনের প্রতিটি জিনিষ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাঁকে অস্বীকার করি কি করে? উর্দ্ধগগন ও বিপুলা ধরণী নিশ্চয়ই আপনা আপনি সৃষ্টি হয়নি। এর একজন স্রষ্টা নিশ্চয়ই আছেন এবং তিনিই আমার আল্লাহ।

আমি মুছলিম। আমি দ্বিতবাদকে সমর্থন করি না। যারা বলে সৃষ্টি ছাড়া স্রষ্টার কোন পৃথক সত্বা নাই, যারা বলে সৃষ্টি ও স্রষ্টা সবই অভিন্ন, আমি তাদের নীতিকে মানি না। আমি জানি সৃষ্টি ও স্রষ্টা কখনই এক হ'তে পারে না। কাজ ও কাজের কর্ত্তাকে এক মনে করা নেহায়েৎ পাগলামি। লেখা ও লেখক এক জিনিষ হ'তে পারে না। ইমারত ও মিস্ত্রী এক হ'তে পারে না। চিত্র ও চিত্রকরের মধ্যে তফাৎ নিশ্চয়ই আছে। মৌচাক ও মৌমাছি কখনই অভিন্ন বস্তু নয়। জর্জ ষ্টিফেন্‌সন ও রকেট ইঞ্জিনের মধ্যে, রাইট ভ্রাতৃদ্বয় ও উড়ো জাহাজের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। আমি মুছলিম, আমি বিশ্বাস করি যিনি নবোদ্ভূত তিনি চিরন্তন হ'তে পারেন না। সৃষ্টি মাত্রই একটা নিয়মের অধীন। যিনি নিয়মের নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রণকারী আমি তাকে নিয়মের অধীনে আনতে পারি না। সৃষ্টি ও স্রষ্টা যদি একই বস্তু হতো, তাহ'লে সৃষ্টি নিজের অস্তিত্বকে নিশ্চয়ই রক্ষা করতে পারতো; কিন্তু তা পারে না। বরং এক সৃষ্টির দ্বারা অন্য সৃষ্টি বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে।

আমি মুছলিম। আমি আল্লাহ্‌কে 'ছামাদ' রূপে স্বীকার করি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র স্বত্বা এমন Solid, দৃঢ় ও মজবুত যে, সে স্বত্বায় কোন স্বত্বা যেয়ে মিশতে পারে না। আল্লাহ্‌র স্বত্বা ফুটো বা ফাঁপা নয়।

আমি মুছলিম। বিশ্ব চরাচরের সৃজন, পরিচালন, সংরক্ষণ ও প্রতিপালন ব্যাপারে আমি সকল প্রকার সহযোগ ও অংশীদারত্বকে অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, পরিচালক, ও সংরক্ষক রূপে স্বীকার করি। একাধিক স্রষ্টাকে আমি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। যারা একাধিক স্রষ্টার কল্পনা করে থাকে, তাদের নীতি খেয়ালী

* পাটুয়াপাড়া, দিনাজপুর, সাবেক সম্পাদক, সাপ্তাহিক 'আরাফাত' ও খতীব, বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ঢাকা।

http://islaminonesite.wordpress.com

দর্শনের উপর স্থাপিত। তাই দেখতে পাই অন্ধকারে হাত্ড়াতে হাত্ড়াতে বহু ঈশ্বরবাদীরা যখন যাকে পেয়েছে, তখনই তার পূজা আরম্ভ করে দিয়েছে। আমি জগতের কোন সৃষ্টিকেই স্রষ্টারূপে স্বীকার করি না। একাধিক স্রষ্টাকে না মান্য করার কারণ এই যে, বিশ্ব চরাচরের যদি একাধিক মালিক থাকতেন তাহ'লে নিশ্চয়ই একটা মতভেদ তাদের মধ্যে ঘটতো। ভোটে যাঁরা হেরে যাবেন তাঁরা বিজয়ীদের অনুশাসনকে বলবৎ হ'তে দিবেন কেন? যদি মিলে মিশেই কাজ করেন তাহ'লে আমি বলবো যে, প্রভু একে অপরের সহানুভূতির আশাধারী তাঁকে আমি প্রভু বলে মেনে নিতে সকল সময়ে নারাজ। আমি আল্লাহ্কে একক ও অদ্বিতীয়রূপে এবং সর্ব্বশক্তিমান রূপে বিশ্বাস করি। যারা আহমদ ও আহাদের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পায় না, যারা হযরত ঈছা (আঃ) কে ঈশ্বরের পুত্র বলে থাকে, আমি তাদের পথভ্রষ্ট বলে জানি। কারণ যা জড়জ এবং প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনস্থ আমি তাকে নিয়মের উর্দ্ধে জ্ঞান করি না। হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) যখন মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়ে একটা নিয়মের অধীনস্থ হয়ে এসেছিলেন, তখন নিয়মের স্রষ্টারূপে তাঁদেরকে বিশ্বাস করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি মুছলিম। আমি বৈরাগ্য নীতিকে মানি না। কারণ বৈরাগ্য নীতি মানুষকে খিলাফতে ইলাহিয়ার গৌরব মণ্ডিত আসন হ'তে দূরে রাখে। আম্বিয়া আলায়হিমুছ ছালাম যে ইলাহি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে পৃথিবীর বুকে আগমন করেছিলেন তা থেকে বৈরাগ্য নীতি মানুষকে সরিয়ে রাখে। বৈরাগ্য নীতিকে মানতে গেলে এ সংসার মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে।

আমি মুছলিম। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ' এই আমার কাম্য। আমি মুছলিম। এ দুনিয়াটাকে আমি কর্মক্ষেত্ররূপে জানি। এই জড় জগতের পরেও যে আরও উন্নততর জগত আছে এবং সে জগতে আমাদের কর্মের বিচার হবে ও ফলাফল ভোগ করতে হবে, একথা আমি বিশ্বাস করি। যারা এই জড় জগতকেই শেষ মনে করে, যারা মনে করে মানুষ কর্মের ফল স্বরূপ এই জগতেই আবার বৃক্ষলতা, তৃণ বা অন্য কোন প্রাণীর আকারে জন্মগ্রহণ করবে এবং তাকে তার কর্মের ফল ভোগ করে যেতেই হবে -জন্মান্তর বাদের এই রীতিকে আমি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। কারণ জন্মান্তরবাদকে মেনে নিলে মানব জীবনের মহান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এ জগতকে তাহ'লে কর্মক্ষেত্র বলার উপায় থাকছে না। প্রতিটি আত্মা যদি পুরস্কার বা তিরস্কার ভোগের জন্য দেহত্বলাভ করলো তাহ'লে কর্মের আগেই কর্মফলের বিদ্যমানতা স্বীকার করতে হয়। আর এ রীতি যুক্তি ও ন্যায়ের দিক দিয়ে অচল। কর্মবিহীন কর্মফলের যুক্তি ঘোড়ার আগে গাড়ী জোড়ার মতই দেখায়। জন্মান্তর বাদে মানুষের কর্মের কোন স্বাধীনতাই থাকছে না। প্রতিফল সর্বদাই বিরামহীন ভাবে চলছে। মানুষের যদি কর্মের কোন স্বাধীনতাই না থাকলো তাহ'লে ন্যায় বিচারের চমৎকারিত্ব হতভাগা মানব কি ক'রে হৃদয়ঙ্গম করবে? যে বিচারে অপরাধী বিচারকের দর্শন লাভ করতে পারে না, যে বিচারে অপরাধী নিজের অপরাধ পর্যন্ত জানতে পারলোনা, তাকে জানতে দেওয়া হলো না যে সে কোন্ অপরাধে তাকে মানুষ হ'তে গাধায় রূপান্তরিত করা হচ্ছে, যে বিচার পদ্ধতিতে অপরাধী নিজের বক্তব্য নিবেদন করবার অবসর পেলো না -আমি মুছলিম, সেরূপ বিচার পদ্ধতিকে আমি কখনই মানি না।

আমি মুছলিম। আমি সেই রাজ রাজ্যেশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, যিনি আমাকে সৃজন করে আমার জীবনসূচী নিয়ন্ত্রিত করেছেন। যিনি আমার অন্নদাতা ও তৃষ্ণা নিবারণকারী প্রভু। যাঁর হাতে আমার জীবন ও মরণ, যিনি ন্যায় বিচারক ও বিচার দিনের মালিক; আমি সেই প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, যিনি চিরঞ্জীবি ও চির বিরাজমান, যিনি মহান ও সর্বশক্তিমান, যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সার্বভৌম অধিপতি।

আমি সেই প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি যাঁর বেদী উর্দ্ধগগন ও ধরিত্রীবক্ষে সম্প্রসারিত, যাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না, যিনি সদাজাগ্রত, যাঁর বিধানে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

আমি সেই শাহানশাহের গোলাম, যিনি দিশাহারা, পথ হারা, শান্তিহারা মানুষের মুক্তির জন্য যুগে যুগে, দেশে দেশে অসংখ্য হাদি বা পথ প্রদর্শককে ধরণীর বুকে প্রেরণ করেছিলেন এবং সকলের শেষে সমগ্র বিশ্বের মূর্ত্ত কল্যাণরূপে হেদায়েতের জ্বলন্ত দিক দিশারীরূপে মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কে বিশ্বের মাঝে পাঠিয়েছিলেন।

আমি আদ্ইয়ানে বাতেলা হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একমাত্র সেই প্রভু আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন ইসলামের পতাকাবাহী, ইন্না ছালাতি ওয়া নুছুকী ওয়া মাহ্ইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

আমার ছালাত, আমার ইবাদত ও আরাধনা, আমার উপাসনা ও ভজনা, আমার ত্যাগ ও তিতিক্ষা, আমার কোরবানী আমার জীবন ও মরণ, আমার চিন্তাশক্তি, আমার সম্পদ ও অট্টালিকা হে আল্লাহ তোমারই জন্য। হে আল্লাহ! আমি মুছলিম! আমি একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। আমি কোন প্রতিমা বা বিগ্রহের কাছে, গঙ্গা-যমুনার কাছে কোন জীবিত বা মৃত মানুষের কাছে, চন্দ্র-সূর্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি না। হে আল্লাহ! আমি মুছলিম! আমি কেবলমাত্র তোমারই পূজা করি; কোন মূর্ত্তির পূজা করি না, অর্থের পূজা করি না, খাহেশিয়তের বা পশুত্বের পূজা করি না। কোন রাজশক্তির পূজা করি না। আমি কেবল তোমারই পূজা করি, কারণ আমি মুছলিম।

[অর্দ্ধ সাপ্তাহিক পয়গামের ৮ম বর্ষ ৬৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত]

[চলবে]

http://islaminonesite.wordpress.com

ছাহাবা চরিত

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)

*-মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর যে সকল ছাহাবী জন্মস্থান ত্যাগ করে মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে থাকাকে সবকিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং যারা নবুঅতের প্রস্রবনে অবগাহন করে নিজেরাই জ্ঞানের সাগরে পরিণত হয়েছিলেন, হযরত আবু হুরায়রাহ আদ-দাওসী আল-ইয়ামানী (রাঃ) ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম।

হাদীছ বর্ণনাকারী হিসাবে হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) মুসলিম উম্মাহ্র সেই সব নক্ষত্রের তালিকায় প্রথম স্থান দখল করেছিলেন, যাদের নিকট থেকে সহস্রাধিক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি ফক্বীহ, মুজতাহিদ ও হাফেয ছাহাবী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ইলমে হাদীছের গগনে তিনি ছিলেন ষোলকলায় পূর্ণ শশী সমতুল্য। হাদীছ বর্ণনায় তাঁর অবদান ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

জ্ঞান আহরণের গভীর পিপাসায় তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে যেতেন। ক্ষুৎ-পিপাসা কিংবা পার্থিব কোন মোহ তাঁকে রাসূলের (ছাঃ) সংশ্রব থেকে দূরে সরাতে পারেনি। অনাহারে অর্ধাহারে থেকেও মসজিদে নববীর বারান্দায় অবস্থান করতেন। আর মহানবী (ছাঃ) কখন কি কাজ করতেন, কি বলতেন এসব তিনি স্মৃতিতে সংরক্ষণ করতেন ও তদনুযায়ী আমল করতেন। ইসলামের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা এবং রাসূলের (ছাঃ) প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অতুলনীয়। এই মহামনীষী ও খ্যাতনামা ছাহাবীর জীবন চরিতের কিছু দিক আলোচনা করাই অত্র প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ আবূ হুরায়রাহ ও তাঁর পিতার নামের ব্যাপারে অনেক মতভেদ রয়েছে। হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, আবূ হুরায়রা ও তাঁর পিতার নাম সম্পর্কে বিশটির অধিক উক্তি রয়েছে।[১] ইমাম নববী বলেন, ত্রিশটির মত উক্তি আছে।[২] কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম ছিল আব্দুর রহমান ইবনু ছাখার। কেউ বলেন, ইবনে গানাম। কেউ বলেন, তাঁর নাম আব্দুল্লাহ ইবন আইদ প্রভৃতি।[৩]

ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, এ মতানৈক্যের মধ্যে কোন্ মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য সে ব্যাপারেও মতভেদ আছে। তবে প্রথম মত (আব্দুর রহমান ইবনু ছাখার)-কেই অধিকাংশ বিদ্বান প্রাধান্য দিয়েছেন। ইবনু আয়েশা বলেন, "আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর নামের ব্যাপারে নয়টি মত রয়েছে। আমার নিকট অধিক বিশুদ্ধ মত হল, জাহেলী যুগে তাঁর নাম ছিল আব্দু শাম্স এবং ইসলাম গ্রহণের পরে তাঁর নাম রাখা হয় আব্দুর রহমান (আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহায়েন, ৫৮১ পৃ:)।

হিশাম বলেন, তাঁর বংশ পরিক্রমা হল 'উমাইর ইবনু আমের বিন যিশশারা বিন তোরায়েফ বিন গিয়াছ বিন আবি ছাবি বিন হুনাইয়াহ বিন সা'দ বিন ছা'লাবাহ বিন সুলাইম বিন ফাহ্ম বিন গান্ম বিন দাউস। হাজি খলীফাও তাঁর বংশক্রম অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।[৪] তাঁর মাতার নাম উমাইমাহ[৫] মতান্তরে মাইমূনাহ বিনতে ছাখার।[৬]

আবু হুরায়রাহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করার কারণঃ একদা তিনি একটি বিড়াল ছানা পেয়ে সেটাকে জামার আস্তিনের মধ্যে রাখায় লোকেরা তাঁকে আবূ হুরায়রাহ বলে সম্বোধন করে। সেদিন থেকে তিনি এ নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৭] এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন,

كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر فسميت في الاسلام عبد الرحمن وانما كنوني بأبي هريرة لأني كنت ارعى غنما لأهلي فوجدت اولاد هرة وحشية فجعلتها في كمي، فلما رجعت عنهم سمعوا اصوات الهر من حجري فقالوا ما هذا يا عبد شمس؟ فقلت اولاد هر وجدتها قالوا فأنت ابو هريرة فلزمني بعد-

'জাহিলী যুগে আমার নাম ছিল আব্দু শামস বিন ছাখার। ইসলামী যুগে আমার নাম রাখা হয় আব্দুর রহমান। আর আমার উপনাম দেওয়া হয় আবূ হুরায়রাহ। কারণ আমি আমার পরিবারের মেষ চরাতাম। একদিন আমি একটি জংলী বিড়াল ছানা পেলাম। আমি সেটা আমার জামার আস্তিনের মধ্যে রাখলাম। অতঃপর আমি যখন বাড়ীতে আসলাম, তখন আমার ক্রোড়া থেকে বাড়ীর লোকেরা

---

* ২য় বর্ষ (সম্মান), ইসলামী শিক্ষা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. *আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, আল-বা'ইছুল হাছীছ, ১১৭ পৃঃ।*

২. *ইমাম নববী,শরহে মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭।*

৩. *হাফেয শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনু আলী ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, তাক্বরীবুত তাহযীব, (ভারত: আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়াহঃ ২য় প্রকাশ ১৯৮৮/১৪০৮) পৃঃ ৬৮০; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৬; ইবনু সা'দ, ত্বাবাক্বাত ইবনু সা'দ ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩২৫।*

৪. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২৩৭।*

৫. *তালিবুল হাশেমী, বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২০।*

৬. *তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২৩৭।*

৭. *ইমাম হাফিয আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহায়েন, ৩য় খণ্ড, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪৬১/১৯৯০), পৃঃ ৫৭৯।*

http://islamionesite.wordpress.com

বিড়ালের আওয়ায শুনে বলল, হে আব্দু শামস! এটা কি? আমি বললাম। বিড়াল ছানা। তখন তারা বলল, তাহ'লে তুমি 'আবু হুরায়রাহ' (বিড়াল ছানার পিতা)। তারপর থেকে তারা আমাকে ঐ নামেই ডাকতো'। অন্যত্র আছে আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে 'আবূ হুরায়রাহ বলে ডাকতেন'।[৮]

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ইয়েমেনের দাওস বংশোদ্ভূত ছিলেন।[৯] কারো মতে তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবনে ফাহ্‌ম বংশোদ্ভূত ছিলেন।[১০] তবে তিনি নিজেকে দাওস গোত্রের বলে অভিহিত করেন।[১১]

জন্মঃ তাঁর জন্মের সন তারিখ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি যখন ৭ম হিজরীতে (৬২৯ খ্রীঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩০ বৎসর।[১২] সে হিসাবে তিনি ৫৯৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

শারীরিক গঠনঃ হযরত আবূ হুরায়রাহ্‌র দেহের রং ছিল গৌর বর্ণ। অপর বর্ণনায় কিঞ্চিত গৌরিক। স্কন্ধদ্বয় ছিল প্রশস্ত।[১৩] তাঁর বুক ছিল প্রসারিত, মাথায় ছিল ঝাকড়া চুল। দাঁত ছিল চকচকে এবং প্রথম দু'টি দাঁত চওড়া ছিল। চুলে লাল অথবা যরদ রঙের খিযাব ব্যবহার করতেন।[১৪]

শৈশব কালঃ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) শৈশব কালেই পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হন এবং অত্যন্ত দরিদ্রতার মধ্যে লালিত-পালিত হন। প্রতিদিন তিনি বাড়ীর বকরী জঙ্গলে নিয়ে যেতেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত চরাতেন। ধীরে ধীরে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হ'তে লাগলো। এক পর্যায়ে তিনি একটি গোলাম ক্রয় করলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার অবস্থার কথা খুব কমই জানা যায়। তবে তিনি সে যুগে লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং কবিতাও লিখতেন।[১৫]

ইসলাম গ্রহণঃ ইমাম বুখারী বলেছেন, ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে খায়বার বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৬] এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির পর দাওস গোত্রের এক ভাগ্যবান নেতা তোফায়েল বিন আমর (রাঃ) মক্কা গমন করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে দেশে ফিরে যান। তিনি এসে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু চার ব্যক্তি ছাড়া কেউ তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি। এ চার ব্যক্তি ছিলেন তোফায়েলের পিতা, মাতা, পত্নী এবং হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)।[১৭]

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ৭ম হিজরীর মুহররম মাসে ইসলাম কবুল করার পরে স্থায়ী ভাবে নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গ ধারন করেন। তখন থেকে নবী করীম (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি কখনো রাসূলের দরবার ও সঙ্গ ত্যাগ করে যাননি।[১৮] এর মূলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত জ্ঞানার্জন করা। ইবনু আব্দিল বার্র লিখেছেনঃ اسلم ابو هريرة عام خيبر و شهدها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و واجب عليه رغبة فى العلم و راضيا يشبع بطنه فكانت يده مع يد رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان يدور معه حيث دار–

'খায়বার যুদ্ধের বছর আবূ হুরায়রাহ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) সাথে ঐ যুদ্ধে শরীক হন। জ্ঞান আহরণের প্রবল আগ্রহে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সার্বক্ষনিক সঙ্গী হয়েছিলেন। ইলম অন্বেষণ দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করতে সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর হাত রাসূলের হাতের সাথে থাকত। মহানবীর সাথে তিনি সব জায়গায় যেতেন'।[১৯]

যুদ্ধে অংশ গ্রহণঃ ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলের (ছাঃ) সাথে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া আবূ বকর (রাঃ)-এর সময়ে রিদ্দার যুদ্ধে এবং ইয়ারমুক ও আযারবাইজানের অভিযানসহ বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২০]

আখলাক্ব ও ইবাদতঃ তিনি নম্র মেযাজের অধিকারী ছিলেন। ভাল কাজে ছিলেন উদ্যোগী, মেহমানদারীতে

---

৮. তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৯।

৯. قال الذهبى الامام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الدوسى اليمانى سيد الحفاظ لأثبات–

শামসুদ্দীন আয-যাহবী, সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ২য় খণ্ড, (বৈরুতঃ মুয়াস্‌সাসাতুর রিসা-লাহ, ১৪১৭/১৯৯৬), পৃঃ ১৯৫;

১০. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৪০৬/১৩৯৪/১৯৮৬), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৪।

১১. সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৫।

১২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ১৮৪ পৃঃ।

১৩. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৫।

১৪. তালেবুল হাশেমী, বিশ্বনবীর সাহাবী, অনুবাদঃ আব্দুল কাদের (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী ১৪১৪/১৯৯৪) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫।

১৫. তদেব, ১ম খণ্ড, ১১৫ পৃঃ।

১৬. সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ২য় খণ্ড, ১৯৫ পৃঃ।

১৭. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, ১১৫ পৃঃ।

১৮. ইবনু হাজার, আল-ইছাবা ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩০৩; আল-ইকমাল লিছাহিবিল মিশকাত, পৃঃ ৩৮।

১৯. ইবনু আবদিল বার্র আল-ইস্তি'আব, কিতাবুল কুনা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৬।

২০. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, ১২২ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

ছিলেন অগ্রণী।[২১] হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জ্ঞান অর্জন ও তা প্রসারের ইচ্ছা, রাসূল প্রেম, সুন্নাতের আনুগত্য, ইবাদতের প্রতি নিষ্ঠা, সত্য কথা, সরলতা এবং উদারতা ছিল সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য দিক।

তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য যে ধরণের দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন এবং এ ব্যাপারে দিন ও রাতকে একাকার করে দিয়েছেন, ইতিহাসে তার উদাহরণ খুবই বিরল। সে জ্ঞানকে তিনি নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং আজীবন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে তা প্রচার করেছেন।[২২]

তিনি নিজে যেমন অধিকাংশ সময় ইবাদত করতেন, তেমনি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও ইবাদত করতে বাধ্য করতেন। পালাক্রমে স্ত্রী, গোলাম সহ তিনি রাত জেগে আল্লাহ্র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তিনি হুবহু অনুসরণ করতেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত ঘটনাটি প্রনিধানযোগ্য-

একদা হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)-এর সাথে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-এর সাক্ষাত হ'লে তিনি বললেন, হে হাসান তোমার কাপড়টা একটু উঠাও, আল্লাহ্র রাসূল যেখানে চুম্বন করেছেন আমি সেখানে চুম্বন করব। অতঃপর হাসান কাপড় সরালে তিনি তার নাভীতে চুমু খেলেন।[২৩]

ইল্ম অর্জনঃ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে বহু বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেছিলেন।[২৪]

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) শুধু হাদীছের আলেম ছিলেন না। তিনি ফিক্বহ ও ইজতিহাদেও পারদর্শী ছিলেন। মদীনার অন্যতম ফক্বীহ হিসাবে তিনি পরিগণিত ছিলেন।[২৫] তিনি অন্যান্য ফক্বীহ ছাহাবীর (রাঃ) মত ফৎওয়াও দিতেন। তিনি মাতৃভাষা আরবীর পাশাপাশি ফারসী ভাষাও জানতেন। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন যে, তাওরাতের ব্যাপারেও তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ছিল।[২৬]

আল্লাহ যে উদারতার সাথে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-কে জ্ঞান সম্পদ দান করেছিলেন, তিনিও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উদারতার সাথেই সে সম্পদকে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে গেছেন। তিনি সর্বদা মানুষের কাছে নবীর বাণী পৌঁছে দিতেন।

রাসূলে করীম (ছাঃ) সাধারণভাবে যেসব কথাবার্তা বলতেন, লোকেদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা কিছু ইরশাদ করতেন, ইসলাম ও কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ে যা কিছু শিক্ষাদান করতেন, কুরআনের আয়াতের যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতেন, বিভিন্ন বিষয়ে যে ভাষণ ও বক্তৃতা দিতেন, রাসূলের দরবারে সর্বক্ষণ উপস্থিত থেকে এর সবই হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) গভীরভাবে শ্রবণ করতেন ও মুখস্থ করে রাখতেন। সেই সাথে তিনি নিজেও অনেক বিষয়ে জিজ্ঞেস করে রাসূলের নিকট হ'তে জেনে নিতেন এবং স্মরণ রাখতেন। অন্য ছাহাবাগণের অনেকেই পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাষাবাদের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতেন বলে খুব বেশি সময় রসূলের দরবারে অতিবাহিত করতে পারতেন না। কিন্তু আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-এর এ ধরণের কোন ব্যস্ততা ছিল না। একারণে অন্যান্যদের তুলনায় তিনি অধিক হাদীছ শ্রবনের সুযোগ লাভ করেছিলেন।[২৭]

ইলমে হাদীছে অবদানঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) কম-বেশী প্রায় তিন বৎসর কাল রাসূলের নিকটে থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন এবং তা স্মরণ রেখেছেন। এর ফলেই তাঁর পক্ষে অন্য ছাহাবীদের তুলনায় অধিক সংখ্যক হাদীছ মুখস্থ ও বর্ণনা করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষতঃ আল্লাহ তাঁকে এত প্রখর স্মরণ শক্তি দান করেছিলেন যে, তিনি যা কিছু শুনতেন তা কখনই ভুলতেন না। এ অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি রাসূলের দো'আয় অর্জিত হয়েছিল।[২৮] যেমন তিনি বলেন,[২৯] قلت يا رسول الله صلى الله عليه و سلم اسمع منك اشياء فلا احفظها قال ابسط ردائك فبسطته فحدث حديثا كثيرا فما نسيت شيئا حدثنى به–

---

২১. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৫।*
২২. *বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, ১৩১ পৃঃ।*
২৩. *তদেব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০-১৪০।*
২৪. ইমাম যাহবী বলেন, حمل عن النبى صلي الله عليه و سلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه لم يلحق في كثرته
দ্রঃ সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৫।
২৫. *কাযী ঈসা ইবনে আবান বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) ফক্বীহ ছিলেন না (উসূলে বাযদাভী, ২য় খণ্ড, ৬৯৯ পৃঃ; ছিয়ানাতুল হাদীছ, পৃঃ ২২৬)। আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উছমানী বলেন, আবূ হুরায়রা (রাঃ) ফক্বীহ ছিলেন। ইসহাক হানযালীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, ইসলামের আহকাম সম্পর্কিত ৩০০০ হাদীছের মধ্যে ১৫০০ হাদীছ আবূ হুরায়রাহ একাই বর্ণনা করেন (মুক্বাদ্দামা ফাতহুল মুলহিম পৃঃ ১১)।*
২৬. *বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, ১৩১ পৃঃ।*
২৭. *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯২), পৃঃ ২৪৮-২৪৯।*
২৮. *বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২; শামসুদ্দীন আয্ যাহবী তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩; আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৩।*
২৯. *আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ইবনে মূর্রাহ আত-তিরমিযী, জামে তিরমিযী, ২য় খণ্ড, (ভারতঃ মুখতার এণ্ড কোম্পানী, ১৯৮৫), ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم পৃঃ ২২৩।*

http://islaminonesite.wordpress.com

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হাদীছ শ্রবণের সাথে সাথে তা মুখস্থ করতেন এবং লিখেও রাখতেন। তাঁর এক ছাত্র হাসান ইবনে আমর বলেন, হযরত আবূ হুরায়রাহর (রাঃ) নিকট আমি একটি হাদীছ বর্ণনা করলে তিনি স্বীয় লিখিত নোস্খার সাথে মিলিয়ে হাদীছটির সত্যায়ণ করেন।[৩০] অন্য বর্ণনায় আছে তিনি হাদীছ কাউকে দিয়ে লেখাতেন। তাঁর ছাত্র বাশার ইবনে নাহীক্ব বলেন, আমি আবূ হুরায়রাহর (রাঃ) নিকট থেকে যা শুনতাম তা লিখে রাখতাম।[৩১] এ দু'টি বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নিজ হাতে হাদীছ না লিখলেও অন্যের দ্বারা তা লিখাতেন।[৩২]

বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ আল্লামা ইয়াকুব ইবনে শায়বাহ বলেন, হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-এর মুসনাদ মিশরে দু'শ খণ্ডে দেখা গেছে।[৩৩] হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) স্বীয় বিশিষ্ট ছাত্র হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ -এর জন্য রাসূলের প্রায় ১৫০টি হাদীছ শ্রুতি লিখিয়ে একটি বই তৈরী করেছিলেন। যার নাম দিয়েছিলেন 'আছ-ছহীফাতুছ ছহীহাহ'। ৮৫৬ হিঃ পর্যন্ত তার পঠন-পাঠন চলেছিল।[৩৪]

মিসরের গভর্ণর আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ান একবার কাছীর ইবনে মুর্রাহকে বলেন, রাসূলুল্লাহ্র (ছাঃ) ছাহাবীদের যেসব হাদীছ তুমি শুনেছ, তা আমার কাছে লিখে পাঠাও। তবে আবূ হুরায়রার হাদীছ নয়। কারণ তা আমাদের কাছে আছে।[৩৫]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-এর ছাত্র ও বর্ণিত হাদীছ সংখ্যাঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে ৮০০ ছাহাবী ও তাবেঈ হাদীছ বর্ণনা করেন।[৩৬] অন্য বর্ণনায় আছে তার চেয়ে অধিক।[৩৭] আবূ হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ৫৩৭৪টি।[৩৮] হাফেয সাখাবী ৭৪ -এর স্থলে ৬৪ লিখেছেন।[৩৯] তবে এই গ্রন্থের আসল কপির টীকায় আছে যে, সঠিক সংখ্যা হবে৭০ (صوابه سبعين)। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছগুলির মধ্যে বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে ৩২৫টি হাদীছ, বুখারী শরীফে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ রয়েছে ৭৯টি হাদীছ এবং মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে ৯৩টি হাদীছ।[৪০]

সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনার কারণঃ বহুল পরিমাণ হাদীছ বর্ণনার কারণ সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নিজেই বলেছেন, 'আমার মুহাজির ভাইগণ ব্যবসার কাজে বাজারে থাকতেন, আর আমি সর্বদা রাসূলের সংশ্রবকে আমার উদর পূর্তির চাইতে প্রাধান্য দিতাম। সুতরাং তারা যখন অনুপস্থিত থাকতেন, আমি তখন উপস্থিত থাকতাম। আর তারা হাদীছ ভুলে গেলেও আমি স্মরণ রাখতাম'। অন্যদিকে আমার আনছার ভাইয়েরা তাদের ধন-সম্পদ সংরক্ষণের কাজে ব্যস্ত থাকত। আর আমি ছিলাম আহ্লে ছুফ্ফার মিসকীনদের অন্যতম সদস্য। তাই তারা (আনছাররা) হাদীছ ভুলে গেলেও আমি তা সংরক্ষণ করতাম'।[৪১]

এছাড়া তাঁর সর্বাধিক হাদীছ মুখস্থ ও অতুলনীয় স্মৃতি শক্তির কথা তদানীন্তন সমাজে সর্বজন বিদিত ও স্বীকৃত ছিল। তাঁর অধিক হাদীছ বর্ণনার অন্যতম কারণ সম্বন্ধে হযরত উবাই ইবন কা'ব বলেন, 'আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করার ব্যাপারে খোলামেলা ছিল। যে সম্পর্কে অন্য কেউ প্রশ্ন করতে পারতো না'।[৪২]

আবূ আমের বলেন, আমি হযরত ত্বালহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, হে আবূ মুহাম্মাদ! আবূ হুরায়রাহ রাসূলের হাদীছের বড় হাফেয, না তোমরা? ত্বালহা বললেন, তিনি (আবূ হুরায়রাহ) এমন অনেক হাদীছ জানেন, যা আমাদের জ্ঞান-বর্হিভূত। এর কারণ আমরা বিত্তশালী ছিলাম। আমাদের ঘর-বাড়ী ও স্ত্রী-পরিজন ছিল। আমরা তাতেই অধিক সময় মশগুল থাকতাম। কেবল সকাল ও সন্ধ্যায় রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে হাযির থেকে

---

৩০. *মুস্তাদরাকে হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫১১; ইবনু আবদিল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪; ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭।*

৩১. *আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, মুসনাদে দারেমী, ১ম খণ্ড, ১০৫ পৃঃ।*

৩২. *ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, ২০৭ পৃঃ।*

৩৩. *তাযকিরাতুল হুফফায, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৭।*

৩৪. *ছহীফাহ হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।*

৩৫. *ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮।*

৩৬. *ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭;* قال بدر الدين عينى روى.
عنه اكثر من ثمانمائة رجل من صاحب و تابع
দ্রঃ বদরুদ্দীন আয়নী, উমদাতুল ক্বারী, ১ম খণ্ড, ১২৫ পৃঃ; আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ২০৩ পৃঃ।

৩৭. *তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩; উসদুল গাবাহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৭;*
قال البخارى روى عنه نحو من ثمانمائة رجل او اكثر من اهل
العلم من الصحابة و التابعين و غيرهم-
দ্রঃ তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, ২৩৭ পৃঃ।

৩৮. *আসমাউছ ছাহাবাতির রুয়াত, পৃঃ ৪; তালক্বী, পৃঃ ১৮৪; শরহে মুসলিম-নববী, মুকাদ্দামাহ পৃঃ ৮; উমদাতুল ক্বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪; তাহযীবুল কামিল, ৪৬২ পৃঃ; আল ইছাবাহ ফি তামঈযিছ-ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৩।*

৩৯. *ফাতহুল মুগীছ, ৪র্থ খণ্ড, ১২০ পৃঃ।*

৪০. *সৈয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী, ২০৫ পৃঃ; হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ২৫০।*

৪১. *বুখারী, 'কিতাবুল বুয়ূ', পৃঃ ২৭৪; ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৪।*

৪২. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৩।*

http://islaminonesite.wordpress.com

নিজ নিজ কাজে চলে যেতাম। আর আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) মিসকীন ছিলেন। তাঁর কোন জায়গা-জমি ও পরিবার-পরিজন ছিল না। এ কারণে তিনি রাসূলের হাতে হাত দিয়ে তাঁর সাথে লেগে থাকতেন। আমাদের সকলের বিশ্বাস তিনি আমাদের সকলের অপেক্ষা অধিক সংখ্যক হাদীছ শুনতে পেয়েছেন। তিনি রাসূলের নিকট না শুনে কোন হাদীছ বর্ণনা করেছেন আমাদের কেউ তাঁর উপর এ দোষারোপ করেনি।[৪৩] ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আবূ হুরায়রা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে অনেক কিছু শুনেছেন, যা আমরা শুনিনি'।[৪৪]

ইবনে ওমর বলেন, 'আপনি রাসূলের সান্নিধ্যকে অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট থেকে অনেক হাদীছ মুখস্ত করেছিলেন'।[৪৫]

ইমাম যাহাবী লিখেছেন, হযরত উমর ফারূক (রাঃ)ও একদিন হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-কে এ কথাই বলেছিলেন।[৪৬]

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) কর্তৃক সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনার অন্যতম কারণ, তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। আর তাবেনদের মধ্যে বহুসংখ্যক মনীষী হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-এর তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল-

আবূ ছালেহ বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) সর্বাধিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ও হাদীছের অতি বড় হাফিয ছিলেন।[৪৭]

সাঈদ বিন আবুল হাসান বলেছেন, ছাহাবীদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) অপেক্ষা অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী আর কেউ ছিলেন না।[৪৮]

ইমাম বুখারী আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) সম্পর্কে লিখেছেন,

روى عنه نحو الثمانمائه من اهل العلم و كان احفظ من روى الحديث فى عصره-

'তাঁর নিকট থেকে প্রায় ৮০০ বিদ্বান হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর তিনি সে যুগের হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাফিয ছিলেন'।[৪৯]

ইমাম শাফেঈ বলেছেন, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তাঁর যুগের সমস্ত হাদীছ বর্ণনাকারীর মধ্যে সর্বাধিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ও হাদীছের বড় হাফিয ছিলেন।[৫০]

মুহাদ্দিছ হাকেম বলেছেন, 'তিনি রাসূলের ছাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি স্বীয় পেট পরিতৃপ্ত করার পরিবর্তে রাসূলের সংশ্রবকে অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন। তাঁর হাত রাসূলের হাতের সাথে থাকত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথে সব জায়গায় যেতেন। এজন্যই তাঁর বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা অধিক'।[৫১]

ইমাম হাফিয বাকী বিন মাখলাদ আন্দালুসী স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন- 'আবূ হুরায়রাহর (রাঃ) বর্ণিত ৫৩৭৪টি হাদীছ রয়েছে। ছাহাবীদের মধ্যে অন্য কেউই এ পরিমাণ কিংবা এর কাছাকাছি পরিমাণ হাদীছ বর্ণনা করেননি'।[৫২]

পরিশেষে উল্লেখিত উক্তি সমূহ পর্যালোচনা করে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) -এর সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনার চারটি কারণ আমরা পাই। তা হ'ল-

১. ইসলাম কবুলের পর সর্বদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে থাকা।

২. হাদীছ শিক্ষা ও তা মুখস্থ করে রাখার জন্য আকুল আগ্রহ এবং শ্রুত কোন কথাই ভুলে না যাওয়া।

৩. বড় বড় ছাহাবীর সাহচর্য ও তাঁদের নিকট হাদীছ শিক্ষার সুযোগ লাভ। এতে তাঁর হাদীছ জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে ও পূর্বাপর সকল হাদীছই তিনি সংগ্রহ করতে সমর্থ হন।

৪. নবী করীম (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকা ও হাদীছ প্রচারের সুযোগ লাভ করা।[৫৩]

এসব কারণে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হাদীছের বড় হাফিয ও ছাহাবীদের মধ্যে অধিক হাদীছজ্ঞ এবং অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ছিলেন। ছাহাবীগণ বিচ্ছিন্নভাবে যা বর্ণনা করতেন, সেসব হাদীছ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-এর নিকট পাওয়া যেত। ফলে সকলেই তাঁর নিকট জিজ্ঞেস

৪৩. *হাকেম, আল মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৯।*
৪৪. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, 'কিতাবুল কুনা', পৃঃ ২০৫।*
৪৫. *তদেব।*
৪৬. *আল-ইছাবাহ ফি তামঈযিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৫।*
৪৭. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৩০৩ পৃঃ।*
৪৮. *قال سعيد بن ابى الحسن: "لم يكن احد من الصحابة اكثر حديثا من ابى هريرة"-*

দ্রঃ আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৩০৩ পৃঃ।

৪৯. *তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪।*
৫০. *قال الامام الشافعى: "ابو هريرة احفظ من روى الحديث فى دهره"*

দ্রঃ মুহাম্মাদ আবু জহু, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, পৃঃ ১৩২; আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৩।
৫১. *কিতাবুল কুনা মা'আল ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৩।*
৫২. *আল-কামিল লিন নাবাভী, বাবু তাগাল্লুযিল কিযব, পৃঃ ৮।*
৫৩. *হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ২৫৬।*

http://islamionesite.wordpress.com

করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) মুসলমানদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ হিফয করে রাখতেন।[৫৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হাদীছের অতি বড় বিদ্বান ছিলেন। তাই তাঁর বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা অন্যান্যদের তুলনায় বেশি হওয়া এবং তাঁর বর্ণিত হাদীছ সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য হওয়া স্বাভাবিক ও যুক্তিসিদ্ধ।

ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনঃ তিনি বিভিন্ন সময়ে খিলাফতের নির্দেশে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। ঐতিহাসিক দুলাবী তাঁর ইতিহাসে উল্লেখ করেন, উমর (রাঃ) তাঁকে বাহরায়নের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। এরপর কোন এক অভিযোগ বা সন্দেহের কারণে তাঁকে গভর্ণর-এর পদ থেকে অপসারণ করেন। অতঃপর উমর (রাঃ)-এর সন্দেহ দূরীভূত হ'লে তিনি তাঁকে আবার গভর্ণরের দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।[৫৫] এ সম্পর্কে The Encyclopaedia of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে-`Umar appointed him governor of Bahrayn but deposed him and confiscated a large sum of money in his possession. Umar Later invited him to resume the post, he refused.[৫৬]

মু'আবিয়ার আমলে তিনি একাধিকবার মদীনায় আমীরের (গভর্ণর) দায়িত্ব পালন করেছেন।[৫৭] মারওয়ানের অনুপস্থিতিতে তিনি মদীনার শাসনভার পরিচালনা করেছেন। কেউ বলেছেন মু'আবিয়া তাঁকে সরাসরি মদীনায় শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে The Encyclopaedia of Islam এ বলা হয়েছে- Marwan is said to have appointed Abu Hurayrah his deputy when he was absent from Medinah. but another version says Muawiah gave him this appointment. Abu Hurayrah had reputation both for his piety and his fondness for justing.[৫৮]

পরিবার পরিচালনাঃ রাসূলের ইন্তেকালের পর তিনি বিবাহ করেন। আল-মুহাররার, আব্দুর রহমান ও বেলাল নামে তাঁর তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিল। কন্যার নাম জানা যায়নি। তবে এতটুকু জানা যায় যে, প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের সাথে তার বিবাহ হয়েছিল।[৫৯] তিনি অত্যন্ত সরল-সহজ জীবন যাপন করতেন। জঙ্গল থেকে নিজে কাঠ কেটে আনতেন।[৬০] রাসূলের সময় সংসার বিরাগী রূপে দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটালেও পরবর্তীতে বিবাহ করার পর সংসারী হন এবং ধন-সম্পদের অধিকারী হন। প্রাচুর্যের সময়ও অভাবের কথা স্মরণ করে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।[৬১] তিনি সাধ্যমত দরিদ্রদের দান করতেন।[৬২]

মৃত্যু শয্যায় আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)ঃ ৫৮ হিজরী সনে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) কঠিন রোগে আক্রান্ত হ'লেন। মানুষ সেবা-শুশ্রূষার জন্যে আসলে এ অবস্থাতেও তিনি ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করতেন। দুনিয়া সম্পর্কে তাঁর অন্তরে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়েছিল।

হযরত আবূ সালমা (রাঃ) বিন আব্দুর রহমান শুশ্রূষার জন্যে আসেন এবং তাঁর সুস্থতার জন্যে দো'আ করেন। তখন আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ আমাকে আর দুনিয়াতে রেখনা'। দু'বার তিনি একথা বলে আবূ সালমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আবূ সালমা সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, সেদিন আর দূরে নয় যেদিন মানুষ মৃত্যুকে লাল স্বর্ণের খনির চেয়েও বেশি প্রিয় মনে করবে। তুমি জীবিত থাকলে দেখবে মানুষ কোন মুসলমানের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে আকাংখা প্রকাশ করে বলবে যে, তার পরিবর্তে আমাকে যদি এ কবরে দাফন করা হ'ত'।[৬৩]

তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় একদিন কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে বিদায় নেয়ার জন্য কাঁদছি না। আমি কাঁদছি এ কারণে যে, আমার সফর দীর্ঘ। কিন্তু সে সফরের জন্য আমার কোন পুঁজি নেই। আমি এখন বেহেশত ও দোযখের চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে আছি। জানি না কোথায় যেতে হয়।[৬৪]

---

৫৪. كان يحفظ على المسلمين حديث النبى صلي الله عليه وسلم
দ্রঃ আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, ১৩৩-১৩৪ পৃঃ।
৫৫. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২৪০।
৫৬. The Encyclopaedia of Islam, (London: Luzac and Co. 1960, New Edition). V-1, P. 129.
৫৭. তাহযীবুত তাহযীব. ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২৪০; বিশ্বনবীর সাহাবী ১ম খণ্ড, ১২৬ পৃঃ।
৫৮. The Encyclopaedia of Islam, V-I. P. 129.
৫৯. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, ১২৮ পৃঃ।
৬০. তদেব, পৃঃ ১২৯-৩০।
৬১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ১৮৫ পৃঃ।
৬২. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০।
৬৩. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃঃ।
৬৪. তদেব, পৃঃ ১২৭।

http://islamionesite.wordpress.com

মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাঁর শুশ্রূষার জন্য এলেন এবং তাঁর সুস্থতার জন্য দো'আ করলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার দীদার চাই। তুমিও আমার সাক্ষাত পসন্দ কর'।[৬৫]

যখন তাঁর শেষ সময় ঘনিয়ে এল, তখন তিনি অছিয়ত করলেন, 'আমার কবরের উপরে তাঁবু টাঙিয়ো না। জানাযার পিছনে আগুন নিয়ে যেয়োনা এবং তাড়াতাড়ি জানাযা নিয়ে যেয়ো। আমি রাসূল (ছাঃ) -কে বলতে শুনেছি যে, যখন মুমিনকে লাশ বহনকারী খাটিয়ার উপরে রাখা হয়, তখন সে বলে, আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও। আর যখন কাফের ও ফাসিককে খাটিয়ার উপরে রাখা হয়, তখন সে বলে আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ? এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন।[৬৬]

মৃত্যুকালঃ ৫৮ অথবা ৫৯ হিজরী সনে ৭৮ বৎসর বয়সে[৬৭] অলিদ ইবনে উতবা মদীনার গভর্ণর থাকা কালে তিনি ইন্তেকাল করেন[৬৮] এবং গভর্ণর তাঁর জানাযার ইমামতি করেন।[৬৯]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, এই মহামনীষীর অনুপম আদর্শ অনুযায়ী আমরা জীবন পরিচালনা করতে পারলে আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সুখী ও শান্তিময় হবে ইনশাআল্লাহ॥

৬৫. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃঃ।
৬৬. তদেব।
৬৭. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, ২৪০ পৃঃ।
৬৮. আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, ৫৮০ পৃঃ।
৬৯. তদেব।

সুখবর সুখবর সুখবর

এতদ্বারা আনন্দের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ -এর কেন্দ্রীয় ভবন (কাজলা, রাজশাহী)-তে আই, বি, এম কম্পিউটার-এর মাধ্যমে (আরবী, বাংলা ও ইংরেজী) টাইপ সহ বিভিন্ন প্যাকেজ ও প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। আগ্রহী শিক্ষার্থীগণ সত্বর যোগাযোগ করুন। আসন সংখ্যা সীমিত। অত্যাধুনিক ফটোষ্ট্যাট মেশিন সহ নভেম্বর'৯৮ -এর শুরুতেই কোর্সের শুভ উদ্বোধন হ'তে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসা জগৎ

এ্যাজমার হোমিও ও দেশীয় চিকিৎসা

*-ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন**

(ক) হোমিও চিকিৎসাঃ

হাঁপানি ও শ্বাসকষ্টে ষ্ট্র্যামোনিয়ম ৩x-২০০ শক্তি বিশেষ উপকারী। এছাড়াও এই প্রকার হাঁপানিতে ও টানে জার্ব্বাস্যান্টা ২/১ ঘণ্টা অন্তর সেবনে বিশেষ উপকার হ'তে পারে।[১]

প্রয়োজনবোধে **ক্যানাবিশ ইণ্ডিকাও** বিশেষ উপকারী ঔষধ।[২] তবে **ব্লাটা ওরিয়েন্ট্যালিস** (Blata Orient.) (আরসোলা বা তেলাপোকা টিংচার)ই এই হাঁপানি রোগের প্রথম এবং প্রধান ঔষধ।

যতক্ষণ হাঁপানির টান ও শ্বাসকষ্ট প্রবল থাকে ততক্ষণ এর Q, ১x শক্তি টিংচার বা বিচূর্ণ যাই হউক না কেন ব্যবহার্য। টান কমে গেলে উচ্চ শক্তি ব্যবহার করতে হয়। নচেৎ সর্দ্দি না উঠে কাশি অত্যন্ত কষ্টকর হ'তে পারে।[৩]

(খ) দেশীয় চিকিৎসাঃ

১। কথিত আছে যে, মৃত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর 'আরসোলা' বা তেলাপোকার টিংচার প্রস্তুত করে বহু হাঁপানি রোগী আরোগ্য করেছেন।

৭/৮ টি আরসোলা বা তেলাপোকা তিন পোয়া পানিতে সিদ্ধ করে আধ পোয়া হ'লে কাপড়ে ছেঁকে সেই পানি সকালে এক ছটাক ও বিকালে এক ছটাক পান করতে দিলে অতি শীঘ্রই শ্বাস কষ্টের উপশম হয়।

ঘৃণা নিবারণের জন্য রোগীকে না বলে চায়ের সাথে সিদ্ধ করে দুধ চিনি দিয়ে পান করালেও সমান উপকার হবে। আগুণে সিদ্ধ হ'লে আরসোলার কোন গন্ধ থাকে না। চীনাদের ইহা একটি উপাদেয় খাদ্য।

২। একটি কাঁসার বাটিতে এক ছটাক খাঁটি গব্য ঘৃত খুব গরম করে আর একটি কাঁসার পাত্রে এক ছটাক আদার রস গরম করে ঐ গরম আদার রস উক্ত গব্যঘৃতে ঢেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কাঁসার থালা চাপা দিতে হবে, চাপার মধ্যে কল কল শব্দটি থেমে গেলে উহা হ'তে ২ তোলা ঘৃত নিয়ে এক বা আধ পোয়া গরম দুধে মিশিয়ে প্রত্যহ সন্ধ্যায় খেতে হবে। এ ঘৃত খাওয়ার কিছু পরেই চাপ চাপ শ্লেষ্মা উঠে হাঁপানির কষ্ট দূর হতে থাকবে। ১৫ দিন এই প্রকারে ব্যবহার করলে রোগী অনেক সুস্থ হবে ইনশাআল্লাহ।

উক্ত তৈরী ঘৃতটা ঠাণ্ডা হ'লে উহা অন্য একটি পাত্রে রেখে দিবে। কাঁসার পাত্রে রাখবে না। কাঁসার পাত্রে যদি কিছু থেকে যায়, সেটা বুকে মালিশ করলে উপকার অধিক হবে।

হাঁপানি রোগীর পালনীয় ও সাবধানতাঃ

নিত্য স্নান, খোলা জায়গায় ভ্রমণ ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং পুষ্টিকর খাদ্য ব্যাবস্থা গ্রহণ করা। যে জায়গায় ধোঁয়া ও ধুলাবালি উড়ে সে জায়গায় যাওয়া কিংবা কোন উত্তেজক দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ। হাঁপানির সময় **ইপিকাক** Q ঘ্রাণ নেওয়া ভাল। ফিটকিরি চূর্ণ ১০ গ্রেন জিহ্বার উপর রেখে দিলে হাঁপানি কিছু কমে।

** এ, এম, এইচ, আই (ক্যাল) এইচ, এম, পি (পাক) হোমিও ফিজিশিয়ান (বাংলাদেশ)। হোমিও চিকিৎসক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. ডাঃ এন, সি ঘোষ, কম্প্যারেটীভ মেটিরিয়া মেডিকা, পৃঃ ৮৮৫ ও ৮৮৬।
২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৬-৯৭।
৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ নং ২৪১-২৪২)

http://islamionesite.wordpress.com

কবিতা

তোমার অপেক্ষায়

-মুহাম্মাদ শাহীদুয্যামান
বি,এ (সম্মান), ৩য় বর্ষ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জাগো হে যুবক!
মানবতা আজ মুমূর্ষ
তোমার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে॥
তুমি জাগবে বলে হে যুবক!
সে অন্তিম শয়নে
তোমার পদধ্বনি শুনছে॥
তুমি কি ভুলে গেছো?
তোমার বীরত্ব গাঁথা শৌর্যবীর্য
তুমি তো অকুতোভয় দুর্বার॥
জাগো একবার-
মানবতার মুক্তির মিছিলে কাঁপাও বিশ্ব
বজ্রকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত করো আল্লাহু আকবার
হে যুবক! তোমার শ্রেষ্ঠত্ব আজ ভুলুণ্ঠিত
তোমার সংকীর্ণতায় পদাঘাত করো
গর্জে উঠো আর একবার
ভয় কিসের?
ঈমানী তেজে বিধৌত করো তোমার হীনমন্যতা
এক হাতে হেরার অহি অন্য হাতে ধরো তলোয়ার॥
তুমি জাগো, হে যুবক!
ঘুমিয়ে থেকো না আর
মৃত প্রায় মানবতা আজ তোমার অপেক্ষায়!!

***

আহ্বান

-আবূ তাহের
সাং- আরাযী প্রতাব বিষু
পোঃ সাত দরগা
পীরগাছা, রংপুর।

ইসলাম মানেই সত্য ধর্ম
মিথ্যা কিছু নাই,
বাতিলের পথ ছেড়ে দিয়ে
ইসলামে নেই ঠাঁই।
দলমত সব ভুলে গিয়ে
কুরআন-হাদীছ পড়,
আল্লাহ্র রাহে জীবন দিয়ে
দ্বীনের পথে লড়!
এই মোর আহ্বান!
আল্লাহ্র রাহে জীবনটা
করে দাও কুরবান।

***

সত্য ন্যায়ের পথে

-মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
গ্রামঃ মিয়াপুর
চারঘাট, রাজশাহী।

অন্ধকার আর বদ্ধ ঘরে
থাকতে নাহি চাই
উঠবো এবার সজাগ হয়ে
বলবো কিছু তাই।
ভীরুর মত ঘরের কোণে
বসে থাকে যারা
জগৎটা তো তার কাছে এক
অন্ধকারের মেলা।
ইসলামেরই মশাল মোরা
জ্বালব ঘরে ঘরে
ভ্রান্তিকে ছুঁড়ে ফেলে
শান্তি আনব ঘরে।
তাওহীদের মহান বাণী
তুলে ধরবো শিরে
শিরক্টাকে উপড়ে ফেলে
ক্ষান্ত হব পরে।
আল-কুরআনের সত্য বাণী
রাখব সদা সাথে
মহানবীর হাদীছ মেনে
চলবো প্রতি ক্ষণে।
জিহাদেরই সত্য ডাকে
উঠবো মোরা জেগে
ন্যায়ের পথে প্রাণ গেলেও
সুখী হব তাতে।

***

http://islaminonesite.wordpress.com

জেগে উঠো

-মুহাম্মাদ আবূ ছালেহ আহমাদ

জাগো হে জাতির তরুণেরা
নিদ্রায় বিভোর কেন?
বাতিল রাজার প্রাসাদ কেন
থাকতে দিবে বল
চেয়ে দেখ আজ
ঘুণে ধরা সমাজ
ভাঙ্গবে কে গো বল?
সন্ত্রাসীদের হাতে যিম্মী মযলূমের লাশ
উদ্ধার করবে কে বল?
ঐ দেখ হাহাকার
অনাহারীর চিৎকার
শোষণে আর রক্তে রঞ্জিত এ জনপদ
কে শুনবে মযলূমের এ আর্তনাদ?
যারা ন্যায়ের পথে জীবন বাজী রেখে
দিয়ে গেল প্রাণ;
আজীবন তাদের স্মৃতি থাকবে অম্লান
স্বর্গের সুধা পান করবে তারা
পাবে পরিত্রাণ।
উঠ! জেগে উঠ!!
ঘুমিয়ে আছ কেন?
শুয়ে থাকার নেইকো সময়
অবিরাম গতিতে চল!
জাগো! জাগো যুবক-তরুণেরা জাগো!

***

ইতিহাস কথা কয়

-মোল্লা আবদুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

এখনো আকাশ ঘিরে চাঁদ তারা লাল হয়ে জ্বলে অনিমেষ
এখনো পাহাড় চিরে ঝর্ণা ঝরে অফুরন্ত অশেষ।
এখনো মরু মাঝে লু-হাওয়া দীপ্যমান
আজও রয়েছে বিরাট বিশাল মেঘ মুক্ত ধূসর আসমান।
এখনো চলছে আযান শুধু নেই বেলাল
এখনো রয়েছে মরুবাসী নেই মরুদুলাল।
এখনো রয়েছে দু-ধারি ধারের জুল্‌ফিকার
সকলি রয়েছে নেই শুধু সেই শের খোদা।
এখনো রয়েছে যেরুযালেমে রুদ্ধ দ্বার
মোদের কামনা আসুক ফিরে সেই ওমর।
তবু সুদিন খুশীর চিন
আমাদের চোখে মুখে,
বিগত দিনের স্মৃতি কথা যত
রবে আমাদের বুকে।
ইতিহাস কথা কয়, চিরদিন কথা কয়ে যাবে
সবার চলার পথে জ্বেলে দেবে আলো
কালের স্বাক্ষর হয়ে চিরদিন রবে
চিরদিন তোমায় আমায় বেসে যাবে ভালো।

***

তাওহীদি ঝাণ্ডা

-মুহাম্মাদ মফীযুদ্দীন
পাবনা।

আমি মুসলিম
আল্লাহ ছাড়া মানিনা কাউকে
তাওহীদি ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে চলি দুর্বার
লক্ষ-কোটি দেবতা করি চুরমার।
তারই বিশ্বাসে পুরানো জীব কুল যত
তারই সেজদায় রত।
মোরা বিদ্রোহী বীর
ধরেছি এখন রংবেরংয়ের পীর।
অতীতের মুসলিম যারা
তাওহীদ ধরে তারা
বিশ্ব করলেন জয়।
এখনকার মুসলিম যারা
শিরক-বিদ'আত ধারিয়া তা
তিলে তিলে ধরিত্রী করছে ক্ষয়।
তাওহীদি ঝাণ্ডার কথা মনে পড়ে যখন
অশ্রু জলে বুক ভেসে যায় তখন
হে তরুণ! তাওহীদি ঝাণ্ডা উচিয়ে ধর
তাওহীদের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো।

***

http://islaminonesite.wordpress.com

সোনামণিদের পাতা

অক্টোবর'৯৮ সংখ্যায় যাদের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ

❒ **নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী থেকেঃ** মুহাম্মাদ আখতার হোসায়েন, মহব্বত হাসান, আব্দুল মুকীত, জিয়াউল ইসলাম, শহীদুল ইসলাম, এনামুল হক, শফীকুল ইসলাম, আব্দুল আযীয, জাহিদুল ইসলাম, আতীকুল ইসলাম ও মুছলেহুদ্দীন।

❒ **হাতেম খাঁ, রাজশাহী থেকেঃ** মুক্তার হোসায়েন, রাশেদুল ইসলাম, নাহিদ হাসান, জাহিদ হাসান, জাহিদুল ইসলাম ও অলিউর রহমান।

❒ **মির্জাপুর, বিনোদপুর, রাজশাহী থেকেঃ** উম্মে সালমা, ফাহমীদা নাজনীন, আমাতুল হক বুশরা, নাজমা সুলতানা, মাহফূযা খাতুন, শুকুর বিন শহীদ, জামীল আখতার ও জহুরুল ইসলাম।

❒ **বজরপুর, মোহনপুর, রাজশাহী থেকেঃ** মুনতাজ আলী, গোলাম রব্বানী, আব্দুস সাত্তার, শাহাবান আলী, নিজামুল হক, সুবর্ণা খাতুন ও সাজেদা খাতুন।

❒ **ভেটুপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী থেকেঃ** মাহবূবুর রহমান, শাহ আলম, গিয়াসুদ্দীন, রেযাউল করীম, হানিফ খন্দকার, নাজমুল হক, রোযীনা খাতুন, তানজিলা খাতুন, আখতার বানু, রোমানা খানম ও জুলেখা।

❒ **গোপালপুর, মোহনপুর, রাজশাহী থেকেঃ** আরিফা, সাহেবা, মেরিনা, হাসিনা, আফরোযা ও রেশমা।

❒ **মঙ্গলপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** আফরোযা বানু, ডালমী খাতুন, রযুফা খাতুন, মমতাজ খাতুন, খাদীজা খাতুন, পারুল, রাশীদা খাতুন, বেলাল হোসায়েন, যয়নাল আবেদীন, বাবুল হোসায়েন, আজাহার আলী, রইসুদ্দীন, বাবুল ও মুকছেদ আলী।

❒ **হাট খুজিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** জিনাত রুখসানা, মুমেনা খাতুন, মাজেদা খাতুন, শিউলী খাতুন, লাইলী খাতুন, ফিরোযা খাতুন, গুলনাহার বানু, কাঞ্চন খাতুন, আলতাফুন নেসা, রোযিনা খাতুন, পারুল পারভীন, আব্দুল গফূর, সাইফুল ইসলাম, এনামুল হক, তোফায্যল হোসায়েন, শাহাদত হোসায়েন, জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুল আযীয, শাহাবুর আলম, আতাউর রহমান ও আশরাফুল আলম।

❒ **ইউসেফ মোমেনা বখ্শ স্কুল, রাজশাহী থেকেঃ** সুমী আখতার, খায়রুন নাহার, রীমা আখতার, জেসমীন আখতার, রাশীদা খাতুন, সুলতানা, আফরোযা আখতার, মিলি আখতার ও ফরীদা আখতার।

❒ **মিয়াপুর, রাজশাহী থেকেঃ** মিনারুল ইসলাম, হাবীবুর রহমান, আফযাল হোসায়েন, তরীকুল ইসলাম, রাসেল চৌধুরী, মতীউর রহমান, যিল্লুর রহমান ও লিটন হোসায়েন।

❒ **লালোইচ মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** ইউনুস আলী, দেলোয়ার হোসায়েন, সোবহান আলী, মামূনুর রশীদ, আলমগীর, রুনা খাতুন, মেহেরুন নেসা, ফয়যুন নেসা, আরীফা খাতুন ও ফরীদা খাতুন।

❒ **হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** আব্দুল গাফ্ফার, শফীকুল ইসলাম, শামসুয যুহা, জেসমিন, আন্জুমানারা, আব্দুল মতীন, জাহাঙ্গীর আলম, তোফায্যল হোসায়েন।

❒ **মিয়াপুর, রাজশাহী থেকেঃ** হাবীবা খাতুন, মাহফূযা খাতুন, আসমা খাতুন, আয়েশা খাতুন, তানযীলা খাতুন, মনোয়ারা, মাফরুযা, কাজল রেখা, সালমা খাতুন, মাশকুর খাতুন, হাসিনা খাতুন, ছখিনা খাতুন, মোস্তফা কামাল, তাওহীদুল ইসলাম, মাহতাব আলী ও ওমর ফারুক।

❒ **হরিষার ডাইং, রাজশাহী থেকেঃ** মাহমূদা খাতুন, শরীফা খাতুন, মমতাজ, বিলকিস, মর্জিনা, আজমীরা, হাসিনা, শামীমা, রাবেয়া, সাজেদা, সাবীনা, আয়েশা, সুমাইয়া, রোযিনা, শারমীন লতীফা, ছখিনা খাতুন, আব্দুল হান্নান, জাহাঙ্গীর আলম, উজ্জল হোসায়েন, তাহসীন আলী, যাকের আলী, মুকুল ইসলাম, গোলাম রব্বানী, কামরুয্যামান, মে'রাজুল ইসলাম, রশীদুল ইসলাম, রিয়াযুল ইসলাম, আতীকুর রহমান, মাঈনুল ইসলাম, আতাউর রহমান, রাহিদুল ইসলাম, আনোয়ারুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম, আফতাবুদ্দীন ও ইমামুল ইসলাম।

❒ **শেখপাড়া, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ** নাজনীন আরা, হালীমা খাতুন, রেহানা খাতুন, মাহফূযা, আরযিনা, রাযিয়া, তাসমীরা, রীনা খাতুন, শহীদা খাতুন, কমেলা, ময়না খাতুন, মাহমূদা, খালেদা খাতুন, রাহেলা, জুলেখা, সুবেদা, আবেদা, শারমীন, রহীমা, শারমীন খাতুন, নাসরীন, শরীফা জেসমিন, রেখা খাতুন, ফাহীমা, সোহাগী, তাহমীনা, লাবনী, রেযিয়া খাতুন, মুকছেদা খাতুন, ছালাউদ্দীন, হারূনুর রশীদ, ইবরাহীম শাহীন, এন্তাজুল, শাহাবুর, ইসমাঈল, রাজু আহমাদ ও যয়নাল আবেদীন।

❒ **দূর্গাপুর, রাজশাহী থেকেঃ** মীযানুর রহমান, রওশন আরা খাতুন ও আনোয়ারা খাতুন।

❒ **দাওকান্দী, রাজশাহী থেকেঃ** শাহিনা আখতার, মনজুআরা, শামীমা আখতার, নাজমুল হক, শফীকুল ইসলাম ও শিরিনা খাতুন।

http://islaminonesite.wordpress.com

❒ **চোরকোল, ঝিনাইদহ থেকেঃ** মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ।

❒ **কাশিপুর, ঝিনাইদহ থেকেঃ** জাহাঙ্গীর আলম, রিতা বেগম ও মিতা খাতুন।

❒ **কলারোয়া, সাতক্ষীরা থেকেঃ** রাযিয়া সুলতানা।

অক্টোবর'৯৮ সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তরঃ

১. প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ, পিতার নাম ওছমান বিন আমের আবু কোহাফা ও মাতার নাম সালমা বিনতে ছখর বিন আমের।

২. ২ বছর ৩ মাস ৬ দিন।

৩. আকাশেঃ জিবরাঈল ও মিকাঈল (আঃ)।

যমীনেঃ আবু বকর ও ওমর (রাঃ)।

৪. হযরত আয়েশা, আবু বকর ও ওমর (রাঃ)।

৫. মহানবী (ছাঃ), আবু বকর ও ওমর (রাঃ)।

অক্টোবর'৯৮ সংখ্যার 'একটু খানি বুদ্ধি খাটাও'-এর সঠিক উত্তরঃ

১. হাতের আঙ্গুল। ২. উঁকুন। ৩. বেলজিয়াম। ৪. পান। ৫. কয়লা।

নভেম্বর'৯৮ সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১। কোন্ অলৌকিক ঘটনা দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস করার জন্য কে কাকে ছিদ্দীক্ব উপাধি দেন?

২। পুরুষ, নারী এবং বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোন তিন ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন?

৩। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর আহবানে সাড়া দিয়ে কোন্ দু'জন ছাহাবী আল্লাহ্র রাস্তায় তাঁদের সম্পদের সম্পূর্ণ ও অর্ধেক দান করেছিলেন?

৪। মহানবী (ছাঃ) -এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় কোন ছাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন?

৫। মহানবী (ছাঃ) একদিন ইসলামের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আমলের কথা ছাহাবীদের সম্মুখে উল্লেখ করে বলেন যে, এ সকল গুনাবলী একত্রে থাকলে সে জান্নাতী হবে। আজ কে এগুলি করেছ? একমাত্র আবূবকর (রাঃ) বললেন, আমি করেছি। আমল তিনটি কি ছিল?

নভেম্বর'৯৮ সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)

১। একটি কলমিলতা পুকুর পাড়ি দিবে। লতাটি প্রথম দিনে বৃদ্ধি পেয়ে যতদূর যায় দ্বিতীয় দিনে তার দ্বিগুন যায়। এভাবে ৯ দিনে পুকুরের অর্ধেক গেল। বাকী অর্ধেক যেতে আর কতদিন লাগবে?

২। একটি ত্রিভুজ এঁকে প্রতি লাইনে ৪টি করে সংখ্যা বসাও। যার প্রতিলাইনের যোগফল হবে ১৭। প্রমাণ করে দেখাও।

৩। কোন একটি সংখ্যাকে ১ হ'তে ৯ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা দ্বারা গুণ করে গুণফলের প্রাপ্ত সংখ্যা দু'টিকে পাশাপাশি লিখে যোগ করলে যোগফল প্রতি ক্ষেত্রে ৯ হবে। সংখ্যাটি কত? ন্যূনতম দু'টি উদাহরণসহ প্রমাণ করে দেখাও।

৪। ধুরইল মাদরাসায় একটি শ্রেণীতে ৫৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে। ঐ শ্রেণীতে তুলনামূলক ভাবে ১৫ জন ছাত্র বেশী আছে। ছাত্র সংখ্যা কত?

৫। একটি মাদরাসায় ৯৯ হাত পুকুরের পাড় আছে। ৯ হাত অন্তর গাছ লাগালে ৯৯ হাত জায়গায় মোট কয়টি গাছ লাগানো যাবে?

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

২৯। গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালক) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ রুহুল কুদ্দূছ।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আফযাল হোসায়েন।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, আমীনুল ইসলাম, আব্দুল মুহাইমিন ও মুখলেছুর রহমান।

৩০। গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ তোফায্যল হোসায়েন।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল গাফ্ফার।

পরিচালিকাঃ হাসীনা খাতুন।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ আফরোযা খাতুন, রীনা খাতুন, ঝরণা খাতুন ও রেশমা খাতুন।

৩১। গোপালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মোকছেদ আলী।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসায়েন।

পরিচালকঃ মোস্তাক আহমাদ।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ আমযাদ হোসায়েন, আব্দুল লতীফ, সাদেকুল ইসলাম ও রায়হানুল ইসলাম।

৩২। গোপালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ হাফেয মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নহিরুদ্দীন।

http://islamicmessage.wordpress.com

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ আরিফা খাতুন।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ নাছিমা খাতুন, মেরিনা খাতুন, সাহেবা খাতুন ও ফারহানা ইয়াসমিন।

৩৩। পিয়ারপুর আহলে হাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মজীদ (প্রাক্তন চেয়ারম্যান)।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আজহারুল ইসলাম (ইমাম)।

পরিচালকঃ মতীউর রহমান।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ আবুল কাশেম, শামীম আহমেদ, মিজানুর রহমান ও যাকারিয়া হোসায়েন।

৩৪। পিয়ারপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ রুস্তম আলী।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম।

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ হাবীবা খাতুন।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ শামসুন নাহার, ফাহিমা খাতুন, শারমীন আখতার ও রহীমা খাতুন।

৩৫। নলত্রী শাখা, গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ আলহাজ্জ আব্দুল বারী।

উপদেষ্টাঃ আব্দুল মতীন।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুহাম্মাদ রুহুল আমীন, জহুরুল ইসলাম, হাসীবুল্লাহ ও তামান্না তাসনীম বারীরা।

৩৬। কালিকাপুর সিনিয়র মাদরাসা (বালক) শাখা, মান্দা, নওগাঁঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আফতাবুদ্দীন (শিক্ষক)।

উপদেষ্টাঃ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (শিক্ষক)।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আনিছুর রহমান।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুহাম্মাদ গোলাম হোসায়েন, আফযাল হোসায়েন, আমীনুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর আলম।

৩৭। কালিকাপুর সিনিয়র মাদরাসা (বালিকা) শাখা, মান্দা, নওগাঁঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আবুল কালাম (প্রাঃ শিক্ষক)।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম।

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ রাবেয়া খাতুন।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ জোস্না খাতুন, সুলতানা খাতুন, সাজেদা খাতুন ও জামেনা খাতুন।

৩৮। সোনাতলা শাখা, রংপুরঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ শামসুল হক।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সায়েম রাশেদ।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুহাম্মাদ সাফায়াত হোসায়েন, সবুজ মিয়া, বুলবুল আহমাদ ও রায়হানুল হাসান।

৩৯। বেড়হাবাসপুর (বালক) শাখা, বাঘা, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মহিনুল ইসলাম।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ শাহিন আলম।

কর্ম পরিষদ সদস্যাঃ মুহাম্মাদ খোরশেদ, মুহাম্মাদ তফসীর আলম, মুহাম্মাদ এরশাদ আলী, মুহাম্মাদ ইলিয়াস হক, ইমরুল ইসলাম ও কাওছার।

৪০। বেড়হাবাসপুর (বালিকা) শাখা, বাঘা, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন।

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ জাহানারা খাতুন।

কর্ম পরিষদ সদস্যাঃ উম্মাতুন খাতুন, পারুল খাতুন, রোযিনা খাতুন, রিনা খাতুন, সারভানু খাতুন ও সুফেদা খাতুন।

মাসিক ইজতেমা

গত ১২ই আগস্ট রাজশাহী জেলা হাতেম খাঁ, ১৪ই আগস্ট মিয়াপুর, ২০শে আগস্ট বাগমারা থানার সমসপুর হাফেযিয়া মাদরাসা, নরদাশ উচ্চ বিদ্যালয় ও সৈয়দ ময়েযুদ্দীন বালিকা বিদ্যালয়ে, ২২শে আগস্ট মোহনপুর থানার বাটুপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ ও পিয়ারপুর মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, ২৩শে আগস্ট কাদিরগঞ্জ, ২৬শে আগস্ট শেখপাড়া, ২৭শে আগস্ট বেড়াবাড়ী বহলডাঙ্গী মাদরাসায়, ২৯শে আগস্ট হড়গ্রাম ও ৬ই অক্টোবর মির্জাপুর জামে মসজিদে সোনামণিদের মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উপরোক্ত ইজতেমা সমূহে সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' -এর রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত থেকে সোনামণিদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। ইজতেমা সমূহে সোনামণিদের ব্যাপক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

http://islamibanglasite.wordpress.com

বন্যা

-মেরীনা পারভীন (৭ম শ্রেণী)
গোপালপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

বাংলাদেশে বন্যা এসে
ভাসিয়ে দিল সবই,
জীবন ও ফসলাদির হল ক্ষতি
দেখেছ কি কিছু ভাবি?
বালা মুছীবত হয়না কিছু
আল্লাহ্র নির্দেশ না হলে,
এ গযব দু'হাতের কামাই
কুরআন-হাদীছ বলে।
নারী যদি হয় দেশনেত্রী
রহমত আসে না বলেছেন নবী,
এসো ভাই সোনামণি
রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ি।

***

মোদের সোনামণি

-মুহাম্মাদ নাজমুল হক (৫ম শ্রেণী)
ব্রহ্মপুর, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

আমরা সবাই ছোট্ট মণি,
মোদের সংগঠন সোনামণি।
আমরা সবাই ভাই ভাই
আমাদের কোন ভেদাভেদ নাই।
দূর দূরান্তে থাকি মোরা
জীবন মোদের আলোয় ভরা।
সোনামণি গড়েছি
জীবন ফিরে পেয়েছি।
ধর্ম মোদের ইসলাম
কুরআন মোদের সংবিধান।

***

পণ

-শাকেরা ছিদ্দীকা (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
মির্জাপুর, বিনোদপুর, রাজশাহী।

আল্লাহ্ আমার প্রভু
মিথ্যা বলব না কভু।
মিথ্যা মোদের করবে ধ্বংস
নেবে জাহান্নামে,
তাই সত্য কথা বলব
আর চলব সৎ পথে।
ছালাত আদায় করব মোরা
আরও রাখব রোজা,
আল্লাহ্র দীদার পেতে হ'লে
মানব প্রিয় নবীর কথা।
শিরক-বিদ'আত ছাড়ব মোরা
সঠিক পথে চলব
এই পণ করেছি মোরা
সোনামণি করব।

***

আত-তাহরীক

-নাজমুল আনাম
দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ,
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

আত-তাহরীকের দরসে কুরআন,
বৃদ্ধি করে মোদের জ্ঞান।
আত-তাহরীকের প্রশ্নোত্তর,
ভেঙ্গে দেয় মোদের ভুল প্রচুর।
আত-তাহরীকের সোনামণিদের পাতা,
বৃদ্ধি করে শিশুদের জ্ঞানের আলোক ছটা।
আত-তাহরীকের সকল বিষয়ের অবদান,
পূরণ করে মোদের সব সমস্যার সমাধান।
আত-তাহরীক তুমি আমার,
জীবনে হয়ে আছো অমর।

***

মুক্তির পথ

-মুহাম্মাদ আমযাদ আলী (৫ম শ্রেণী)
গোপালপুর, ধুরইল, রাজশাহী।

আহলেহাদীছ গড়ব
সোনামণি করব।
আত-তাহরীক পড়ব
আল্লাহ্র পথে চলব।
আত-তাহরীক জানি
আল্লাহ্কে মানি।
আহলেহাদীছ জানি
রাসূলকে মানি।
মুক্তির একই পথ
দাওয়াত ও জিহাদ।

***

http://islamihouse.wordpress.com

Contents

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ঢাকার মত যানজট পৃথিবীর কোন শহরে নেই

ঢাকা শহরের মত এত প্রকট যানজট সমস্যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। জন ও যান চলাচলের ক্ষেত্রে এত অব্যবস্থাপনা, এত নৈরাজ্যকর অবস্থার নজির পৃথিবীর আর কোন বড় শহরে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ শহরে যানজট দিনের পর দিন শুধু খারাপের দিকেই যাচ্ছে। বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে এ শহর লোকজনের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। কথাগুলো বলেছেন ঢাকাস্থ বিশ্বব্যাংকের পরিবহন অর্থনীতিবিদ ইকবাল করীম।

জনাব করীম বলেন, 'ঢাকার মত যানজটের বিপজ্জনক অবস্থা আমার জানামতে কেবল কলিকাতায় ছিল কিন্তু গত এক বছরে কলিকাতায় এ সমস্যা এখন প্রায় নেই বললেই চলে। জনাব করীম বলেন, ঢাকার গাবতলী, সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ী, নয়াবাজার, কাটাবন, মালিবাগ, পুরনো ঢাকার জনসন রোড থেকে সদরঘাট, গুলিস্তানের আশেপাশের কয়েকটি স্থান, টিকাটুলীসহ ৪০টি ইন্টারসেকশন বা মোড়কে বিশ্বব্যাংকের স্টাডিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, ঢাকাকে যানজট মুক্ত করতে হলে প্রথমেই রাজপথ থেকে রিকশা সরাতে হবে। সেই সাথে রাজপথ হ'তে হকার সরিয়ে পুরো রাস্তাকে যানবাহন ও জনমানুষের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। ট্রাফিক পুলিশের যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ের ব্যাপারটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ৫/৭টি বড় রাস্তা নয়, ঢাকায় অন্ততঃ ৩৭টি রাস্তাকে বাস চলাচলের উপযোগী করে তুলতে হবে।

এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী দেশের অগ্রগতিতে বাধা

জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা বিশ্বের কোথাও দারিদ্র্য বিমোচনে সফল হ'তে পারেনি। ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার সূতিকাগার খোদ বাংলাদেশেও দারিদ্র্য বিমোচনের এই মডেল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বলে গবেষক ও বিশ্লেষকগণ স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিশ্বব্যাংক বলেছে, বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী ব্যর্থ হয়েছে। ধনী ও গরীবের ব্যবধান আরো বেড়েছে। গরীব জনগণের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ এবং অন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করে তাদের কিছুটা সুবিধা দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ঐ সুবিধার দ্বারা এই গরীবেরা জিয়ল মাছের মত স্বল্প পানিতে বেঁচে থাকার মত থাকে। তাদের মতে নিজেদের অবস্থার বড় ধরণের কোন উন্নতি ঘটে না। উপরন্তু ক্ষুদ্র ঋণ নেয়ার কারণে উচ্চ হারে সুদ দিতে গিয়ে তারা সর্বস্বান্ত হয়। ফলে দেশের অগ্রগতিতে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

দেশে ২ লাখ মহিলা পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত

এক প্রশ্নের উত্তরে সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোজাম্মেল হোসায়েন জানান, দেশে ১৮টি পতিতালয় এবং আনুমানিক ২ লাখ মহিলা পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত রয়েছে। এদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে ৯ কোটি ৯৯ লাখ ৯৭ হাযার টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

ব্র্যাকের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে খোদ ব্র্যাক কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল

ব্র্যাকের স্বেচ্ছাচারিতা, নির্যাতন ও শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সহজ সরল গ্রামের মানুষ নয় এবার ব্র্যাকেরই শত শত মাঠ পর্যায়ের কর্মী নির্যাতন ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করতে রাস্তায় মিছিল সমাবেশ শুরু করেছে। সেবার নামে ব্র্যাকের আসল চেহারা তাদের কর্মীরাই জনতার সামনে তুলে ধরায় ব্র্যাকের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা বেশ বিপাকে পড়েছে এবং প্রতিবাদী মাঠ কর্মীদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করছে। আবার কোন কোন সময় চাকুরী থেকে বরখাস্তের ভয়ও দেখাচ্ছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ব্র্যাক-এর স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে ২১ আগষ্ট মাঠ পর্যায়ে ৫শ' কর্মী ঝিনাইদহ শহরে মিছিল বের করে। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল প্রোগ্রাম অফিসার ও প্রোগ্রাম এ্যাসিসট্যান্ট। তাদের অভিযোগ ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ তাদের মৌখিক পরীক্ষার নামে চাকুরিচ্যুতির চক্রান্ত চালাচ্ছে। এছাড়া স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগও তারা তোলে। তারা অভিযোগ করে যে, মাঠ পর্যায়ের মহিলা কর্মীদেরকে কর্তৃপক্ষ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন সব কাজ করাতে বাধ্য করছে যা চাকুরি বিধি বর্হিভূত।

'হীলা' করেও রেহাই নেই! জীবন দিতে হ'ল গৃহবধূকে

গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ীতে ফতোয়াবাজদের ফতোয়ায় একটি সাজানো গোছানো সুখের সংসার তছনছ হয়ে গেছে। এক গৃহবধূকে মর্মান্তিকভাবে জীবন দিতে হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে পলাশবাড়ী থানার মহদীপুর ইউনিয়নের বড় গোবিন্দপুর গ্রামে। জানা গেছে, উক্ত গ্রামের জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘ ৭/৮ বছর আগে একই থানার বরিশাল ইউনিয়নের উত্তর বাসদিন গ্রামে বিয়ে করে। বিয়ের পর তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। যার বয়স এখন ৩/৪ বছর। ৪/৫ মাস আগে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটির সূত্র ধরে স্বামী ক্ষুব্ধ হয়ে স্ত্রীকে মৌখিকভাবে ৩ তালাক দেয়ার কথা উচ্চারণ করে। আর এতেই এক শ্রেণীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের মাঝে শুরু হয় কানা-ঘুষা।

http://islaminonesite.wordpress.com

এক পর্যায়ে সামাজিক বিচার বসানো হয়। এতে ফতোয়াবাজরা আইনের তোয়াক্কা না করে স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে মর্মে ঘোষণা দেয় এবং পরবর্তীতে সংসার করতে হ'লে ঐ স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে পুনরায় তালাক নিয়ে ৩ মাস ১০ দিন অপেক্ষা করে বিয়ে করতে হবে বলে রায় প্রদান করে। এতে স্বামী পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নে শ্বশুর বাড়ী উত্তর সাবদিন গ্রামে গিয়ে জনৈক ব্যক্তির সাথে স্ত্রীর বিয়ে দেয়। সেখানে ৩ দিন ঘর সংসার করার পর শর্ত মোতাবেক তার কাছ থেকে তালাক নেওয়া হয়। ফতোয়া অনুযায়ী সংসার করার আশায় অসহায় গৃহবধূ বাবার বাড়ীতে ৩ মাস ১০ দিন অপেক্ষা করার পর পুনরায় তাদের বিয়ে হয়। কিন্তু এতেও ফতোয়াবাজরা ক্ষ্যান্ত না হয়ে নতুন ফন্দী আটে। প্রশ্ন তোলা হয় উক্ত গৃহবধূ গর্ভবতী হওয়ায় তার এই বিয়ে কার্যকর হবে না। এ ঘটনা আঁচ করতে পেরে ফতোয়াবাজদের ভয়ে স্বামী ৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর গর্ভপাত ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং স্থানীয় কমোরপুরে জনৈক গ্রাম্য ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়ে গত ২৮/০৮/৯৮ইং তারিখে এম আর করে। কিন্তু পরদিন রোগীনী মারাত্মক অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তাকে প্রথমে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ও পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার পর গত ৩১.০৮.৯৮ইং তারিখে তার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে।

[পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী মাযহাবী ফৎওয়ার কারণে এভাবে অসংখ্য গৃহবধূর সোনালী স্বপ্ন প্রতিনিয়ত ধ্বংস হচ্ছে। কাজেই ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির স্বার্থে সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালার নিকটে আত্মসমর্পন করা উচিত। -সম্পাদক]

আমি সরকারের নিকট নিরাপত্তা চাই

বিতর্কিত নারীবাদী লেখিকা তাসলীমা নাসরীন ইসলামী কট্টরপন্থীদের নিকট হ'তে তাকে রক্ষা করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, কট্টরপন্থীরা তাকে হত্যা করতে চায়। গোপনে বাংলাদেশে ফেরার পর তিনি বিবিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন যে, তিনি আত্মগোপন করে আছেন। তিনি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে থাকতে চান এবং সরকারের কাছে নিরাপত্তা কামনা করেন। গণতান্ত্রিক দেশগুলির কাছে তিনি আহবান জানান যে, তারা যেন বাংলাদেশ সরকারের উপর তাকে রক্ষা করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে।

[কুরআন পরিবর্তনের দাবীদার মুরতাদ তাসলীমার ইসলামী আইনে একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ ছাড়াও সে ভারতের অর্থে ও স্বার্থে লালিত-পালিত। বাংলাদেশ সরকারের উচিত তাকে শাস্তি দেওয়া অথবা ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া। পবিত্র কুরআন পরিবর্তনের দাবী করে মুসলমান নামধারী কোন মুরতাদকে বাংলাদেশ সরকারের নিরাপত্তা দেওয়ার কোন সাংবিধানিক অধিকার আছে কি? দিলেও জনগণ তা মানবে কি? -সম্পাদক]

বিদেশ

শ্রীলংকায় সৈন্য ও বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষে ৭৩৯ জন নিহত।

শ্রীলংকার উত্তরাঞ্চলে সৈন্য ও বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষে ৭৩৯ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৭৭ জন এলটিটিই গেরিলা এবং ২৬২ জন সরকারী সৈন্য। এদিকে গোলোযোগপূর্ণ জাফনা হ'তে কলম্বো মুখী একটি বেসামরিক বিমান ৫৪জন যাত্রী সহ গত ২২শে সেপ্টেম্বর নিখোঁজ হয়েছে। এলটিটিই গেরিলারা বিমানটি গুলি করে ভূপাতিত করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উত্তরাঞ্চলীয় কিলিনোচি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সর্বশেষ এই সংঘর্ষ চলছে। এলটিটিই গেরিলারা এখানে সরকারী সৈন্যদের উপর প্রচণ্ড হামলা চালিয়েছে। সেনাবাহিনী কিলিনোচির উপর তামিল গেরিলাদের চাপ কমানোর জন্য মানকুলাম শহরে পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে। এতে বেশী এলটিটিই গেরিলা এবং ৬২ জন সরকারী সৈন্য নিহত হয়েছে। সেনাবাহিনী বলেছে, এ পর্যন্ত ৫৫ জন মহিলা ক্যাডার সহ ৩৭৭ জন বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া মানকুলামে আরও প্রায় ১শ' এলটিটিই গেরিলাকে হত্যা করা হয়েছে। এলটিটিই গেরিলারা কিলিনোচির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের দাবী করছে। এলটিটিই সম্প্রতি হুমকি দিয়েছে যে, জাফনা হ'তে চলাচলকারী বিমান তারা গুলি করে ভূপাতিত করবে। গেরিলাদের হাতে কিলিনোচির পতনের খবর সত্য হ'লে এ'টি হবে সরকারের জন্য একটি বিরাট বিপর্যয়। উল্লেখ্য, তামিল গেরিলারা শ্রীলংকার উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটি স্বাধীন আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য গত ৩ দশক ধরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। লড়াইয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৫৫ হাযার লোক নিহত হয়েছে।

মায়ের লাশ নিয়ে ৪ মাস বসবাস

ভারতীয় পুলিশ চার মাস পূর্বে মারা যাওয়া এক মহিলার পঁচা মৃত দেহ উদ্ধার করেছে। আবার বেঁচে উঠবে এই আশায় তার ছেলে মৃত দেহটি আগলিয়ে রেখেছিল। ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় শহর জয়পুরের শহরতলীতে গত ২৯শে মে এই মহিলার মৃত্যু হয়। তার ছেলে হরপ্রীত সিংহ তখন হ'তেই মায়ের দেহটি আগলিয়ে রাখে। পুলিশ জানায়, হরপ্রীত সিংহ মৃতদেহটি বাড়ীতেই লুকিয়ে রাখে এবং দুধওয়ালা ও পত্রিকার হকার ছাড়া গত ৪ মাসে সে কারো সাথে যোগাযোগ রাখেনি।

http://islamihouse.wordpress.com

খৃষ্টানদের বিক্ষোভ

ভারতে খৃষ্টান সম্প্রদায় পার্লামেন্টে পৃথক আসন সংরক্ষণ ও নির্যাতন বন্ধের দাবীতে বিক্ষোভ করেছে। রাজধানী নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের হাযার হাযার লোক অংশ নেয়।

ফিলিপাইনে ডেঙ্গুজ্বরে ৩ শত লোকের মৃত্যু

ফিলিপাইনে ডেঙ্গুজ্বর মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ায় ৩ শত জনের মৃত্যু এবং এ পর্যন্ত আরও ১৯ হাযার লোক আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা যায়।

ডেঙ্গুজ্বরে দু'শতাধিক লোকের মৃত্যু হওয়ার পর ফিলিপাইন গত মাসে পাঁচটি এলাকাকে 'মহামারী অঞ্চল' ঘোষণা করে। মশা বাহিত এই রোগে আক্রান্ত হ'লে হালকা হ'তে প্রবল জ্বর হ'তে পারে এবং কখনো মারাত্মক রক্তক্ষরণ হ'তে পারে। এ বছর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশেও ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভোটাধিকার হারাবে?

যুক্তরাষ্ট্র চলতি বছরের মধ্যে জাতিসংঘে তার বকেয়া ১৬০ কোটি ডলারের মধ্যে ৩৪ কোটি ৭০ লাখ ডলার পরিশোধ না করলে সাধারণ পরিষদে ভোট দানের ক্ষমতা হারাবে। জাতিসংঘের একজন কর্মকর্তা একথা জানান। অর্থ ও প্রশাসন সংক্রান্ত জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব জোসেফ কোনোব বলেন, ১৯নং ধারা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ওয়াশিংটনকে এই অর্থ পরিশোধ করতে হবে। জাতিসংঘ সনদের ১৯ ধারায় বলা হয়েছে, কোন দেশের বকেয়া দুই বছরের চাঁদার চেয়ে বেশী হ'লে সে দেশ সাধারণ পরিষদে ভোটের অধিকার হারাবে।

বিদ্রোহীদের গুলীতে বিমান ভূপাতিত

গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের বিদ্রোহী বাহিনী জানায়, তারা ৪০ জন আরোহী সহ কঙ্গো এয়ার লাইন্স-এর একটি বোয়িং ৭২৭ বিমান গুলী করে ভূপাতিত করেছে। বিদ্রোহী বাহিনীর সদস্যরা বিমান বন্দরে অবতরণের পূর্বে বিমানটিকে গুলী করে ভূপাতিত করে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের শুভ মূল্যায়ন

ছাদিকপুর, পাটনাঃ বিগত ২৮ ও ২৯শে এপ্রিল'৯৮ 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাদিকপুরী মুজাহিদগণের ভূমিকা' শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী এক সেমিনার পাটনায় অনুষ্ঠিত হয়। আমীরে জামা'আতে আহলেহাদীছ মাওলানা আব্দুস সামী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি রাব্রী দেবী ও তাঁর স্বামী সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমানে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা লালু প্রসাদ যাদব উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রথম জানতে পারলেন যে, ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা এনায়েত আলীর নেতৃত্বে ছাদিকপুরের আহলেহাদীছ আলেমগণই করেছিলেন এবং এই অপরাধে (?) ইংরেজ শাসকগণ তাদেরকে নির্মূল করেছে এবং বুলডোজার দিয়ে তাদের ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন করে সেখানে শহরের ময়লা ফেলার স্থল ও মিউনিসিপ্যালিটির ঘরবাড়ি ও মীনা বাজার বানিয়ে সেই সব বুযর্গদের অপদস্থ করেছে।

শ্রীমতি রাব্রী দেবী ঘোষণা করেন যে, ঐ স্থান থেকে পৌরসভার ঘরবাড়ি সরিয়ে নিয়ে ওলামায়ে ছাদেকপুরের স্মৃতিতে লাইব্রেরী, মসজিদ ও গবেষণাগার সহ এমন একটি বিশালাকার কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হবে, যা দেখে স্বাধীনতা আন্দোলনের এই মহান সেনানীদেরকে মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। প্রকাশ থাকে যে, ঐ সেমিনারে বিহার প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা মিঃ মোদীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সহ সেমিনারে উপস্থিত দেশের মুসলিম-অমুসলিম বিদ্বান ও সুধীমণ্ডলী বিপুল হর্ষধ্বনির মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উপরোক্ত ঘোষণাকে স্বাগত জানান।

[অমুসলিম এবং একধরনের হীনমানষিকতা সম্পন্ন মুসলিম লেখক আহলেহাদীছদের নেতৃত্বে পরিচালিত উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা 'জিহাদ আন্দোলন'কে সঊদী আরবের মহান সংস্কারক ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করে 'ওয়াহ্হাবী আন্দোলন' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন ভারতের মহান স্বাধীনতা আন্দোলন-এর শুভসূচনাকারী হিসাবে দিল্লীর আল্লামা শাহ্ ইসমাঈল, বাংলাদেশের মাওলানা সৈয়দ নিছার আলী ওরফে 'তীতুমীর' এবং পাটনার মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা এনায়েত আলীর নেতৃত্বে বাংলা ও বিহারের অকুতোভয় আহলেহাদীছ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অন্য মুসলমানদের উস্কিয়ে দেওয়া হয়, অন্যদিকে তেমনি স্বাধীনতা আন্দোলনে আহলেহাদীছদের অবদানকে এবং তাদের সোনালী ইতিহাসকে জনগণের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখা হয়। আল-হামদুলিল্লা-হ! এসকল মহান বীর ও মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের ইন্তেকালের দেড়শতাধিক বছর পরে একজন অমুসলিম প্রায় নিরক্ষর (৪র্থ শ্রেণী পাস) মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে তাঁদের শুভ মূল্যায়ন হ'তে যাচ্ছে। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। -সম্পাদক]

http://islamihouse.wordpress.com

পাঁচশ টাকার জাল নোট তৈরী হচ্ছে ভারতে

ভারত থেকে পাঁচশ টাকার জাল নোট আসা বন্ধ হয়নি। সংঘবদ্ধ একটি চক্র শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে জাল নোটের কারবার চালাচ্ছে। পাঁচশ টাকার নোট নিয়ে জনসাধারণ মহাবিপাকে পড়েছেন। ব্যাংক কর্মকর্তারা বাড়তি সময় ব্যয় করে আসল-নকল পরীক্ষা করছেন। ভারতীয় জাল নোট দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে, যদি এখনই জাল নোট পাচার বন্ধ করা না যায়। পাচারকারীরা কখনো ধরা পড়ে না। সাধারণ সহজ-সরল মানুষের হাতে দু'একটি জাল নোট ধরা পড়লে তারা বিভিন্ন ভাবে লাঞ্ছিত হন। নিখুঁত ভাবে পরখ না করলে জাল নোট সহজে বোঝা যায় না। হাট-বাজারে সচেতন লোকজনের মধ্যে এখন জাল নোটের আতংক বিরাজ করছে।

হায়! বিধাতাই মোর সহায়

নিজেকে মোটামুটি নির্দোষ প্রমাণ করার সকল প্রচেষ্টাই চালিয়েছিলেন ক্লিনটন। কিন্তু আর বোধ হয় তিনি শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। তাই ভাগ্যকে তিনি বিধাতার হাতে ছেড়ে দিলেন। হোয়াট হাউজের সাবেক শিক্ষানবিস মনিকা লিউনস্কির সঙ্গে যৌন কেলেংকারির কারণে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের শুনানীতে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বলেছেন, ব্যাপারটি এখন 'বিধাতার হাতে'। ইমপিচমেন্টের শুনানি শুরুর ব্যাপারে প্রতিনিধি পরিষদে ভোটাভোটির পর ক্লিনটন বলেছেন, 'বিষয়টা যাতে সাংবিধানিক ভাবে ও সময়মত সুরাহা হ'তে পারে তা দেখার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

৭৬২ পাউণ্ড ওজনের কুমড়া

সম্প্রতি নিউইয়র্কে ৭৬২ পাউণ্ড ওজনের একটি কুমড়ার সন্ধান মিলেছে। এই মৌসুমে উৎপাদিত এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ কুমড়া। উৎপাদনকারীরা প্রদর্শনীতে তাদের উৎপাদিত এই কৃষিপণ্যটি প্রদর্শন করেন। বিশ্ব কুমড়া ফেডারেশন এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

ধর্ষণ হত্যার চাইতেও জঘন্য অপরাধ

-এল কে আদভানী

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলকে আদভানী ধর্ষণকারীদের মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দাবী করেছেন। বর্তমানে ধর্ষণের শাস্তি সর্বোচ্চ ৭ বছরের কারাদণ্ড। মধ্যপ্রদেশের বিলাশপুর শহরে এক অনুষ্ঠানে আদভানি বলেন, 'একজন মহিলাকে ধর্ষণ করা হত্যার চাইতেও জঘন্য অপরাধ'। তিনি বলেন, এটি একটি অদ্ভুত ব্যাপার যে, কোন লোক কোন মহিলাকে হত্যা করলে তার শাস্তি হয় মৃত্যুদণ্ড আর ধর্ষণ করলে শাস্তি হয় ৭ বছরের কারাদণ্ড। আদভানী বলেন, ফৌজদারী আইন সংশোধন করে ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করা যায় কি-না সে ব্যাপারে তিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলাপ করবেন। আদভানী মধ্যপ্রদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় দুঃস্থদের মধ্যে কর্মরত ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীদের ধর্ষণের ঘটনারও নিন্দা করেন। তবে এর আগে একজন হিন্দু নেতা এই ধর্ষণের ঘটনাকে যথার্থ বলে দাবী করে বলেন, এসব সন্ন্যাসিনী ধর্ষিতা হবার উপযুক্ত। কেননা তারা হিন্দুদের খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশকে সাহায্যের জন্য জাতিসংঘে'র প্রস্তাব পাস

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ (ইউএনজিএ) সাম্প্রতিক বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে জরুরী ভিত্তিতে সহায়তা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানিয়েছে। জাতিসংঘে'র সাধারণ পরিষদ গৃহীত এক ব্যাপক ভিত্তিক প্রস্তাবে বন্যা বিধ্বস্ত বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে এই আবেদন জানানো হয়। প্রস্তাবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, বহু জাতিক ও আঞ্চলিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এনজিও সমূহের প্রতি বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক সাহায্য ও ত্রাণ সরবরাহের আহবান জানানো হয়। ৭৭ জাতি গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসাবে ইন্দোনেশিয়া ও চীন এই প্রস্তাব উপস্থাপন করে। ১৫ সদস্যের ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেন এই প্রস্তাবের সহ উদ্যোক্তা ছিল।

মুসলমানদের বিয়ে টিকে থাকার ব্যাপারে রাণী এলিজাবেথের কৌতুহল

মুসলমানদের বিবাহ বন্ধন কিভাবে শক্তিশালী হয় তা জানার জন্য বৃটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ গত ১৭ই সেপ্টেম্বর'৯৮ শুক্রবার ব্রুনাইয়ের বৃহত্তম মসজিদে যান। মসজিদে মুসলিম তরুণীদের বিবাহের আগে তাদের দাম্পত্য জীবনের করণীয় সম্পর্কে যে জ্ঞান দান করা হয়, তা দেখে রাণী মুগ্ধ হন। অনুষ্ঠান শেষে প্রফুল্লচিত্তে রাণী

http://islamicwebsite.wordpress.com

মসজিদ থেকে বেরিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবিন কুককে বলেন, 'আমাদের দেশেও এ ধরনের একটা কিছু চালু করা দরকার'। উল্লেখ্য, কুক তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে পাঁচ মাস আগে পার্লামেন্টের সেক্রেটারী নেইরনকে বিয়ে করেন এবং রাণী এলিজাবেথের ৫ সন্তানের মধ্যে ৪ জনেরই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। রাণী মসজিদের স্থপতি জাইনি আলী'র সাথে মসজিদটি ঘুরে দেখেন এবং একটি ক্লাস পরিদর্শন করেন। ঐ ধরনের ক্লাসের মাধ্যমে মেয়েদের পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর শিক্ষাদান করা হয়।

বাঙ্গালি অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের নোবেল বিজয়

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন এ বছর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। বাঙালি জাতির মধ্যে তিনি দ্বিতীয় জন যিনি এ গৌরব অর্জন করলেন। ১৯১৩ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বাঙালি জাতির মধ্য থেকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

গত ১৪ অক্টোবর 'রয়েল সুইডিশ একাডেমী অফ সায়েন্সস' ঘোষণা করে যে, ভারতীয় বাঙালি মানবতাবাদী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এবছর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এশিয়ার মধ্যে অর্থনীতিতে তিনিই প্রথম নোবেল পেলেন। এ পুরস্কার বাবদ তিনি একটি মেডেল ও ৯ লাখ ৩৮ হাযার ডলার পাবেন।

ব্রিটেনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমর্ত্য সেন কল্যাণমূখী অর্থনীতির জন্য এ পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৯৩৩ সালে শান্তি নিকেতনে জন্মগ্রহণকারী অধ্যাপক সেনের শৈশব কেটেছে বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ ও ঢাকার ওয়ারীতে। মানিকগঞ্জ ছিল তার পৈতৃক নিবাস। বাড়িটি এখনও আছে। শান্তি নিকেতনে অধ্যাপক সেনের মাতামহ ক্ষীতি মোহন সেন থাকতেন। অধ্যাপক সেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। একই বিষয়ে ক্যামব্রিজে ডাবল ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার পর মাত্র ২৩ বছর বয়সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন। অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড, ক্যামব্রিজসহ বিশ্বের প্রায় সব খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যাপনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

মুসলিম জাহান

জাতিসংঘ নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরাকে ১৫ লক্ষ নাগরিকের মৃত্যু

জাতিসংঘে'র নিষেধাজ্ঞার কারণে কমপক্ষে ১৫ লক্ষ ইরাকীর মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ কম বয়সী শিশু। ইরাকী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা একথা জানান। এর কারণ, ঔষধ বা চিকিৎসা সামগ্রীর ঘাটতি। জাতিসংঘ কুয়েতে ইরাকী আগ্রাসনের চারদিন পর ১৯৯০ সালের ৬ই আগষ্ট বাগদাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। দেশটির মোট জনসংখ্যা ২কোটি ২০ লক্ষ। জানা গেছে মৃতের মধ্যে শতকরা ৭০ জনের বয়স ৫ বছরের কম।

পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করবে

পাকিস্তান ২৮টি এফ-১৬ জঙ্গী বিমান ক্রয়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া ৬৫ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার ফেরত পাওয়ার লক্ষ্যে মার্কিন আদালতে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার একটি মার্কিন আইন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্যাটন বগ্সকে নিয়োগ করেছে। এই প্রতিষ্ঠান চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে ও পরিশোধিত অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্য পাকিস্তানের পক্ষে মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিবে।

পাকিস্তানে 'শরীয়া আইন' পাস

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ইসলামী শরীয়া আইনকে দেশের সর্বোচ্চ আইন করে একটি সাংবিধানিক সংশোধনী বিল পাস করেছে। বিলটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সিনেটে পাঠানো হবে। বিলের পক্ষে ১৫১ এবং বিপক্ষে ১৬টি ভোট পড়ে। বিলটিকে আইনে পরিণত করার জন্য পাকিস্তানের ৮৭ আসন বিশিষ্ট সিনেটের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন লাগবে। প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ জাতিকে অভিনন্দিত করে বলেন, এই আইন দেশে সত্যিকার ইসলামী ব্যবস্থা কায়েমে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, কুরআনই হবে পাকিস্তানে আইনের মূল ভিত্তি। তবে তিনি পাকিস্তানের অমুসলমানদের অধিকার সংরক্ষিত রাখারও জোর নিশ্চয়তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে যে হত্যাকাণ্ড ও অবিচার চলছে তা রোধের জন্য ইসলামী শরীয়া আইন প্রয়োজন।

http://islaminonesite.wordpress.com

কা'বা শরীফে চুরির দায়ে ডান হাত কর্তন

পবিত্র মক্কা শরীফে চুরি করার দায়ে একজন আফগান নাগরিকের ডান হাত কেটে ফেলা হয়েছে। সঊদী রাষ্ট্র পরিচালিত টেলিভিশনে প্রচারিত এক বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ খবর দিয়েছে। উল্লেখ্য, সঊদী আরবে ইসলামী শরীয়ত কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। শরীয়তে চুরির অপরাধে ডান হাত কেটে ফেলার বিধান রয়েছে।

কসোভোর মুসলিম জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে সার্ব আগ্রাসন

সার্ব বাহিনী কসোভোর মুসলিম জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে নতুন করে হামলা শুরু করেছে। দক্ষিণ কসোভোতে মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানের অংশ হিসাবে তারা এই আক্রমণ পরিচালনা করছে। সার্বিয়ার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ কসোভোতে সার্বীয়দের থেকে মুসলমানদের সংখ্যা ৯ গুণ বেশী। কিন্তু এ বছরের গোড়া থেকে সার্ব বাহিনীর অত্যাচারে শত শত মুসলিম নিহত এবং প্রায় আড়াই লাখ মুসলমান গৃহহীন হয়েছে। মুসলিম গ্রামের উপর সার্ব বাহিনী বৃষ্টির মত গোলাবর্ষণ করে চলেছে। ফলে এই সংঘর্ষ এখন এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সার্বদের দমনে ন্যাটো বিমান হামলার প্রস্তুতি নেয়ায় সেখানকার শান্তিবাদী রাজনীতিবিদদের হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছে।

জাতিসংঘে ইরানী প্রেসিডেন্টের প্রথম ভাষণ

ইরানের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ খাতামী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে চলতি অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেছেন। মুহাম্মাদ খাতামী হ'লেন ১২ বছরের মধ্যে সাধারণ পরিষদে ভাষণ দানকারী প্রথম ইরানী প্রেসিডেন্ট। তাঁর আগে বর্তমান সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আয়াতুল্লাহ আলী খামেনী ১৯৮৬ সালে সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন। মধ্যপন্থী নেতা মুহাম্মাদ খাতামী গত বছরের আগস্ট মাসে ইরানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

রুশদীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য ইরানী ছাত্র গোষ্ঠীর ৩ লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা

ইরানের ছাত্রদের একটি রক্ষণশীল গোষ্ঠী বৃটিশ লেখক সালমান রুশদীকে হত্যার জন্য নতুন করে পুরস্কার ঘোষণা করেছে। 'দি এসোসিয়েশন অব হিযবুল্লাহ ইউনিভারসিটি স্টুডেন্ট' নামের এই গোষ্ঠীটি মিঃ রুশদীর জন্য ৩ লাখ ডলারেরও বেশী পরিমাণ অর্থ ঘোষণা করেছে। প্রেসিডেন্ট খাতামীর সরকার ১৯৮৯ সালে মিঃ রুশদীর বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্ম অবমাননার অভিযোগে আধ্যাত্মিক নেতা প্রয়াত আয়াতুল্লাহ খোমেনীর দেয়া প্রাণনাশের মূল ফৎওয়া থেকে দূরে সরে এসেছিল। প্রেসিডেন্ট খাতামীর এ ঘোষণার পর বৃটেন ও ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হয়।

ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা

ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, ইসরাইলের সঙ্গে আলোচনায় মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার অচলাবস্থা দূর না হ'লেও তিনি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে সংকল্পবদ্ধ। আরাফাত সম্প্রতি ফিনল্যাণ্ডে এক সংক্ষিপ্ত সফর শেষে সাংবাদিকদের বলেন, ইসরাঈলের সঙ্গে অসলোতে সম্পাদিত ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শান্তি চুক্তি অনুযায়ী তিনি আগামী বছর মে মাসে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন। তিনি বলেন, অন্তবর্তী চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এই স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার তার রয়েছে।

সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে যারি করা ফৎওয়া অলংঘণীয়

ইরানী পার্লামেন্টের ১৬০ জনের মত সদস্য এক খোলা চিঠিতে বলেছেন, বৃটিশ লেখক সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে যারি করা হত্যার ফৎওয়া বহাল রয়েছে এবং তা অলংঘণীয়। ইরানের ২৭০ আসনের মজলিসের ১৬০ জনের এই খোলা চিঠিটি তেহরান রেডিওতে পাঠ করা হয়। পার্লামেন্ট সদস্যরা জোর দিয়ে বলেন, ইসলামী বিপ্লবের প্রতিষ্ঠার নির্দেশ বহাল রয়েছে। ইরানে পার্লামেন্ট সদস্যরা তাদের খোলা চিঠিতে বলেন, তেহরান ও লণ্ডনের মধ্যে সমঝোতা সত্ত্বেও এ ফৎওয়া বহাল রয়েছে। কারণ যিনি ফৎওয়া যারি করেন একমাত্র তিনিই তা প্রত্যাহার করতে পারেন। ইরানের ইসলামী বিপ্লবী নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী ১৯৮৯ সালে এই ফৎওয়া যারির কয়েকমাস পর ইন্তেকাল করেন।

লাদেনের কাছে পারমাণবিক বোমা!

ভারতীয় নেতারা উৎকণ্ঠিত

নির্বাসিত সঊদী নাগরিক ওসামা বিন লাদেনের সাবেক মধ্য এশীয় কিছু প্রজাতন্ত্রের কাছ থেকে পারমাণবিক অস্ত্র লাভের খবরে বিজেপি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং জম্মু ও কাশ্মীর পরিস্থিতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য কেন্দ্রের প্রতি

http://islamihouse.wordpress.com

আহ্বান জানিয়েছে। ওসামা বিন লাদেন মধ্য এশীয় কিছু দেশ থেকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করেছে এবং কিছু সংখ্যক লড়াকু সৈন্যকে কাশ্মীর রাজ্যে ঠেলে দেয়ার অপেক্ষায় রয়েছে- এই মর্মে প্রকাশিত খবরের কথা উল্লেখ করে বিজেপি নেতা এ এল শর্মা বলেন, খবরটি সত্য হয়ে থাকলে এটি সত্যিই একটি উদ্বেগের কারণ। তিনি বলেন, কাশ্মীর পরিস্থিতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত কোন ব্যাপারে সরকারের কালক্ষেপণ করা উচিত হবে না। তিনি সতর্ক করেন যে, মুজাহিদরা যেকোন সময়ে বেপরোয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

আফগানিস্তানে পুরুষ দর্জিরা মহিলাদের মাপ নিতে পারবে না

আফগানিস্তানের তালেবানরা পুরুষ দর্জিদের মহিলাদের মাপ নেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পূণ্য প্রতিপালন ও পাপ দমন মন্ত্রণালয় অর্থাৎ ধর্মীয় পুলিশ নামে পরিচিত এই মন্ত্রণালয় হুশিয়ার উচ্চারণ করে বলেছে এই নির্দেশ ভঙ্গকারীদের ইসলামী শরীয়া আইনে শাস্তি দেয়া হবে। রেডিও'র এক ঘোষণায় বলা হয়, সকল পুরুষ দর্জিকে জানানো যাচ্ছে যে, কেউ মহিলাদের মাপ নিতে পারবে না। ঘোষণায় আরো বলা হয়, রাজধানী এবং প্রদেশ গুলোতে কোন ক্ষৌরকার কোন মুসলমানের চুল ও দাড়ি অমুসলিম কায়দায় ছাটতে পারবে না। রেডিওতে বলা হয়, ধর্মীয় পুলিশের টহলদার সদস্যরা মঙ্গলবার জামা'আতে ছালাত আদায় করতে না যাওয়ায় কাবুলে কিছু সংখ্যক দোকানদারকে এবং দাড়ি ছাটার অপরাধে কিছু লোককে শাস্তি দিয়েছে। সশস্ত্র ধর্মীয় পুলিশ পাপীদের শাস্তি দেয়ার জন্য নিয়মিত কাবুল শহরে টহল দিয়ে বেড়ায়।

বসনিয়ায় সার্বদের হাতে শহীদ ১০০ মুসলমানের অবিকৃত লাশ উদ্ধার

বসনিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় জেভোরনিক শহরের কাছে শুমিনা গ্রামে একটি গণকবর খুঁড়ে ১৯৯২-৯৫ সালে বসনীয় যুদ্ধে নিহত বেসরকারী মুসলমান নাগরিকদের প্রায় ১শ' লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বসনীয় টেলিভিশন জানায় ৪৩ মাসের যুদ্ধের পর পাওয়া দেশের বৃহত্তম গণকবর গুলোর মধ্যে এটি একটি। এ যুদ্ধে ২ লাখ লোক প্রাণ হারায়। টেলিভিশন কমিশনের প্রধান আমোর মাসোভিচ বলেন, লাশগুলো ভাল রয়েছে এবং হাতের আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণ করে অনেকের পরিচয় জানা সম্ভব হ'তে পারে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মানব দেহে তৈরী প্রোটিন -৭২ উচ্চমাত্রায় স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়

মানব দেহের এক ধরনের প্রোটিন স্ট্রোকে ক্ষতিগ্রস্ত মস্তিষ্ককে রক্ষা করতে পারে বলে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকরা জানিয়েছেন। ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালানোর পর গবেষকরা জানান উত্তাপজনিত 'প্রোটিন-৭২' নামক এই প্রোটিনটি পুষ্টির অভাবে অথবা উত্তাপ ও রাসায়নিকের প্রভাবে দেহ কোষে উৎপাদিত হয়। এই প্রোটিনটি উচ্চমাত্রার স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। এই আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানীরা ইঁদুরের মাথার একাংশে রক্ত প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে সেখানে ক্ষতিকারক নয় এমন ভাইরাসের সাহায্যে এক ধরনের ডিএনএ প্রবেশ করান। ডিএনএ গুলো অতিমাত্রায় এই বিশেষ ধরনের প্রোটিন-৭২ তৈরী করে। এই চিকিৎসা ৯৫ শতাংশ স্নায়ুকোষকে পুনরুজ্জীবিত করে।

আলু উৎপাদনের নয়া পদ্ধতি

চীনের বিজ্ঞানীগণ উৎপাদন ও মান বৃদ্ধি কল্পে মাটি ছাড়াই আলু উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। উত্তর চীনের হেলংজিয়াং প্রদেশের কৃষি একাডেমীতে বিজ্ঞানীগণ উৎপাদন হ্রাসকারী ছোঁয়াচে রোগ হতে আলুকে রক্ষার এই পদ্ধতি বের করেছেন। টিউবে আলুর চারা পাথর ও কাঠের গুঁড়া দিয়ে রোপণ করা হয় এবং সার সহ পানি দেওয়া হয়। অতঃপর চারা গ্রীন হাউজে রাখা হয় এবং বদ্ধ পরিবেশে চারা দ্রুত বেড়ে উঠে। এইভাবে যে আলু চাষ করা হয় এর ওজন সাধারণ পদ্ধতিতে চাষ করা আলুর ৫ গুণ বেশী।

ছালাতের সময় ও কিবলার দিক নির্ণয়ক ক্যালকুলেটর

সম্প্রতি প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার প্রেক্ষাপটে তৈরী হয়েছে একটি বিশেষ ধরণের ক্যালকুলেটর যা পৃথিবীব্যাপী প্রায় ৪০০টি শহরের স্থানীয় সময়ভিত্তিক ছালাতের সময় ও কিবলার দিক নির্দেশ করবে।

পরিত্যক্ত টায়ার হ'তে তেল

বিজ্ঞানের সাফল্য যাত্রায় যোগ হল আরেকটি নতুন মাত্রা। আর এই নতুন আবিষ্কারটি বর্তমান বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। যেমন, বৃটেন তার পরিত্যক্ত টায়ার ফেলার জন্য স্থান খুঁজে পাচ্ছিল না বলে কিছুদিন আগে জানা গেছে।

http://islamihouse.wordpress.com

এই সমস্ত সমস্যার ক্ষেত্রে পরিবেশ বিজ্ঞানীসহ মানুষের চিন্তায় এসেছে বর্জ্য পদার্থের স্বাস্থ্যসম্মত অপসারণের পাশাপাশি কিভাবে এগুলোকে মানুষের উপকারে অথবা পুনরাবর্তনের কাজে লাগানো যায়।

আধুনিক বিশ্বে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি নতুন ধারণা। পৃথিবীর অনেক দেশই উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্জ্য হ'তে বিভিন্ন উপাদান পৃথক পৃথকভাবে সংগ্রহ করে নানা রকম উপকারী দ্রব্যাদি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। তেমনিভাবে বর্তমানে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান রসায়নবিদ ম্যানফ্রোড সাফল্যের যাত্রায় আর এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন বিশ্বকে। তাঁর চিন্তাধারা নষ্ট হয়ে যাওয়া রাবার বা টায়ারকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়। এর আগেও এ বিষয়ে অনেকে চিন্তা করতেন এবং সফল হয়েছেন রাস্তা তৈরির কাজে যে অ্যাসফল্ট ব্যবহৃত হয় তা তৈরি হয় রাবার থেকেই। তবে কার্ক ম্যানফ্রোড আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে পরিত্যক্ত রাবার হ'তে প্রস্তুত করলেন এক প্রকার তেল যার নাম 'লেমন ওয়েল'। মূলতঃ এটি হল এক প্রকার কৃত্রিম লিমোনিন নামক রাসায়নিক পদার্থ যা লেবু জাতীয় কোনো ফলের উপাদান। এই লিমোনিন তৈরী করতে বিজ্ঞানী ম্যানফ্রোড বায়ুশূন্য একটি পারমাণবিক চুল্লীর মাধ্যমে টায়ার কুচি কুচি করে কেটে ঢেলে দিতেন তার মধ্যে। এই পারমাণবিক বায়ুহীন চুল্লীর তাপমাত্রা ছিল ৭২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ঐ তাপমাত্রায় গলিত টায়ার থেকে নির্গত হয় ঘন এবং গাঢ় তেল, যা থেকে তৈরি হয় 'পলি আইসোপ্রিন'। একে গরম করতে করতে ভিন্ন অণু তৈরি হয়। আর এই যৌগ উপাদানটির সাথে মিলে যায় লেবুর উপাদান। বিজ্ঞানী ম্যানফ্রোড তাঁর সাফল্য অর্জন করেছেন যে পরিমাণ টায়ার ব্যবহারের মাধ্যমে, ভবিষ্যতে তা আরো কমে আসবে বলে ধারণা।

তবে ভাবনার বিষয় হল, ঐ তেল কোন্ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে? তিনি জানান, ঐ তেল ব্যবহৃত হবে বিভিন্ন সাবান, ক্লিনার এবং সোডার বোতল প্রভৃতিতে। এছাড়াও তিনি ঐ লেমন ওয়েলের নির্যাস থেকে তৈরি পদার্থ দ্বারা ছারপোকা মারার ওষুধ, মোমবাতি, চুইংগাম এবং মাউথ ওয়াশ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হবে বলে জানান।

টেলিস্কোপ দিয়ে

অস্ট্রেলিয়ার জ্যোতির্বিদ গর্ডন গারেড অপটিক্যাল টেলিস্কোপ দিয়ে ২ কোটি ৯ লাখ মাইল দূরে অবস্থিত একটি নভোযান শনাক্ত করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। এ দূরত্ব চাঁদের দূরত্বের একশ' গুণ বেশি। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একথা জানানো হয়েছে। এর আগে ১৯৯২ সালে অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিস্কোপে ৫০ লাখ মাইল দূরে অবস্থিত মহাকাশ যান গ্যালিলিওকে শনাক্ত করা হয়েছিল।

সংবাদ

বিদায়ীদের জন্য দো'আ ও নবাগতদের সংবর্ধনা'৯৮

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে গত ১১.০৮.৯৮ ইং তারিখে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কাজলা, রাজশাহীতে 'বিদায়ীদের জন্য দো'আ ও নবাগতদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান'৯৮ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি নবাগত তরুণ ছাত্রদের 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দাওয়াত দিয়ে বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মতিহারের সবুজ চত্বরকে রক্তাক্ত করার জন্য আহবান জানায় না বা পাশ্চাত্য থেকে আমদানী করা প্রচলিত বিভেদাত্মক রাজনীতির মিছিলকে শক্তিশালী করার জন্যও আহবান জানায় না। এ আন্দোলন মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের সার্বিক জীবন পরিচালনার উদাত্ত আহবান জানায়। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সাময়িকভাবে সরকার পরিবর্তনের আন্দোলন নয়। বরং এ আন্দোলন হ'ল সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন। তিনি শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার্থে শিক্ষাঙ্গণ সমূহ রাজনীতি মুক্ত শিক্ষাঙ্গণে পরিণত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আহবান জানান। অতঃপর তিনি বিদায়ী ছাত্র ভাইদেরকে কর্মজীবনের বিশাল পরিসরে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনার আহবান জানান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ আকবর হোসায়েন -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ মুজীবুর রহমান ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জনাব এস, এম, আব্দুল লতীফ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে নবাগত ও বিদায়ী ভাইদেরকে বিভিন্ন বইয়ের উপহার প্যাকেট প্রদান করা হয়।

দারুল ইফতা -এর আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে আনন্দের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে আহলেহাদীছ জামা'আতের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন কেন্দ্রীয় ফৎওয়া বোর্ড

http://islamionesite.wordpress.com

তথা 'দারুল ইফতা' আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয়েছে। আরবীতে যার পুরা নাম ***'দারুল ইফতা ওয়াল বুহূছিল ইলমিইয়াহ ওয়াদ্দা'ওয়াহ ওয়াল ইরশাদ'*** অর্থাৎ ফৎওয়া, গবেষণা, প্রচার ও নির্দেশনা কেন্দ্র। যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব দান ছাড়াও এ সংস্থা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' -এর গৃহীত অন্যান্য প্রকল্প যেমন- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা, বিভিন্ন গ্রন্থের বাংলা, উর্দূ, ইংরেজী বা আরবী ভাষায় অনুবাদ, পর্যালোচনা, গ্রন্থ সম্পাদনা, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ প্রচার কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

উল্লেখ্য যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** -এর সভাপতিত্বে গত ১৫.০৯.৯৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালনা কমিটির বৈঠকে ৯ নম্বর সিদ্ধান্ত মোতাবেক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় ফৎওয়া বোর্ড 'দারুল ইফতা' গঠনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর সে মতে গত ২ ও ৮ই অক্টোবর'৯৮ নব গঠিত ফৎওয়া বোর্ডের পর পর দু'টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে 'দারুল ইফতা' প্রধানের উপস্থাপিত ১১ দফা সম্বলিত নীতিমালা কিঞ্চিৎ সংযোজন সহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ফৎওয়া বিষয়ে গৃহীত নীতিমালার কিছু অংশ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ-

(১) প্রথমে পবিত্র কুরআন অতঃপর যে কোন পর্যায়ের ছহীহ হাদীছ সমস্যা সমাধানের মূল ভিত্তি হবে। আক্বায়েদ, আহকাম ও ফাযায়েল, কোন বিষয়ে যঈফ হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। (২) একই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট হাদীছের বদলে স্পষ্ট ও বিস্তারিত হাদীছ গৃহীত হবে। (৩) বিগত যুগের ওলামায়ে মুহাদ্দেছীন এবং আহলে সুন্নাতের প্রথম যুগের মুজতাহেদীনে কেরামের গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সেগুলি নিরপেক্ষভাবে যাচাই করতে হবে এবং নির্দিষ্টভাবে কোন একজনের মাযহাবের তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করা চলবে না। (৪) যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াবে অহি-র বিধানকে 'সর্বোত্তম' হিসাবে পেশ করতে হবে এবং যুক্তি ও বিজ্ঞানকে অহি-র অনুকূলে ব্যাখ্যাকারী হিসাবে গণ্য করতে হবে। (৫) ফৎওয়া দানের সময় প্রচলিত প্রথা, সংখ্যাধিক্যের ভীতি, সরকারী চাপ, নিজস্ব অভ্যাস, আবেগ ও বাড়াবাড়ি হ'তে মুক্ত থাকতে হবে। (৬) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে 'ফৎওয়া' শব্দটিকে সরাসরি আল্লাহ্র দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। সেকারণ অহি ভিত্তিক সমাধান হিসাবে ফৎওয়াকে সম্মান করতে হবে এবং ফৎওয়া দানের ব্যাপারে সর্বাধিক তাক্বওয়া ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই বে-দলীল রায় ও ক্বিয়াসের অনুসরণ করা চলবে না।

এতদ্ব্যতীত গৃহীত অন্যান্য সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে অন্যতম হ'ল এই যে, ফৎওয়া বিভাগের বৈঠক প্রতি ইংরেজী মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানে উত্তরগুলি চূড়ান্ত করা হবে।

প্রকাশ থাকে যে, উপমহাদেশে জাতীয় ভিত্তিক কোন আহলেহাদীছ সংগঠনের উদ্যোগে গঠিত ও পরিচালিত কেন্দ্রীয় 'দারুল ইফতা' এটিই প্রথম। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

'দারুল ইফতা' সদস্যগণের নাম, পদ ও যোগ্যতাঃ

১. ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (৫০) (সাতক্ষীরা) প্রধানঃ

এম, এম, (মুহাদ্দিছ, ১ম শ্রেণীতে ৫ম, ১৯৬৯) এম এ (আরবী, ১ম শ্রেণীতে ১ম ১৯৭৬, ঢাবি) পি, এইচ, ডি (রাবি, ১৯৯২) সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর প্রশ্নোত্তর বিভাগের পরিচালক।

২. শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী (৫৯) (রাজশাহী) সদস্যঃ

ফারেগ, জামে'আ সালাফিইয়াহ লায়ালপুর, পাকিস্তান; ফাযেল (আরবী) করাচী বোর্ড, পাকিস্তান; কামেল (মুহাদ্দিছ), লেসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুল্লিয়া দাওয়া ওয়া উছূলুদ্দীন), সঊদী মাব'উছ। সাবেক মুহাদ্দিছ মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা ও বর্তমান অধ্যক্ষ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩. শিহাবুদ্দীন সুন্নী (৬০) (গাইবান্ধা) সদস্যঃ

কামিল (মুহাদ্দিছ), মুহতামিম, মাদরাসা এশা'আতুল ইসলাম আস- সালাফিইয়াহ, ফুলবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

৪. আব্দুর রশীদ (৪০) (গাইবান্ধা) সদস্যঃ

কামিল (মুফাস্সির), লেসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মুমতায (কুল্লিয়া দাওয়া ও উছূলুদ্দীন) সঊদী মাব'উছ।

৫. আখতারুল আমান (২৭) (ঠাকুরগাঁও) সদস্যঃ

লেসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুল্লিয়াতুশ শারীয়াহ)। শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী।

৬. সাঈদুর রহমান (৩৫) (রাজশাহী) সদস্যঃ

গ্রাজুয়েট, কিং সঊদ ইউনিভার্সিটি, রিয়ায। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত হাদীছ প্রতিযোগিতা'৯৭

http://islaminonesite.wordpress.com

-য়ে ১ম স্থান অধিকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত। শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৭. আব্দুর রাযযাক সালাফী (৪৩) সদস্যঃ

ফারেগ, আল-জামে'আতুস সালাফিইয়াহ বেনারস, উত্তর প্রদেশ, ভারত (ফযীলত, ১ম শ্রেণীতে ১ম)। বিভিন্ন মাদরাসায় ১৩ বছর যাবত হাদীছের শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ ও ১৯৯৪ সাল হ'তে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ায় 'মুহাদ্দিছ' হিসাবে নিয়োজিত এবং মাসিক 'আত-তাহরীক' -এর প্রশ্নোত্তর বিভাগে কর্মরত।

৮. আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (৩৬) (চাপাইনবাবগঞ্জ) সদস্যঃ

ফারেগ, জামে'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম, মউনাথ ভঞ্জন উত্তর প্রদেশ, ভারত, কামিল (মুহাদ্দিছ ও মুফাস্সির)। শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

বিপন্ন মানুষের পাশে

গত ২৩, ২৫ ও ২৬শে সেপ্টেম্বর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে জেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল বাকীর নেতৃত্বে পীরগাছা কাউনিয়া ও গংগাচাড়া থানার গাবুরা, লাঠশালা, কান্দিনা, আযম খাঁ, দালাপাক, কাপাসিটারী ও মর্নেয়াচর এলাকার বন্যার্তদের মাঝে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় চাউল ও পুরাতন কাপড় বিতরণ করা হয়। এ সময় জেলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ওলামা বৈঠক

(ক) গত ২৫.০৯.৯৮ ইং রোজ শুক্রবার ঢাকা মুহাম্মদপুরের আলহাজ্জ আব্দুল আহাদ চৌধুরীর বাসভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ওলামা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বিশিষ্ট গায়ের জামা'আতী ওলামায়ে কেরাম ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক আঞ্জামের কাজে সার্বিক ভাবে দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আমীনুল ইসলাম ও মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল হক।

(খ) ২৬.০৯.৯৮ইং শনিবার বংশাল বড় মসজিদে আছর হ'তে এশা পর্যন্ত মসজিদের মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ মুহাম্মাদ হোসাইন ছাহেবের সভাপতিত্বে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় বিশিষ্ট গায়ের জামা'আতী ব্যক্তিবর্গ, ওলামা ও সাধারণ মুছল্লীগণ উপস্থিত ছিলেন। ইজতেমায় বক্তব্য রাখেন মাওলানা আবূ তাহের বর্দ্ধমানী, মাওলানা মুশাররফ হোসাইন আকন্দ, মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, মাওলানা মনছূরুল হক, মাওলানা অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ প্রমুখ।

ছাত্র ও সুধী সমাবেশ

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর'৯৮ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক জেলার কাকডাংগা এলাকার উদ্যোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের সার্বিক সহযোগিতায় হঠাৎগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক ছাত্র ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সভাপতি মাওলানা ফযলুল হক -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাত্র ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা শেষ বর্ষের ছাত্র এ. এস. এম. আযীযুল্লাহ্র পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সকল প্রকার হিংসা ও দলাদলি পরিহার করে একমাত্র পরকালীন মুক্তির স্বার্থে গৃহীত আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচী উল্লেখ করে উপস্থিত ছাত্র ও সুধী বৃন্দের কাছে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করলে দেড় শতাধিক ছাত্র ও সুধী সমস্বরে এতে আন্তরিক সমর্থন প্রকাশ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, যুবসংঘের জেলা সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মোতালেব হোসায়েন, অর্থ সম্পাদক মাওলানা শহীদুল্লাহ এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র জেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা ছহিলুদ্দীন।

কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতির পাবনা সফর

গত ৩০.০৯.৯৮ তারিখ হ'তে ০২.১০.৯৮ তারিখ পর্যন্ত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জনাব এস. এম. আব্দুল লতীফ পাবনা জেলার ব্রর্জনাথপুর, শালগাড়ীয়া ও নূরপুর এলাকা সফর করেন। পাবনা জেলা 'যুবসংঘ' আয়োজিত বিভিন্ন বৈঠকে 'আন্দোলন' ও 'সোনামণি' সদস্যরাও উপস্থিত ছিল। এ সময় তিনি মহানবী (ছাঃ) -এর বাল্য জীবন উল্লেখ পূর্বক সোনামণিদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

তাঁর সফরে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সম্মানিত শুরা সদস্য ও পাবনা জেলার প্রবীন উপদেষ্টা জনাব রবীউল ইসলাম, পাবনা জেলা আন্দোলনের সভাপতি জনাব হাবীবুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক বেলালুদ্দীন, যুবসংঘের সভাপতি জনাব শিরিন বিশ্বাস, মোকাররম হোসাইন, আমীনুল ইসলাম ও আশরাফ

http://islaminonesite.wordpress.com

আলী প্রমুখ।

আমীরে জামা'আতের রংপুর ও লালমনিরহাট সফর

গত ১৬ ও ১৭ই অক্টোবর রোজ শুক্র ও শনিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রংপুর ও লালমনিরহাটে এক সাংগঠনিক সফরে গমন করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন মসজিদ উদ্বোধন সহ কর্মী ও সুধী সমাবেশ এবং মহিলা মাহফিলে ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর সফর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি এস, এম, আব্দুল লতীফ ও আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। নিম্নে সফরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হল-

(ক) রংপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সুধী সমাবেশঃ

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী সকাল ১০ ঘটিকায় রংপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি জনাব আব্দুল বাকী ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীর ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। এই আন্দোলন মুসলিম উম্মাহ্কে তাওহীদের মর্মকেন্দ্রে জমায়েত করতে চায়। তিনি সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তোলার উদাত্ত আহবান জানান। তার সফর সঙ্গীগণ সকলেই উক্ত সমাবেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, প্রবীণদের মতে অত্র মিলনায়তনে আহলেহাদীছদের উদ্যোগে এটাই ছিল প্রথম উন্মুক্ত সুধী সমাবেশ।

(খ) নবনির্মিত হারাগাছ সারাই শরীফিয়া জামে মসজিদ উদ্বোধনঃ

জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সুধী সমাবেশ শেষ করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তার সফরসঙ্গীগণ রংপুর শহর হ'তে দশ কিলোমিটার দূরে হারাগাছ পৌরসভার অধীনে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নবনির্মিত বৃহদায়তন সারাই শরীফিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সেখানে গমন করেন ও খুৎবা প্রদান করেন। খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত সমেবেত মুছল্লীবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট নয় বরং মসজিদকে আবাদ করাই আমাদের মূল দায়িত্ব। সেকারণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী অত্র মসজিদে প্রতিদিন বাদ এশা মুছল্লীদের সম্মুখে অর্থসহ একটি করে হাদীছের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শুনানো, শাখার উদ্যোগে সাপ্তাহিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত করা ও সেখানে মসজিদের একপাশে পর্দার মধ্যে মা-বোনদেরকেও শরীক করা, মাসিক তাবলীগী ইজতেমা করা ও এর মাধ্যমে আপামর জনসাধারণের মধ্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' -এর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া এবং সাথে সাথে তরুণ যুবক ও ছাত্র সমাজ ও কচিকাঁচা সোনামণিদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়তে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সংগঠনের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। জুম'আর ছালাত আদায়ের পর তাঁর সফর সঙ্গীগণ সকলেই মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। মসজিদ কমিটির পক্ষে সভাপতি জনাব তবারক আলী সম্মানিত মেহমানদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে মসজিদ নির্মাণের জন্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

(গ) হারাগাছ এর অনুষ্ঠান শেষ করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তার সফরসঙ্গীগণ রংপুর শহরস্থ খাসবাগ জেলা মারকাযে ফিরে আসেন। বাদ মাগরিব মুহতারাম সিনিয়র নায়েবে আমীরের নেতৃত্বে রংপুর জেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' -এর জেলা ও এলাকা দায়িত্বশীলদের বিশেষ বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকের শেষদিকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাত ১টা পর্যন্ত জেলা কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দের সাথে বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন। এ সময় তাঁকে সহযোগিতা করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম। অতঃপর বাদ ফজর সম্মানিত সিনিয়র নায়েবে আমীর কর্মীদের বিভিন্ন মাসয়ালা মাসায়েলের জবাব দেন এবং সবশেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত কর্মীদের উদ্দেশ্যে হেদায়াতী ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর সকাল সাতটায় রংপুর জেলা সভাপতি ও বৃহত্তর রংপুর আঞ্চলিক দায়িত্বশীল জনাব আব্দুল বাকী ও অন্যান্য সফরসঙ্গীসহ মুহতারাম আমীরে জামা'আত লালমনিরহাট জেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

(ঘ) মহিষখোচা চৌরাহা মাদরাসা প্রাঙ্গণে সুধী ও মহিলা সমাবেশঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী মোতাবেক সকাল ৮.২০ মিনিটে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফর সঙ্গীগণ এখানে উপস্থিত হন। তিনি সংগঠনের অতীব হিতাকাংখী বর্তমানে রোগশয্যায় শায়িত জনাব আবুল হোসায়েন মেম্বার (৭০) ছাহেবের বাড়ীতে গমন করে তাকে সান্তনা দেন ও দো'আ করেন। অতঃপর স্থানীয় চৌরাহা মাদরাসা সংলগ্ন তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত দক্ষিণ বালাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বেলা ৯.৩০ মিনিটে নির্ধারিত প্রোগ্রাম শুরু হয়।

লালমণিরহাট জেলা সভাপতি মাওলানা মনছুরুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, ইমারত ও বায়'আতের গুরুত্বের উপর বক্তব্য রাখেন সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সবশেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত অনুষ্ঠানে উপস্থিত দেড়শতাধিক মহিলা ও দুই শতাধিক পুরুষের নিকট থেকে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন ও তাদেরকে বন্যা, খড়া, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি কঠিন বিপদে ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহ্র রহমত কামনা করার উপদেশ দিয়ে হেদায়াতী বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর সেখান থেকে সকাল পৌনে ১১ টায় কাকীনা বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন।

(ঙ) নবনির্মিত কাকীনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ উদ্বোধনঃ

তাওহীদ ট্রাষ্ট -এর সৌজন্যে নবনির্মিত কাকীনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী মোতাবেক জেলা সভাপতি জনাব মনছুরুর রহমানের সভাপতিত্বে বেলা ১২টায় সুধী সমাবেশ শুরু হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর রংপুর এর আঞ্চলিক দায়িত্বশীল জনাব আব্দুল বাকী, কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী প্রমুখ।

সিনিয়র নায়েবে আমীর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে দেশে প্রচলিত পীর-মুরীদির বিদ'আতী প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং রাসূলের (ছাঃ) সুন্নাত অনুযায়ী ইমারত ও বায়'আতের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাজ গঠনে সকলকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানান। অতঃপর বেলা ৩টায় মসজিদ প্রাঙ্গন ও রাস্তায় উপচে পড়া শ্রোতাদের বিরাট সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' -এর মৌলিক বিষয়ের উপরে আলোকপাত করেন। অতঃপর সমাবেশে উপস্থিত কয়েক শত মানুষ তাঁর নিকটে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করে।

মসজিদের অনুষ্ঠান শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত নিকটবর্তী রোদ্রেশ্বর গ্রামে গমন করেন ও সেখানে বিরাট মহিলা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে তিনি ইসলামী পরিবার ও সমাজ গঠনে মহিলাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র পতাকা তলে সমেবেত হয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক স্ব স্ব ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবন গড়ে তোলার জন্য মা-বোনদের প্রতি আহবান জানান।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সকল অনুষ্ঠানে জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। অতঃপর তাঁরা কাকীনা বাজার হ'তে বিকেল সোয়া ৫টায় রওয়ানা দিয়ে রংপুর ও বগুড়ায় সামান্য যাত্রা বিরতি করে রাত পৌনে ১টায় রাজশাহী পৌঁছেন।

সকল বিধান বাতিল কর
মাযহাবী দল কায়েম কর

'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর' এই মর্মস্পর্শী শ্লোগানে তথাকথিত মাযহাবপন্থীদের গা-জ্বালা শুরু করেছে। এর প্রতিরোধে পাল্টা শ্লোগান উচ্চারণ করা হচ্ছে 'সকল বিধান বাতিল কর, মাযহাবী দল কায়েম কর'। সম্প্রতি লালমনিরহাট জেলার চরশিবের কুটি গ্রামে এই শ্লোগান উচ্চারিত হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ২৪শে সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' -এর যৌথ উদ্যোগে লালমনিরহাট জেলার চরশিবের কুটি গ্রামের জনাব আব্দুল মজীদ ছাহেবের বাড়ীতে রাত ৭টা থেকে সাপ্তাহিক তাবলীগী ইজতেমার কাজ চলছিল। এমতাবস্থায় তথাকথিত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা তাবলীগী ইজতেমাকে বানচাল করার জন্য এক হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়। তারা তাবলীগী ইজতেমাকে লক্ষ্য করে ঢিল নিক্ষেপ, মাইকের সাহায্যে গানবাজনা, ধরপাকড় শুরু করে এবং এ সময় সমবেত কণ্ঠে অহি বিরোধী 'সকল বিধান বাতিল কর, মাযহাবী দল কায়েম কর' শ্লোগান উচ্চারণ করতে থাকে। যুবসংঘের জেলা সহ-সভাপতি মাওলানা মুস্তাজির রহমান এর নেতৃত্বে কর্মীরা ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখেন। কর্মীদের সংযমের কাছে তথাকথিত দলের চক্রান্তই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং এই তাবলীগী প্রোগ্রাম রাত ১২-৩০ মিনিট পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে চলে।

http://islamihouse.wordpress.com

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২১)ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'কুদরতি কিচ্ছা' নামক পুস্তিকায় লিখিত একটি গল্প আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) -এর নিকট হযরত আযরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং হযরত মূসা (আঃ)-কে মৃত্যুর কথা অবহিত করেন। মূসা (আঃ) রেগে আযরাঈলকে সজোরে একটি থাপ্পড় মারেন। তাতে আযরাঈল (আঃ)-এর এক চক্ষু কানা হয়ে যায়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে -এর সত্যতা জানতে চাই।

- আব্দুল হালীম
বোনারপাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ঘটনাটি সত্য। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ ঘটনা সংক্রান্ত হাদীছটির অনুবাদ নিম্নরূপ-

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত্যুর ফেরেশতাকে মূসা (আঃ)-এর নিকট পাঠানো হ'ল। ফেরেশতা তাঁর কাছে আগমণ করলে তিনি তাকে চপেটাঘাত করলেন এবং চক্ষু কানা করে ফেললেন। ফেরেশতা স্বীয় প্রভুর নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে এমন এক লোকের কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। তখন আল্লাহ তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আবার তাঁর কাছে গিয়ে তাকে বল একটি ষাড়ের পিঠে হাত রাখতে। তাঁর হাত যতটুকু জায়গার উপর পড়বে ততটুকু যায়গার প্রতিটি পশমের বদলে তাঁকে এক বছর করে আয়ু দান করা হবে। (একথা তাঁকে জানানো হ'লে) তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রভু! তারপর কি হবে? জবাবে আল্লাহ বললেন, তারপর মৃত্যু। একথা শুনে তিনি বললেন, তাহ'লে এখনই তা হোক। অবশ্য তিনি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র ভূমি (বায়তুল মুক্বাদ্দাস) থেকে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছে যাবার প্রার্থনা করলেন। রাবী (আবূ হোরায়রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এ সময় আমি যদি বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পবিত্র এলাকায় থাকতাম তবে পথের পার্শ্বে বালুর লাল টিবির কাছে তাঁর (মূসার) কবর তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম'। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, ক্বিয়ামতের অবস্থা অধ্যায়, হা/৫৭১৩।

প্রশ্ন (২/২২)ঃ বেশ কিছুদিন পূর্বে স্ত্রী তার স্বামীকে 'খোলা' তালাক দিয়েছে। স্ত্রী বা স্বামী কেউ ২য় বিয়ে করেনি। পরস্পরে পুনরায় একত্রে ঘর করতে ইচ্ছুক। বর্তমানে স্ত্রী সরাসরি স্বামীর বাড়ীতে চলে এসেছে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে রাজ'আত -এর কোন সুযোগ আছে কি?

-আলহাজ্জ মনযূর আলম
সাং ও পোঃ বোধখানা
জেলাঃ যশোর।

উত্তরঃ উক্ত স্বামী ও স্ত্রী নতুন বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় একত্রে ঘর করতে পারবে। উভয়ের মাঝে পুনরায় বিবাহ বন্ধন বৈধ হওয়ার জন্য স্ত্রীকে ২য় জনের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া ও তার সঙ্গে মেলামেশা করার প্রয়োজন নেই। যারা এ ধরণের ফৎওয়া দেন তারা 'খোলা'কে সর্বশেষ তালাক বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়।

'খোলা' তালাক কি-না এ ব্যাপারে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সঠিক কথা এই যে, 'খোলা' মূলতঃ তালাক নয় বরং বিবাহ বিচ্ছেদ। ফক্বীহদের মতে 'খোলা' হ'ল فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له অর্থাৎ স্বামী কর্তৃক স্বীয় স্ত্রীকে পৃথক করে দেয়া (বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা) এমন কিছুর বিনিময়ে যা তার হস্তগত হয়' (ফিকহুস সুন্নাহ)। একথাই ছাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত। কতিপয় ছাহাবী 'খোলা' কে তালাক বলে মনে করতেন বলে বর্ণনা এসেছে। কিন্তু ঐগুলি ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। -ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩৩/১০ পৃঃ; তালখীছুল হাবীর ৩/২০৪ পৃঃ। 'খোলা' (الخ لع) অর্থ (দেহ থেকে কাপড়) 'খুলে নেওয়া'। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের পোষাক সদৃশ। এক্ষণে কোন স্ত্রী তার স্বামীর নিকট হ'তে মালের বিনিময়ে 'খোলা' করে নিলেও পুনরায় ইচ্ছা করলে উভয়ে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। প্রকাশ থাকে যে, কোন কোন বিদ্বান 'খোলা'কে 'বায়েন তালাক' গণ্য করার পরেও স্বামী-স্ত্রীর নতুন বিবাহের মাধ্যমে একত্রে ঘর করাকে বৈধ বলেছেন। এজন্য স্ত্রীকে অন্য কারো সাথে বিয়ে দেওয়া ও তার সাথে মেলামেশা করার কোন প্রয়োজন মনে করেননি। -ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ ২/৪৩৩-৪৩৪ পৃঃ (নিউ পাবলিক প্রেস, দিল্লী-৬); ফিকহুস্ সুন্নাহ (কায়রোঃ আল-ফাতহু লিল ই'লাম আল-আরাবী ২/৩০৩, ৩২৪ পৃঃ)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'খোলা' করার পর পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফৎওয়া দিতেন। -আল-মুহাল্লা ৯/৫১৫। যেমন বলা হয়েছে,

عن عمرو بن دينار عن طاؤوس أنه سأله ابراهيم بن سعد عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت أينكحها؟ (قال) قال ابن عباس نعم، ذكر الله الطلاق فى أول الآية وفى آخرها والخلع بين ذلك - (المحلى بالآثار ٩/٥١٥، ط، بيروت، لبنان)-

http://islamionesite.wordpress.com

'খোলা'কে এজন্যই তালাক গণ্য করা সঠিক নয় যে, কুরআন মজীদে 'তালাক' (রাজঈ) দু'বার পর্যন্ত উল্লেখ করার পর 'খোলা' করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরে বলা হয়েছে 'যদি সে তাকে (তৃতীয়) তালাক দিয়ে ফেলে, তবে ঐ মহিলা তার জন্য বৈধ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত অপর কোন স্বামীকে বিয়ে না করবে' (বাক্বারাহ ২২৯-৩০)।

অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, 'খোলা' তালাক নয়। যদি 'খোলা' তালাক-ই হ'ত, তবে শেষের তালাকটি চতুর্থ তালাক বলে গণ্য হ'ত। অথচ সকল বিদ্বান একমত যে, শেষে যে তালাক -এর কথা فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ উল্লেখ করা হয়েছে, (যার পরে স্ত্রীকে স্বামী ফেরৎ নিতে পারবেনা অন্যত্র বিবাহ হওয়া ব্যতীত) তা হ'ল তৃতীয় তালাক, চতুর্থ তালাক নয়। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, 'খোলা' কোন 'তালাক' নয়। বরং ওটা বিবাহ বিচ্ছেদ মাত্র।

নবী করীম (ছাঃ) ছাবেত বিন ক্বায়েস (রাঃ) -এর স্ত্রীকে 'খোলা' করে নেওয়ার পর তাকে 'খোলা'র ইদ্দত স্বরূপ এক ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, নায়লুল আওত্বার (১ম সংস্করণ ১৪১৫ হিঃ- ১৯৯৫ইং) ৬/২৫৯ পৃঃ।

উক্ত হাদীছটিও প্রমাণ করে যে, 'খোলা' তালাক নয়। কারণ যদি তা তালাক হ'ত, তবে উক্ত মহিলাকে তিনি তিন 'তহুর' পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলতেন। বুখারী শরীফের যে বর্ণনায় 'খোলা'র ক্ষেত্রে 'তালাক' ব্যবহার করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ (নায়ল ৬/২৬২-২৬৩)।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, 'খোলা' যে তালাক নয়, তার প্রমাণ হলঃ তালাকের ক্ষেত্রে আল্লাহ তিনটি বিধানের কথা বলেছেন যেগুলোর সব ক'টি 'খোলা' তে পাওয়া যায় না। তিনটি নিম্নরূপ-

(১) 'তালাকে রাজঈ'র পর স্বামী তার স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে বিনা বিবাহে ফিরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু 'খোলা' এর ব্যতিক্রম।

(২) 'তালাক' তিন পর্যন্ত সীমিত। সুতরাং তালাক সংখ্যা পূর্ণ হয়ে গেলে স্ত্রীর অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ ও মিলন না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু 'খোলা'য় স্ত্রীকে অপর কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েই প্রথম স্বামীর কাছে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরে যেতে পারবে।

(৩) 'খোলা'র ইদ্দত হ'ল এক ঋতু। পক্ষান্তরে তালাকের ইদ্দত (স্ত্রীর সাথে মিলন ঘটে থাকলে) তিন তহুর। -নায়লুল আওত্বার ৬/২৬৩।

মোট কথা প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে নতুন করে বিবাহ সম্পাদন করার মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে। তাতে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (৩/২৩)ঃ কোন ব্যক্তির গোসল ফরয হয়েছিল। কিন্তু গোসল না করেই ভুল ক্রমে ফজরের ছালাতের ইমামতি করেছে। এমতাবস্থায় তার ও মুক্তাদীগণের ছালাতের কি হবে?

-নূরুল আমীন বিন আবূ ত্বাহের
পোঃ সেইলাস কলোনী, বন্দরটিলা
দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ পবিত্রতা অর্জন ছালাত আদায়ের পূর্বশর্ত। পবিত্রতা অর্জন না করলে ছালাত সিদ্ধ হয় না (মায়েদাহ ৬)। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ ওযূহীন অবস্থায় তোমাদের কারো ছালাত কবুল করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওযূ না করে। -বুখারী হা/১৩৫।

এক্ষণে ইমাম যদি ভুল বশতঃ ফরয গোসল না করে ছালাতে ইমামতি করেন, তবে মুক্তাদীর ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। তাদেরকে ঐ ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। তবে ইমামকে অবশ্যই ঐ ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। -মুহাল্লা ৩/১৩১।

উক্ত ফৎওয়ার সপক্ষে কতিপয় দলীল নিম্নরূপ-

(১) নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ ওযূহীন অবস্থায় তোমাদের কারো ছালাত কবূল করেন না, যতক্ষণ না সে ওযূ করে' (বুখারী হা/১৩৫)। যেহেতু ইমাম ছাহেব পবিত্র অবস্থায় ছালাত আদায় করেননি। কাজেই তার ছালাতও কবুল হয়নি। সুতরাং পবিত্র হয়ে তাকে আবার ছালাত আদায় করতে হবে।

(২) নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তারা (অর্থাৎ ঐ নেতারা) তোমাদেকে নিয়ে ছালাত আদায় করবে। যদি তারা তা সঠিকভাবে আদায় করে, তবে তা তোমাদের অনুকূলে হবে। আর যদি তারা ভুল করে, তবুও উক্ত ছালাত তোমাদের অনুকূলে হবে (অর্থাৎ ছালাতের ছওয়াব পেয়ে যাবে)। তবে ওটা তাদের প্রতিকূলে যাবে। -বুখারী ফাৎহুল বারী সহ ২/১৮৭, হাদীছ নং ৬৯৪। ইবনুল মুনযির বলেন, অত্র হাদীছ ঐ ব্যক্তির প্রতিবাদ করে যে ধারণা করে যে, ইমামের ছালাত নষ্ট হ'লে মুক্তাদীরও ছালাত নষ্ট হয়ে যায়।

ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, হাদীছটিতে এই মর্মে দলীল পাওয়া যায় যে, যদি কেউ ওযূহীন অবস্থায় লোকদের ইমামতি করে, তাহ'লে মুক্তাদীদের ছালাত সিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে ইমামকে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। -ফাৎহুল বারী ২/১৮৮।

(৩) হেশাম বিন ওরওয়াহ তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, ওমর বিনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ছালাত আদায় করেছিলেন (লোকদের নিয়ে) অপবিত্র অবস্থায়। পরে তা শুধু নিজে পুনরায় আদায় করেছিলেন। -মুহাল্লা

http://islamionesite.wordpress.com

৩/১৩৩।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) লোকদের নিয়ে আছরের ছালাত আদায় করেছিলেন ওযূহীন অবস্থায়। পরে তিনি তা পুনরায় পড়েছিলেন। তবে তার সাথীরা (মুক্তাদীরা) পুনরায় পড়েননি। -মুহাল্লা ৩/১৩৩। উল্লেখিত আছার দু'টির সনদ ছহীহ। দেখুনঃ মুহাল্লা ৩/১৩৪।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ফৎওয়ার বিপরীত ফৎওয়া আলী (রাঃ) ও সাঈদ বিনুল মুসাইয়িব (রহঃ) কতৃক বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা ফৎওয়া দিতেন যে, ঐ অবস্থায় ইমাম মুক্তাদী সকলেই ছালাত পুনরায় আদায় করবে। কিন্তু তাদের হ'তে উক্ত ফৎওয়া বিশুদ্ধভাবে সাব্যস্ত নয় (প্রাগুক্ত)।

প্রশ্ন (৪/২৪)ঃ হাটে বাজারে বিক্রিত তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করা যায় কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আনছার আলী
ইটাপোতা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করার কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে আঙ্গুলে তাসবীহ পাঠ করার ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায়। ইয়ূসায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি মুহাজের নারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদের বললেন, তোমরা সুবহা-নাল্লা-হ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ও সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস বল এবং আংগুল সমূহ গণনা কর। কারণ আংগুল গুলোকে কিয়ামতের মাঠে জিজ্ঞেস করা হবে ও বলার শক্তি দেয়া হবে। তোমরা গাফিল হবে না। নইলে তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করা হবেনা। -আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ২০২ পৃঃ। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে আংগুলের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি। -আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, নায়ল ২য় খণ্ড, ৩১৬ পৃঃ 'আংগুলে তাসবীহ পাঠ' অধ্যায় হাদীছ ছহীহ। আবূদাউদের অন্য বর্ণনায় ডান হাতের আংগুলে তাসবীহ গণনার কথা রয়েছে। -নায়ল ২য় খণ্ড, ৩১৬ পৃঃ।

তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করার প্রমাণে যে হাদীছটি পেশ করা হয় তা যঈফ। হাদীছটি নিম্নরূপঃ-

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি একদা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এক স্ত্রীলোকের নিকট গমণ করেন। তখন স্ত্রী লোকটির সামনে কতক খেজুর বীজ অথবা কাঁকর ছিল, যা দ্বারা সে তাসবীহ পাঠ করছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে সহজ অথবা এর চেয়ে উত্তম পথ বলে দিব? তা হচ্ছে 'সুবহা-নাল্লা-হ' বলা যে পরিমাণ তিনি আসমানে, যমীনে ও উভয়ের মধ্যে মাখলূক সৃষ্টি করেছেন এবং যে পরিমাণ করবেন। আর 'আল্লাহু আকবার' 'আল-হামদুলিল্লা-হ', 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' অনুরূপ পরিমাণে বলা। -তিরমিযী, আবূদাউদ, মিশকাত ২০১ পৃঃ। হাদীছটি যঈফ। -তাহকীকে মিশকাত আলবানী 'তাসবীহ তাহমীদ' অধ্যায়। কাজেই তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠের আমল বর্জনীয়।

প্রশ্ন (৫/২৫)ঃ 'মাসবূক' ইমাম হ'তে পারে কি? অর্থাৎ এক ব্যক্তি পূর্ণ ছালাত না পাওয়ায় ছুটে যাওয়া রাক'আত পূরণের জন্য দাঁড়িয়েছেন। এমতাবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি এসে এই 'মাসবূক'-কে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করবে, না নতুন ভাবে ছালাত শুরু করবে?

-মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
পশ্চিমপাড়া, কোয়াটার।

উত্তরঃ মসজিদে প্রবেশ করে যদি কেউ দেখেন যে, মুছল্লীগণ ছালাত আদায় করে নিয়েছেন এবং মাসবুক তার বাকী ছালাত পূরণ করছেন, এমতাবস্থায় তিনি জামা'আতের নেকীর প্রত্যাশায় মাসবুককে ইমাম করতে পারবেন। অনুরূপ জামা'আতের পর কোন এক ব্যক্তিকে ছালাত আদায় করতে দেখলে জামা'আতের নেকীর আশায় তাকেও ইমাম হিসাবে গ্রহণ করা যায়। একদা রাসূল (ছাঃ) ছালাত শেষ হওয়ার পর এক ব্যক্তিকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি আছে কি? যে এই লোকটিকে ছাদকা করবে অর্থাৎ তার সাথে ছালাত আদায় করবে। অতঃপর এক লোক দাঁড়াল এবং তার সাথে ছালাত আদায় করল'। -তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/১১৪৬ সনদ ছহীহ।

এখানে ছালাত আদায় করা ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ) তার সাথী করে দিলেন এবং তাদেরকে জামা'আতের নেকীর উপর উদ্বুদ্ধ করলেন। কাজেই উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জামা'আতের নেকীর আশায় মাসবুককে ইমাম করা যাবে। শায়খ বিন বাযকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি মাসবুককে ইমাম করা যাবে বলে ফৎওয়া প্রদান করেন এবং দলীলে উক্ত হাদীছটি পেশ করেন। -ফাতাওয়া হাইআতু কেবারিল ওলামা, ১ম খণ্ড ১০৮ পৃঃ।

প্রশ্ন (৬/২৬)ঃ আমি আমার অর্জিত অর্থ দ্বারা কিছু জমি ক্রয়ের সময় আমার স্ত্রী বলে যে, আমার নামে দলীল কর। তাই দলীলে আমার সাথে তার নাম লিখা হয়েছে। এতে কি আমার স্ত্রী শরীয়ত অনুযায়ী উক্ত দলীলের সম্পত্তির মালিক হবে?

-মুহসিন বিন ইদরীস

http://islaminohesite.wordpress.com

সারাংপুর, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ দলীলে নাম লিখার অর্থ এই যে, আপনার স্ত্রী আপনার অর্থের হক্বদার হওয়ার পূর্বেই আপনি তাকে অর্থ প্রদান করেছেন। যা শরীয়ত পরিপন্থী। নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদা তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূল (ছাঃ) -এর নিকট আসেন এবং বলেন, আমার এই ছেলেকে আমার একটি গোলাম প্রদান করেছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তোমার সকল ছেলেকে এইরূপ করেছ কি? লোকটি বলল, না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, গোলাম ফেরত নাও। -বুখারী, মেশকাত ২৬০ পৃঃ। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর। অতঃপর আমার পিতা ঐ দান ফেরৎ নিলেন। -মেশকাত ২৬১ পৃঃ। আবূ ওমামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হক্বদারকে তার হক্ব প্রদান করেছেন। কাজেই হক্বদারদের জন্য কোন অছিয়ত বা দান নেই। -আবূ দাঊদ ২য় খণ্ড ৩৯৬ পৃঃ হাদীছ ছহীহ।

হাদীছ দ্বয় স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, হক্বদারগণকে কোন সম্পদ প্রদান করা যাবে না। কাজেই আপনাকে উক্ত সম্পদ আপনার স্ত্রীর নিকট হ'তে ফেরৎ নিতে হবে। অবশ্য কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীকে মোহর বাবদ কোন জমি কিংবা কোন বাগান ইত্যাদি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তবে তাকে তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। উক্ত প্রতিশ্রুতি লিখিত আকারে হোক বা না হোক তাতে যায় আসে না।

প্রশ্ন (৭/২৭)ঃ যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে নগদ টাকার নিছাব কি সোনা-রূপার নিছাবের সমতুল্য হবে? না বৎসরান্তে ১০০ টাকা থাকলেই তার যাকাত দিতে হবে?

-মুযযাম্মেল হক
ক্যাশ বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা।

উত্তরঃ নগদ মুদ্রা বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ যার লেন দেন করছে সেটা দিরহাম, দীনার, ডলার, টাকা যাই হোক না কেন তা যদি সোনা বা রূপার নিছাবের মূল্যে পৌঁছে এবং ঐ মুদ্রার উপর এক বৎসর সময়কাল অতিবাহিত হয়, তাহ'লে তার উপর যাকাত ফরয হবে এবং শতকরা আড়াই টাকা করে যাকাত দিতে হবে। সোনার নিছাব হচ্ছে ২০ দিনার বা ৮৫ গ্রাম। সুতরাং কারো ২০ দিনার বা ৮৫ গ্রাম সোনা হ'লে, এর ৪০ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। সোনা বা রূপা যেকোন একটির মূল্য ধরে নগদ টাকার যাকাত প্রদান করলেই ফরয আদায় হয়ে যাবে। শায়খ বিন বাযকে এই বিষয়ে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি সোনা বা রূপা যেকোন একটির সমমূল্যে নগদ টাকা থাকলে তার যাকাত দিতে হবে বলে ফৎওয়া প্রদান করেন। -ফাতাওয়া হাইআতু কেবারিল ওলামা ১ম খণ্ড ৩৭৩, ৩৮৮, ৪১১ পৃঃ।

প্রশ্ন (৮/২৮)ঃ মুসলমান পুরুষের নামের আগে মুহাম্মাদ এবং মেয়েদের নামের আগে মুসাম্মাৎ লেখা হয়, এর কারণ কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর যামানা থেকে বর্তমানেও আরবদের নামের আগে এরূপ শব্দ দেখা যায় না। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
বোনারপাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মুসলমান পুরুষের নামের আগে মুহাম্মাদ এবং মেয়েদের নামের আগে মুসাম্মাৎ লেখা বা বলার নিয়ম নবী করীম (ছাঃ), ছাহাবা ও তাবেঈনের যুগে ছিল না, এমনকি আরব দেশগুলোতে এখনও নেই। এই নিয়মটি ভারত উপমহাদেশেই বেশী প্রচলিত। তবে এরূপ করাতে কোন আপত্তি নেই। কেননা যতদূর জানা যায়, বৃটিশ ভারতে হিন্দুরা যখন ঢালাও ভাবে হিন্দু-মুসলমান সবার নামের প্রথমে শ্রী, শ্রীমান (যা তাদের নিকট সম্মান সূচক শব্দ) ইত্যাদি ব্যবহার করতে শুরু করে এবং রাষ্ট্রীয় নথিপত্রে ঐ শব্দগুলি যখন হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানদের নামের শুরুতে বসানো ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে, তখন মুসলমানগণ নিজদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার নিমিত্তে তাদের নামের শুরুতে পুরুষদের নামের আগে শ্রী ও শ্রীযুক্ত-এর পরিবর্তে 'মুহাম্মাদ' ও মহিলাদের নামের আগে শ্রীমতী -এর পরিবর্তে 'মুসাম্মাৎ' চালু করেন।

'মুহাম্মাদ' বসিয়ে নিজেকে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারী মুসলিম পরিচয় দেওয়া হয়। আর মুসাম্মাৎ-এর অর্থ হ'ল 'নাম রাখা হয়েছে'। এই আরবী শব্দটিও মহিলার মুসলিম হওয়ার সংকেত বহন করে।

অতএব আহমাদ ও আবুদাঊদ বর্ণিত হাদীছ 'যে ব্যক্তি যে কওমের সদৃশ হবে, সে ব্যক্তি সেই কওমের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে' (মিশকাত, 'পোষাক' অধ্যায়, হা/৪৩৪৭, সনদ হাসান) এবং বুখারী ও অন্যান্য বর্ণিত হাদীছ 'মুশরিকদের বিপরীত কর' অন্য বর্ণনায় 'আহলে কিতাব ইহুদী-নাছারাদের বিপরীত কর' (বুখারী 'পোষাক' ও 'আম্বিয়া' অধ্যায়; মুসলিম, 'পবিত্রতা' ও 'পোষাক' অধ্যায়; নাসাঈ 'সৌন্দর্য' অধ্যায় প্রভৃতি) -এর আলোকে হিন্দুদের শ্রী -এর বিপরীতে মুসলমানদের 'জনাব' এবং শ্রীযুক্ত ও শ্রীমান -এর বদলে মুসলমানদের 'মুহাম্মাদ' এবং শ্রীমতী-র বদলে 'মুসাম্মাৎ' ইসলামী স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় হিসাবে বলা যেতে পারে।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (৯/২৯)ঃ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতেহা না বললে ছালাত হবে কি? অনেকেই বলেন, যে ছালাতে রুকূ ও সিজদা নেই সে ছালাতে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে না। মাটি দেওয়ার সময় সঠিক দো'আ কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

-আবূ বকর ছিদ্দীক
গাবতলী সিনিয়র মাদরাসা
বগুড়া।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদা জানাযায় সূরা ফাতেহা সরবে পাঠ করে ছালাত শেষে বলেছিলেন, আমি এজন্য এরূপ করলাম যাতে তোমরা অবগত হও যে, এমনটি করা (অর্থাৎ সূরা ফাতেহা পড়া) মহানবী (ছাঃ)-এর সুন্নাত। -বুখারী, মিশকাত, হা/১৬৫৪।

নবী করীম (ছাঃ) জানাযার ছালাতকেও ছালাত বলেছেন। -মুখতাছার ছহীহ মুসলিম হাদীছ নং ৯৯৯।

অতএব জানাযার ছালাতও এক প্রকার ছালাত। আর নবী (ছাঃ) অপর হাদীছে বলেছেনঃ

لا صَلاَةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

'ঐ ব্যক্তির কোন ছালাতই সিদ্ধ হবে না যে 'ফাতেহাতুল কিতাব' তথা সূরা ফাতিহা না পড়বে' (বুখারী হা/৭৫৬ কিতাবুল আযান; মুসলিম হা/৩৯৪ কিতাবুছ ছালাত, 'প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতেহা পাঠ ওয়াজিব হওয়া' অনুচ্ছেদ; -আল-মুহাল্লা ৩/৩৫১; মির'আতুল মাফা-তীহ ৫/৩৮১। অতএব যে ছালাতে রুকূ-সিজদা নেই, সে ছালাতে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে না, এধরণের কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

মাটি দেওয়ার সঠিক দো'আ কি? এই সম্পর্কে নবী (ছাঃ) থেকে ছহীহ সনদে কিছুই প্রমাণিত হয়নি। তবে শুভ কাজ মনে করে 'বিসমিল্লাহ' বলা যেতে পারে।

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় 'বিসমিল্লা-হি ওয়াবিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লা-হি' অথবা 'ওয়া আলা সুন্নাতে রাসূলিল্লা-হি' বলা নবী (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত। -আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত 'জানাযা' অধ্যায় 'দাফন' অনুচ্ছেদ হা/১৭০৭; সনদ ছহীহ, প্রাগুক্ত টীকা নং ১।

প্রকাশ থাকে যে, কবরে মাটি দেয়ার সময় অনেকে সূরায়ে ত্বা-হার নিম্নোক্ত ৫৪ নং আয়াতটিকে-

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

দো'আ মনে করে পড়ে থাকেন। যার অর্থ হ'লঃ '(আল্লাহ বলেন) এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং পুনরায় এ থেকেই তোমাদেরকে বের করব'। এই আয়াতটি মাটি দেওয়ার সময় পড়ার প্রমাণে একটি হাদীছ মুসনাদে আহমাদ ও মুসতাদরাক হাকেমে পাওয়া যায়। তবে হাদীছটির সনদ যঈফ -নায়লুল আওত্বার (বৈরুতঃ ১ম সংস্করণ ১৯৯৫) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৮৮।

প্রশ্ন (১০/৩০)ঃ তাক্বদীর কি? তাক্বদীর দো'আর মাধ্যমে পরিবর্তন হয় কি? যদি পরিবর্তন হয় তাহ'লে হায়াত-মওত রিযিক ও সম্পদ এই চারটির কোন পরিবর্তন হয় কি?

-আব্দুল মুত্ত্বালেব মণ্ডল
বাখড়া মোলামগাড়ী
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ তাক্বদীর শব্দটি 'ক্বাদর' হ'তে উৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ নির্ধারণ করা বা অনুমান করা। শারঈ পরিভাষায় তাক্বদীর হ'ল আল্লাহ কর্তৃক বান্দার ভবিষ্যত নির্ধারণ করা। তাক্বদীর সম্পূর্ণ গোপনীয় বিষয়। আল্লাহ্র সান্নিধ্য প্রাপ্ত কোন ফেরেস্তাও যেমন তাক্বদীর সম্পর্কে অবগত নন, তেমনি কোন নবী-রাসূলও অবগত নন। এই বিষয়ে গভীরভাবে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা বা চিন্তা-ভাবনা করার পরিণতি ব্যর্থতা ও সীমালংঘন ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাক্বদীরের জ্ঞান তাঁর সৃষ্টি কুল থেকে গোপন রেখেছেন এবং তাদেরকে এর তত্ত্ব উদঘাটনের প্রচেষ্টা চালানো থেকে নিষেধ করেছেন।

তাক্বদীর সদাচরণ ও দো'আর মাধ্যমে পরিবর্তন হয়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজ জীবিকায় প্রশস্থতা ও মরণে বিলম্ব কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪১৯ পৃঃ। ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দো'আ ব্যতীত আর কিছুই ভাগ্যকে ফিরায় না এবং উত্তম ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই আয়ূকে বাড়ায় না। -ইবনু মাজাহ, মিশকাত ৪১৯ পৃঃ সনদ হাসান।

লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে যাবে তখন সামান্য সময় পরেও হবে না আগেও হবেনা' (ইউনুস ৪৯)। এটা সম্ভবতঃ এজন্য বলা হয়েছে যে, সদাচরণ ও দো'আর মাধ্যমে আয়ু বৃদ্ধি হওয়াও তাক্বদীর। কারণ জগতে যা কিছু ঘটে সব তাক্বদীর অনুসারেই ঘটে। এজন্য তাক্বদীরকে দুই ভাগ করা হয়। ঝুলন্ত ও অকাট্য। ঝুলন্ত তাক্বদীর দো'আ ও সদাচরণের মাধ্যমে অকাট্য পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অথবা আয়ু বৃদ্ধি অর্থ নেক কাজের বৃদ্ধি হওয়া। ফলে অল্প বয়সে দীর্ঘ বয়সের নেকী করে নিতে পারে। যেমন- শেষের উম্মতের চেয়ে পূর্বের উম্মতের বয়স অনেক বেশী ছিল। কিন্তু শেষের উম্মতের নেকী অনেক বেশী হয় লায়লাতুল ক্বদরের মত ইবাদত সমূহের

http://islaminonesite.wordpress.com

মাধ্যমে। এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ বুখারী ফাৎহুল বারী ১০ম খণ্ড ৫০৯ পৃঃ।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, হায়াত, মউত, রিযিক এবং সৌভাগ্যবান না হতভাগ্য- এই চারটি বিষয় জন্মের পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত 'ঈমান' অধ্যায় হা/৮২)।

প্রশ্ন (১১/৩১)ঃ আইয়ামে বীযের নফল ছিয়ামের দলীল ও ফাযায়েল কি?

-এস, এম, মাহমূদ আলম
বাড়ী নং ৩, সড়ক নং ১১, সেকটর-৬
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তরঃ আইয়ামে বীযের ছিয়াম যাকে 'ছিয়ামুল বীয'ও বলা হয়, নফল ছিয়ামের মধ্যে অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ ছিয়াম। যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এই ছিয়াম প্রতি চান্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রাখতে হয়। 'বীয' শব্দটির অর্থ হ'ল 'সাদা'। ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখে পূর্ণ চাঁদের আলোতে প্রায় সম্পূর্ণ রাত্রি আলোকিত থাকে। আর দিনে তো সূর্যের আলো আছেই। তাই এই দিনের ছিয়ামকে 'ছিয়ামুল বীয' বলা হয়। এই 'ছিয়ামুল বীয' প্রতি মাসে তিনটি করে রাখা হ'লে সারা বছর নফল ছিয়াম পালনের সমান নেকী পাওয়া যায়।

ফাযায়েলঃ

(১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতি (চান্দ্র) মাসে তিনটি করে ছিয়াম, সারা বছর ধরে ছিয়াম পালনের শামিল'। -বুখারী ও মুসলিম, আলবানী-ছহীহ তারগীব হা/১০১৫।

(২) আবুযর গিফারী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, হে আবু যর! যখন তুমি মাসের তিনটি ছিয়াম রাখবে, তখন ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখে রাখবে'। -তিরমিযী ও নাসাঈ, সনদ হাসান; মিশকাত হা/২০৫৭।

(৩) আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, আমার দোস্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে তিনটি বিষয়ে অছিয়ত করে গেছেন, যা আমি জীবনে কখনো ছাড়িনি। তার একটি হ'ল মাসে তিনটি করে (আইয়ামে বীযের) নফল ছিয়াম পালন করা। -মুসলিম, ছহীহ তারগীব হা/১০১৪।

প্রশ্ন (১২/৩২)ঃ আমি নেকীর আশায় মুমূর্ষু রুগীকে বাঁচানোর জন্য রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে কয়েক বার রক্ত প্রদান করেছি। এইরূপ রক্ত প্রদান বৈধ হবে কি?

-দেলোয়ারা ওয়াহীদ
গ্রামঃ মধ্য নওদাপাড়া
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রুগীর যদি জীবন সংশয় দেখা দেয় এবং রক্ত দেয়ার ফলে তার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা প্রবল হয় তাহ'লে সে অবস্থায় তার দেহে অন্যের রক্ত দেয়া জায়েয হবে।. আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও পরহেযগারীর কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর' (মায়েদাহ ২)।

এ বিষয়ে সঊদী আরবের প্রধান মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বাযকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, বিপরীত ধর্মী মানুষ পরস্পরকে রক্ত প্রদান করতে পারে কি? উত্তরে তিনি বলেন, কোন মানুষ যদি অসুস্থ হয়। আর তার দুর্বলতা বেড়ে যায় ও রক্ত প্রদান ব্যতীত কোন চিকিৎসা না থাকে এবং চিকিৎসকগণ রক্ত প্রদানে তার জীবন রক্ষার ধারণা প্রবল মনে করেন, তাহ'লে রক্ত প্রদানে কোন ক্ষতি নেই, উভয়ের দ্বীন ভিন্ন হ'লেও। দলীলে সূরা নাহলের ১১৫ নং আয়াত ও সূরা আন'আমের ১১৯ নং আয়াত পেশ করেন। -ফাতাওয়া হাইআতু কিবারিল ওলামা ২য় খণ্ড ৮৯৯ পৃঃ।

প্রশ্ন (১৩/৩৩)ঃ বর্তমানে স্কুল-কলেজ এমনকি মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করলে দাঁড়িয়ে যায় এবং শিক্ষক না বসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। এইরূপ করা শরীয়ত সম্মত কি?

-আব্দুল্লাহ বিন মুছ্তফা
সাং- ভালুকগাছী, পাঁচানিপাড়া
পোঃ পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করলে স্কুল-কলেজ ও মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের দাঁড়ানো শরীয়ত সম্মত নয়। আনাস (রাঃ) বলেন 'ছাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূল (ছাঃ) অপেক্ষা কোন ব্যক্তিই অধিক প্রিয় ছিলেন না। অথচ তাঁরা যখন তাঁকে দেখতেন তখন দাঁড়াতেন না। কেননা তাঁরা জানতেন যে, তিনি এরূপ করা পসন্দ করেন না' (তিরমিযী, সনদ ছহীহ)। মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এতে আনন্দিত হয় যে, লোকজন তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকুক, তাহ'লে সে যেন নিজের জন্য জাহান্নামকে আবাসস্থল বানিয়ে নেয়' (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ)। শায়খ বিন বাযকে ছাত্র-ছাত্রীদের দাঁড়ানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি এইরূপ দাঁড়ানোকে অপসন্দ কর্ম বলেন এবং দলীলে উল্লেখিত হাদীছ দু'টি পেশ

http://islamionesite.wordpress.com

করেন। -ফাতাওয়া হাইআতু কিবারিল ওলামা, ২য় খণ্ড, ৯৯৩ পৃঃ।

তবে অসুস্থ ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্য কিংবা কোন ব্যক্তিকে স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে তাদের দিকে যাওয়া শরীয়ত সম্মত। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, যখন বনু কুরাইযা সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ) -এর ফায়ছালায় সম্মতি প্রকাশ করেন, তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সা'দ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহের অনতিদূরে থাকতেন। তিনি একটি গাধার উপর সওয়ার হয়ে আসলেন। যখন তিনি মসজিদের নিকট পৌঁছলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) আনছারদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের সরদারের দিকে দাঁড়িয়ে যাও) (قوموا إلى سيدكم) । -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৪০০ পৃঃ। অন্য এক ছহীহ হাদীছে রয়েছে 'তোমরা তার নিকটে যাও এবং তাকে গাধা হ'তে অবতরণ করাও' (قوموا إلى سيدكم فأنزلوه)

-তোহফা ৮ম খণ্ড পৃঃ ২৬ 'মানুষের জন্য দাঁড়ানো অপসন্দ' অধ্যায়।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'ফাতেমা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) -এর নিকট প্রবেশ করলে রাসূল (ছাঃ) দাঁড়িয়ে তার দিকে যেতেন এবং তার হাত ধরে হাতে চুম্বন করতেন ও নিজ স্থানে বসাতেন'। আর রাসূল (ছাঃ) যখন তাঁর নিকট গমণ করতেন তখন ফাতেমা (রাঃ)ও দাঁড়িয়ে তাঁর নিকট যেতেন এবং হাত ধরে হাতে চুম্বন করতেন ও নিজ স্থানে বসাতেন। -আবূদাউদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, তোহফা ৮ম খণ্ড ২৪-২৫ পৃঃ 'মানুষের জন্য দাঁড়ানো অপসন্দ' অধ্যায়। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমার তওবা কবুলের পর আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখি রাসূল (ছাঃ) মসজিদে বসে আছেন এবং মানুষ তাঁর পার্শ্বে বসে আছে। হঠাৎ ত্বালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ দাঁড়িয়ে আমার দিকে দৌড়ে আসলেন এবং মুছাফাহা করলেন ও ধন্যবাদ জানালেন। -বুখারী ২য় খণ্ড ৬৩৬ পৃঃ।

প্রকাশ থাকে যে, হাদীছের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য না করায় কেউ কেউ মানুষের সম্মানার্থে দাঁড়ানো যায় বলে উক্ত হাদীছগুলি পেশ করেছেন। শায়খ নাছেরুদ্দীন আলবানী বলেন, আগন্তুক ব্যক্তিকে মোবারকবাদ জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে তার দিকে যাওয়া যায়। তবে প্রবেশকারীর সম্মানার্থে দাঁড়ানো যায় না। কারণ এইরূপ দাঁড়ানো শরীয়ত সম্মত নয়। তিনি বলেন, সম্মানার্থে দাঁড়ানো ও দাঁড়িয়ে মানুষের দিকে যাওয়া এই দু'টির মধ্যে অনেকেই পার্থক্য করতে পারেননি। অথচ এই দু'টির মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ্য। -সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছাহীহাহ, ১ম খণ্ড, হা/৬৭। আবু দাউদের ভাষ্যকার আল্লামা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী বলেন, আগন্তুকের সাথে সাক্ষাতের জন্য দাঁড়ানো জায়েয। তবে কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো নিন্দনীয়।-'আউনুল মা'বূদ, ৭ম খণ্ড পৃঃ ৮১।

প্রশ্ন (১৪/৩৪)ঃ খেলা বা অন্য কোন আনন্দের অনুষ্ঠানে হাত তালি দেয়া জায়েয কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাকীম
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ খেলা বা কোন কোন আনন্দের অনুষ্ঠানে হাত তালি দেয়া জায়েয নয়। হাত তালি দেয়া কাফেরদের। মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তাদের ছালাত বলতে কা'বার নিকট শিস দেয়া ও তালি বাজানো ছাড়া কিছুই ছিল না' (আনফাল ৩৫)।

সুতরাং মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য সুন্নাত হচ্ছে যখন কোন আনন্দের সংবাদ শুনবে তখন আলহামদুলিল্লা-হ বলবে।.....আর কোন সংবাদে অথবা দৃশ্যে বিস্মিত হ'লে সুবহা-নাল্লাহ বলবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) -এর নিকট আনন্দ অথবা পসন্দের কিছু আসলে আল-হামদুলিল্লা-হ বলতেন'। -আলবানী ছহীহুল জামে, ৪র্থ খণ্ড ২০১ নং হাদীছ; বুখারী, হাদীছ নং ২১০।

প্রশ্ন (১৫/৩৫)ঃ আল্লাহ তা'আলা 'রাসূল (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে পৃথিবীর কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না' কথাটা কি শরীয়ত সম্মত? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানালে বাধিত হব।

- মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং সন্যাসবাড়ী,
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ

উত্তরঃ উক্ত মর্মে মুস্তাদরাকে হাকেম ২য় খণ্ড ৬১৪-১৫ পৃষ্ঠায় এবং দায়লামী ও ইবনু আসাকির-য়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) -এর নামে হাদীছ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلَاكَ বর্ণিত হয়েছে, যা মওযূ বা জাল। -আলোচনা দেখুনঃ আলবানী, সিলসিলাতুল আহা-দিছ আয-যাঈফাহ ওয়াল মউযূ'আহ হা/২৮০, ২৮২।

http://islaminonesite.wordpress.com